হরিভক্তিকল্পলতিকা

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীমায়াপুর,
নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
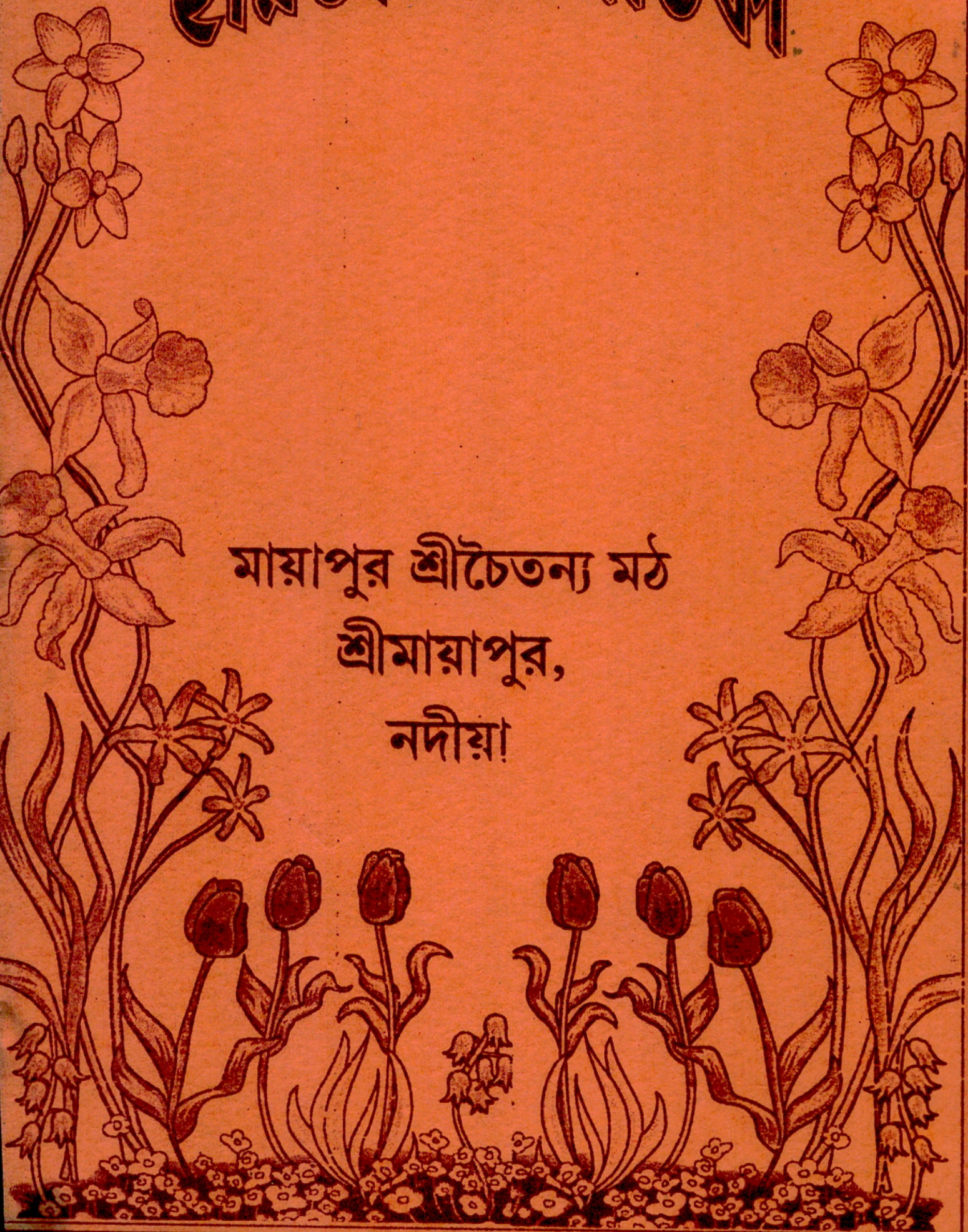
(চতুর্স্কশস্তবকবিলসিতা)

ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষকবর-

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদকৃত-

গৌড়ীয়ভাষানুবাদসমেতা তেন সম্পাদিতা চ।

তথা শ্রীধামমায়াপুরস্থিতস্য

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠতঃ

সাধারণ-সম্পাদকেনাচার্য্যপাদেন

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুণা **শ্রীমতা ভক্তিপ্রজ্ঞানযতি-মহারাজেন** প্রকাশিতা

ঋতুচন্দ্রবাণগৌরাব্দে শ্রীরাসপূর্ণিমায়াং

শ্রীধামমায়াপুরস্থিত-সারস্বতমুদ্রাযন্ত্রতঃ কম্প্যুটার-বিভাগতশ্চ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুণা **শ্রীভক্তিস্বরূপসন্ন্যাসিনা** মুদ্রিতা চ।

তৃতীয়-সংস্করণম্

ভূমিকা

৬০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার একখানি আদর্শ লিপি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থ কাঁহার রচিত,—তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। তবে কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক উদাসীন রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট ইঁহার আর একখানি প্রতিলিপি দেখিয়াছিলাম। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানির মূলমাত্র 'সজ্জিনী' নাম্নী সাময়িকী পত্রিকায় মৎকর্ত্তৃক প্রকাশ লাভ করে। এক্ষণে বঙ্গানুবাদের সহিত ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইল। কেবলা ভক্তির উদ্দেশে লিখিত হইলেও ইহাতে জ্ঞানপ্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া মনে হয়,—ইহা শুদ্ধাদ্বৈতবিচারপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ নিম্নে গ্রন্থোক্ত বর্ণিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

প্রথম স্তবকে মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও নিজ দৈন্যোক্তির পর একমাত্র আরাধ্য ভগবান্ বাসুদেবের ও তদীয় ভক্তগণের মহিমা, ভগবদ্বৈমুখ্যের কারণ ও কৃষ্ণসেবা-লাভের উপায় এবং কৃষ্ণসেবা-মহিমা।

দ্বিতীয় স্তবকে ভগবদ্ভক্তগণের, বিশেষতঃ গোপীগণের স্তুতি ও অভিবাদন, ভক্তগণের নববিধা ভক্তি ও কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তাঁহাদের গুণ-মহিমা, ভক্তির স্বরূপ, ত্রিগুণা (গৌণী), প্রেমলক্ষণা ও নির্গুণা ভেদে ভক্তির প্রকার-ভেদ ও উহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ.

তৃতীয় স্তবকে নববিধা ভক্তির নিকট গ্রন্থকারের আশ্রয়-প্রার্থনা, বিজ্ঞপ্তি, মনঃশিক্ষা, লালসা, কৃপা-ভিক্ষা, ভগবান্ শ্রীহরির সেবার অনুকূল যাবতীয় বিষয় গ্রহণে আদর ও তাদৃশী অনুকূল সেবার প্রার্থনা।

চতুর্থ স্তবকে ভগবান্ শ্রীহরির নাম-চরিতসমূহের 'শ্রবণ' এবং তাঁহার নাম-গুণসমূহের কীর্ত্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গদ্বয়ের ও তাদৃশ শ্রবণকারী ও কীর্ত্তনকারীর মহিমা এবং বাহ্য লক্ষণ

পঞ্চম স্তবকে নিত্য শ্রবণীয় ও কীর্ত্তনীয়রূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই নাম-রূপ-গুণ ও বিবিধ লীলা-চরিতাদি।

ষষ্ঠ স্তবকে শ্রীহরির নাম-রূপ-চিন্তনরূপ স্মরণ-ধ্যান ও স্মরণ-ধ্যানকারীর মহিমা এবং ভগবদ্রূপ-ধ্যানের প্রণালী ও তৎফল।

সপ্তম স্তবকে রাজোচিত উপচারসমূহদ্বারা শ্রীহরির পরিচর্য্যারূপ পাদসেবন ও সেবনকারীর মহিমা, পাদসেবন-প্রণালী, তৎফল, স্বীয় বিজ্ঞপ্তি এবং ভক্তপদসেবার মহিমা।

অষ্টম স্তবকে নানা উপচার দ্বারা সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্ব আশ্রমস্থিত মানবেরই পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষার আশ্রয়ে শ্রীহরির অর্চ্চা-মূর্ত্তির পূজন বা অর্চ্চন ও অর্চ্চকের মহিমা, দ্বিবিধ অর্চ্চন-প্রণালী, ধ্যান-প্রক্রিয়া, বিবিধ নৈবেদ্যার্পণ-প্রণালী, ভক্তবৈষ্ণবের পূজন, প্রণামান্তে ভগবানের শয়নদান ও তৎপর ভগবৎপ্রসাদ-সম্মানবিধি।

নবম স্তবকে কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির প্রণামরূপ বন্দন, তন্মহিমা, ভগবৎপাদপদ্ম-বন্দন-প্রণালী।

দশম স্তবকে শ্রীহরির উদ্দেশ্যে মানস, দেহ, গেহ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও ক্রিয়াদির অর্পণ-রূপ ভগবদ্দাস্যের মহিমা, অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ ও ভগবদ্দাস্যের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিত্ব, ভগবদ্দাসগণের মহিমা, ভগবদ্-দাস্যের ফল ও অধিকারি-নির্ণয়, ভগবদ্দাস্যের প্রণালী ও প্রকারসমূহ

একাদশ স্তবকে শ্রীহরির প্রতি সৌহার্দ্দজন্য-পরম প্রেমরূপ সখ্য ও তদাশ্রিতভক্তগণের স্বভাব।

দ্বাদশ স্তবকে শ্রীহরির প্রতি অর্পিতসর্ব্বস্ব ব্যক্তির তন্ময়চিত্ততারূপ আত্মনিবেদন, উহার অনন্ত-সাধ্যত্ব, আত্মনিবেদকের মহিমা ও লক্ষণ

ত্রয়োদশ স্তবকে জ্ঞানকে ভক্ত্যধীন (বা ফলরূপে) বর্ণনমুখে নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠাতার শ্রীকৃষ্ণবশকারিতা, তাহার অদ্বয়জ্ঞানস্ফূর্ত্তি এবং শুদ্ধজ্ঞানের লক্ষণ ও ফল।

চতুর্দ্দশ স্তবকে গ্রন্থকারের নিজাপরাধ ক্ষমাপণ, ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য অভিধেয়ের নিরর্থকতা বর্ণন এবং স্বকৃত-গ্রন্থ-সম্বন্ধে দৈন্যোক্তি

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা

প্রথমঃ স্তবকঃ

সর্ব্বাত্মানমশেষলোকপিতরং সর্ব্বেশ্বরং শাশ্বতং
যং নো বেত্তি জগন্নিবাসমমৃতং যন্মায়য়ান্ধং জগৎ।
যং জ্ঞাত্বা কৃতিনো বিশন্তি পরমানন্দাববোধঞ্চ যং
তং ভক্তপ্রিয়বান্ধবং শরণদং বন্দে মুরদ্বেষিণম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ

যাঁহার মায়াবলে অন্ধীভূত জগৎ নিখিল বিশ্বের অন্তর্যামী, পিতা ও অধীশ্বর নিত্যস্বরূপ সেই জগদাধার অমৃত-বস্তুকে অবগত হইতে পারে না এবং পণ্ডিতগণ যাঁহাকে অবগত হইয়া পরমচিদানন্দময়ের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই ভক্তজনপ্রিয়বান্ধব আশ্রয়প্রদ শ্রীমুরারিকে বন্দনা করি ॥১॥

ব্রজস্ত্রীণাং প্রেমপ্রবণহৃদয়ো বা কিমথবা
কৃপাযুক্তো ভক্তেষ্বসুরনিধনছদ্মনিপুণঃ।
অপি স্বাত্মারামো য ইহ বিজিহীর্ষুর্ব্রজমগাৎ
তমানন্দং বন্দে নবজলদজালোদরনিভম্ ॥ ২ ॥

অসত্যমপি সংসারং যদ্ভক্তিঃ সত্যতাং নয়েৎ।
গোপীনাং হৃদয়ানন্দং তমানন্দমুপাস্মহে ॥ ৩ ॥

পুণ্যাম্ভোধিভবা তমোবিঘটিনী সৎসঙ্গমূলোত্তমা
শ্রদ্ধাপল্লবিনী বিরক্তিকলিকা প্রেমপ্রসূনোজ্জ্বলা।
সান্দ্রানন্দরসাবহঞ্চ পরমং জ্ঞানং ফলং বিভ্রতী
সেয়ং শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ভূয়াৎ সতাং প্রীতয়ে ॥ ৪॥

যিনি আত্মারাম হইয়াও ব্রজরমণীগণের প্রতি হৃদয়ের প্রেমপ্রবণতা প্রযুক্ত অথবা ভক্তগণের প্রতি কৃপাযুক্ত হইয়া অসুর-নিধন-ছদ্মনিপুণ হইয়া ইহলোকে বিহার-কামনায় ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই নবজলধর-শ্যামল আনন্দময় পুরুষকে বন্দনা করি ॥২॥

যাঁহার ভক্তি এই অসত্য সংসারকেও সত্যরূপে পরিণত করিয়া থাকে, গোপীগণের হৃদয়ানন্দদায়ক সেই আনন্দময় পুরুষকে ভজন করি ॥৩॥

পুণ্যসমুদ্রজাতা, অজ্ঞাননাশিনী, সৎসঙ্গরূপ উত্তম-মূলবিশিষ্টা, শ্রদ্ধা-পল্লবযুক্তা, বৈরাগ্যকলিকাসম্পন্না, প্রেমপুষ্পোজ্জ্বলা এবং ঘনানন্দরসময় পরমজ্ঞানফলধারিণী এই প্রসিদ্ধা শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সজ্জনগণের প্রীতি প্রদান করুন ॥৪॥

ক্বাহং মন্দমতির্জড়োঽনধিগতশ্রুত্যাদি-শাস্ত্রাগমো
বিদ্যাতত্ত্ববিবেকনির্ম্মলধিয়াং ভক্তিঃ ক্ব বিশ্বেশিতুঃ।
স্বং চিত্তং তদপি প্রমার্ষ্টু মথ তাং বিজ্ঞাতুকামোঽপ্যহং
কুর্ব্বে সাহসমীদৃশং যদিহ তৎক্ষন্তুং মহান্তোঽর্হথ ॥ ৫ ॥

অথ নিত্যসত্যামলতয়া সর্ব্বপ্রভবত্বেন পরমকারুণিকতয়া পরমানন্দো বাসুদেব এব ভজনীয় ইতি তন্মহিমানমাবেদয়ন্নাহ ;—

চিদানন্দাম্ভোধৌ ভবতি বিহরন্তোঽপি ভগবন্
বিদুস্তে মাহাত্ম্যং ন খলু বিধিশম্ভুপ্রভৃতয়ঃ।
তথাপি ত্বৎপাদাম্ভোজ-মধুলবামোদমবিদন্
জড়োঽপীহে বক্তুং তদিহ কিমিয়ং মে চপলতা ॥ ৬ ॥

বেদাদিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ মাদৃশ মন্দমতি জড়জনই বা কোথায় এবং বিদ্যাতত্ত্ববিচারশীল নির্ম্মলমতিপুরুষগণের ভগবদ্ভক্তিই বা কোথায় অবস্থিত? তথাপি স্বীয় চিত্তবিশুদ্ধির জন্য এবং তাদৃশ ভক্তি অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া আমি যে ঈদৃশ দুঃসাহস করিতেছি, তাহা মহাজনগণের নিকট অবশ্যই ক্ষমার্হ হইবে ॥৫॥

অনন্তর নিত্য, সত্য, বিশুদ্ধত্ব, সর্ব্বকারণত্ব এবং পরমকারুণিকত্বনিবন্ধন পরমানন্দময় বাসুদেবই একমাত্র আরাধ্য বলিয়া তদীয় মাহাত্ম্যবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিতেছেন ;—

হে ভগবন্, ব্রহ্ম-শঙ্করপ্রমুখ পুরুষগণ চিদানন্দসমুদ্রস্বরূপ আপনার মধ্যে বিহার করিয়াও আপনার মাহাত্ম্য অবগত নহেন, তথাপি আমি জড় হইয়াও ভবদীয় পাদপদ্মমকরন্দের বিন্দুমাত্র সৌরভও লাভ না করিয়া তাদৃশ মাহাত্ম্য-বর্ণনের যে চেষ্টা করিতেছি, তাহা কেবল চপলতা মাত্র ॥৬॥

প্রত্যেকং ভুবনানি সপ্তযুগলং যাস্বেব সন্তি স্ফুটং
তা যস্য প্রতিরোমকূপনিলয়া ব্রহ্মাণ্ডকোট্যশ্চিরম্ ।
সান্দ্রানন্দমবিক্রিয়াপরিমিতং নিত্যপ্রকাশং গুণৈ-
রস্পৃষ্টং নিগমৈরগম্যমিহ কে জানন্তু তং পূরুষম্ ॥ ৭ ॥

সন্ত্বস্যৈব বিভূতয়োঽমরগণাঃ সর্ব্বার্থকামপ্রদা
গৌরীশানবিরিঞ্চিভাস্করমুখাঃ সর্ব্বে হি সর্ব্বেশ্বরাঃ ।
কিন্তু স্মেরমুখাম্বুজো ব্রজবধূবৃন্দেন বৃন্দাবনে
স্বচ্ছন্দং বিহরন্ মমাস্তু পরমানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥ ৮ ॥

যো লীলালবমাত্রকেন জগতাং স্রষ্টাবিতা হিংসিতা
বেদৈঃ সোপনিষদ্ভিরেব য ইহ প্রস্তূয়তে সর্ব্বতঃ ।

যাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন সম্যগ্‌ভাবে অবস্থিত, তাদৃশ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার প্রতিরোমকূপে নিত্যকাল বিরাজমান রহিয়াছে, সেই ঘনানন্দস্বরূপ, নির্ব্বিকার, অপরিমিত, নিত্যপ্রকাশ, গুণসম্পর্কশূন্য এবং বেদসমূহের অগম্য পরমপুরুষকে এই সংসারে কে অবগত হইতে পারে ? ৭ ॥

ইঁহারই বিভূতিস্বরূপ উমাপতি, ব্রহ্মা, সূর্য্যপ্রমুখ দেবগণ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সর্ব্বেশ্বররূপে বিরাজ করুন, কিন্তু বৃন্দাবনে ব্রজবধূবর্গের সহিত স্বচ্ছন্দবিহারশীল সহাসবদনকমলযুক্ত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমার পরমানন্দপ্রদ হউন ॥৮॥

যিনি লীলালেশমাত্র দ্বারা নিখিলজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, উপনিষদ্‌গণের সহিত বেদসমূহে সর্ব্বত্রো যিনি

সোঽয়ং গোকুলনাগরীপরিবৃঢ়ো বৃন্দাবনাভ্যন্তরে
পূর্ণানন্দ-মহোদধির্বিজয়তে নিঃসীমলীলাময়ঃ
দেবানামপি কারণং নিরবধিশ্রেয়োবিলাসা
সিদ্ধীনামুদধিং সুখৈকবসতিং নিঃশেষযোগেশ্ব.
সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিধিং বিধেরপি বিধিং সংকামকল্পদ্রুমং
কারুণ্যাকরমুত্তমং ত্রিজগতাং ভক্তানুরক্তং ভজে ॥ ১০ ॥
যদ্ধ্যেয়ং গিরিশাত্মভূপ্রভৃতিভির্বেদান্তবেদ্যং পরং
বেদানাং ফলমুত্তমং ত্রিজগতামীশং গুণেভ্যঃ পরম্ ।
মোক্ষৈকাধিপমব্যয়ং যদপি চ ব্রহ্মাভিধানং মহ-
স্তৎ সাক্ষাদ্ব্রজসুন্দরীপরিবৃতং বৃন্দাবনে ক্রীড়তি ॥ ১১॥

প্রকৃষ্টরূপে স্তুত হইয়াছেন, সেই অসীমলীলাময় পূর্ণানন্দসমুদ্র গোকুল-নাগরীগণনায়ক পরমপুরুষ বৃন্দাবনমধ্যে সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন ॥৯॥

যিনি দেবগণেরও আদিকারণ, অসীমমঙ্গলবিলাসসমূহের আধার, সিদ্ধিসমূহের সমুদ্র, সুখরাশির একমাত্র বাসস্থান, সর্ব্বযোগেশ্বর, ঐশ্বর্য্যসমূহের আশ্রয়, বিধাতৃপুরুষেরও নিয়ামক, উত্তমকামসমূহের কল্পতরু এবং কারুণ্যের আকরস্বরূপ, আমি সেই ত্রিজগৎপ্রবর ভক্তানুরক্ত পুরুষের ভজন করি ॥১০॥

যিনি ত্রিজগতের অধীশ্বর, গুণাতীত, বেদান্তশাস্ত্রের অধিগম্য পরমতত্ত্ব, বেদাধ্যয়নের উত্তমফল মোক্ষের একমাত্র অধিপতি, অব্যয়স্বরূপ, ব্রহ্ম-শঙ্করাদি-দেবগণেরও ধ্যেয়বস্তু এবং ব্রহ্মসংজ্ঞক তেজঃস্বরূপ, তিনি বৃন্দাবনে ব্রজসুন্দরীগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া প্রত্যক্ষরূপে বিহার করিতেছেন ॥১১॥

যমীক্ষন্তে সন্তঃ স্বহৃদি পরমানন্দমমলং
যমদ্বৈতং ব্রহ্মেত্যভিদধতি বেদান্তনিপুণাঃ।
অপি ব্রহ্মেশাদ্যৈরপরিকলিতানন্তমহিমা
স এবানন্দোঽয়ং ব্রজভুবি নৃদেহো বিহরতি ॥ ১২॥

সর্ব্বত্র পরিপূর্ণোঽয়মেকঃ পরমপূরুষঃ।
স্বেচ্ছাবিহারং কুরুতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥

আরূঢ়া হরমূর্দ্ধানং যৎপাদস্পর্শগৌরবাৎ।
ত্রৈলোক্যঞ্চাপুনাদ্গঙ্গা কিন্তস্য মহিমোচ্যতে ॥ ১৪ ॥

সজ্জনগণ নিজহৃদয়ে বিমল পরমানন্দময় যে পুরুষকে প্রত্যক্ষ করেন, বৈদান্তিকগণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মশঙ্কর-প্রমুখ পুরুষগণও যাঁহার অনন্তমাহাত্ম্য অবধারণে সমর্থ হন না, সেই আনন্দময় পুরুষই এই ব্রজধামে নরদেহে বিহার করিতেছেন ॥১২॥

সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি পরিপূর্ণস্বরূপ এই অদ্বিতীয় পরমপুরুষ সর্ব্বত্র স্বেচ্ছানু-সারে বিহার করিয়া থাকেন ॥১৩॥

যাঁহার পাদপদ্মস্পর্শজনিত গৌরবহেতু গঙ্গাদেবী শঙ্করমস্তকে আরোহণ করিয়া এই ত্রিলোক পবিত্র করিতেছেন. তাঁহার মাহাত্ম্য কিরূপে বর্ণনীয় হইতে পারে ? ১৪ ॥

কিঞ্চ,—

তদ্দাসা হরনারদপ্রভৃতয়ঃ কোঽহং বরাকঃ শিশুঃ
পাপশ্চেতি হ্রিয়া মুকুন্দভজনত্যাগং বৃথা মাকৃথাঃ।
সর্ব্বেশোঽপি দুরাসদোঽপি করুণাসিন্ধুঃ সুবন্ধুঃ সতাং
ভক্ত্যৈব শ্বপচানপীহ বশগঃ স্বেনানুগৃহ্লাতি সঃ ॥ ১৫॥

ন বেদৈর্নাগমৈর্যোগৈর্নতপোভির্ন কর্ম্মভিঃ।
ভক্ত্যৈব কেবলং গ্রাহ্যো যোগিমৃগ্যঃ পরাৎপরঃ ॥ ১৬॥

তথাহি,—

সর্ব্বধর্ম্মবিহীনোঽপি নাধীতনিগমাগমঃ।
লেভে যদ্ভক্তিমাত্রেণ ধ্রুবঃ সর্ব্বোত্তমং পদম্ ॥ ১৭॥

হে মানব, 'স্বয়ং শঙ্কর-নারদ-প্রমুখ পরমপুরুষগণ যাঁহার দাসস্বরূপ, ক্ষুদ্রশিশু এবং পাপাত্মা আমি তাঁহার ভজনে কিরূপে অধিকারী হইব'—এইরূপে লজ্জিত হইয়া বৃথা শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিওনা; যেহেতু, তিনি সর্ব্বেশ্বর এবং দুষ্প্রাপ্য হইলেও করুণাসিন্ধু এবং সজ্জনগণের পরম বন্ধুস্বরূপ, তিনি ইহজগতে একমাত্র ভক্তিবশীভূত হইয়া নিজজনদ্বারা শ্বপচগণের প্রতিও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥১৫॥

তিনি বেদ, আগম, যোগ, তপস্যা এবং কর্ম্মসমূহদ্বারা কখনও লভ্য হ'ন না, পরন্তু সেই যোগিজনান্বেষ্য পরমপুরুষ কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য হইয়া থাকেন ॥১৬॥

যথা,—মহাত্মা ধ্রুব সর্ব্বধর্ম্মবিহীন এবং বেদাগম প্রভৃতি-শাস্ত্রাধ্যয়নরহিত হইয়াও কেবলমাত্র তাঁহার ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বোত্তম পদলাভ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

সকাম-মত্যা ভজতামতদ্বিদাং
ভক্তপ্রিয়ঃ কামনিবর্ত্তকং নৃণাম্।
দত্তে ঘনানন্দদুঘং পদাম্বুজং
পিতা মৃদাস্বাদিশিশোঃ সিতামিব ॥ ১৮॥

দুশ্চেষ্টিতা যেঽপ্যরবিন্দনাভং
ক্বচিদ্ভজন্তে জনরঞ্জনার্থম্ ।
তথাপি তে তস্য পদং লভন্তে
প্রীত্যা ভজন্তঃ কিমু সাধুশীলাঃ ॥ ১৯॥

কামেন পরপীড়াভিঃ যো দম্ভেনাপি সেবিতঃ।
তারয়ত্যেব তান্ সর্ব্বান্ কো দয়ালুরতঃপরঃ ॥ ২০॥

পিতা যেরূপ শিশুসন্তানকে মৃত্তিকাভক্ষণ করিতে দেখিলে তাহাকে তৎপরিবর্ত্তে মিষ্ট প্রদান করেন, সেইরূপ ভক্তপ্রিয় ভগবান্ও তৎ-স্বরূপানভিজ্ঞ সকাম ভজনশীল মানবগণকে কামনিবর্ত্তক ও ঘনানন্দ-বর্ষি স্বীয় পাদপদ্ম প্রদান করিয়া থাকেন ॥১৮॥

যে সমস্ত দুরাচার পুরুষ লোকরঞ্জনের জন্যও কদাচিৎ শ্রীহরির আরাধনা করে, তাহারাও তদীয় পাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকে ; অতএব যে সকল সদাচার পুরুষ প্রীতি সহকারে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ॥ ১৯ ॥

কাম, পরপীড়া অথবা দম্ভসহকারেও সেবা করিলে যিনি সেই সেবকগণকে অবশ্যই উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাঁহা অপেক্ষা অধিক দয়ালু আর কে আছেন ? ॥ ২০ ॥

অবিহিতসুকৃতোঽপি যো বিধত্তে
সলিলদলৈরপি তৎপদে সপর্য্যাম্।
তমনু সকল-ধার্ম্মিকৈরলভ্যং
নিজপদমেব দদাতি ভক্তবন্ধুঃ ॥ ২১ ॥

সুকৃতশতজুষোঽপি যোগিনোঽপি
শ্রিয়মনুসেবয়তোঽপি ভক্তিহীনান্।
ন ভজতি ভজতাং সতামধীনঃ
কিমিতি কৃপালুমমুং ভজেন্ন লোকঃ ॥ ২২ ॥

ধর্ম্মানশেষানপি যো বিহায় ভজেদনন্যো হরিপাদপদ্মম্।
দত্ত্বা পদং মূর্দ্ধ্নি সুধার্ম্মিকাণাং স এব তদ্ধাম সুখাদুপৈতি ॥২৩

অন্য কোন শুভানুষ্ঠান না করিয়া যিনি কেবলমাত্র সলিল ও তুলসীপত্রদ্বারাও তদীয় পদযুগলের পূজা করেন, ভক্তবান্ধব শ্রীহরি তাঁহাকে নিখিলধর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণেরও অলভ্য নিজপদ প্রদান করিয়া থাকেন ॥২১॥

প্রভূত সুকৃতিশালী, যোগী কিম্বা সর্ব্বসম্পত্তিশালী পুরুষগণও যদি ভক্তিহীন হ'ন, তাহা হইলে ভজনকারী সজ্জনগণের অধীন ভগবান্ তাদৃশ পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না; অতএব মানব কিহেতু ঈদৃশ কৃপালু পুরুষের সেবা করিবেন না? ২২॥

যিনি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যচিত্তে একমাত্র হরিপাদপদ্ম সেবা করেন, তিনিই নিখিল সুধার্ম্মিকগণের মস্তকে পদক্ষেপ পূর্ব্বক সুখে হরিধামে আরোহণ করিয়া থাকেন ॥২৩॥

যস্য ভক্তিপ্রদীপো হি সদা স্নেহেন দীপিতঃ।
নিঃশেষং নাশয়ত্যেব কর্ম্মধ্বান্তসমুচ্চয়ম্ ॥ ২৪॥

ভবদাবানলৈর্দগ্ধান্ কস্ত্রাতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।
ঋতে দীনদয়াসিন্ধুং তমানন্দসুধাম্বুধিম্ ॥ ২৫॥

হরিপদভজনেচ্ছুরিন্দ্রিয়ৌঘং
ধৃতিমতিমান্ বিজয়েত দুর্জ্জয়ারিম্।
শমদমনিয়মৈর্যমৈঃ স্বধর্ম্মৈ-
র্নহি পরবান্ সুখসাধনে সমর্থঃ ॥ ২৬ ॥

হরিপদভজনে পথি প্রবৃত্তো
নিজমপি কর্ম্ম বিবর্জ্জয়েৎ প্রবৃত্তম্।

যাঁহার ভক্তিপ্রদীপ সর্ব্বদা স্নেহ অর্থাৎ ভক্তিতৈল দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া কর্ম্মান্ধকার-রাশিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে, সেই দীনদয়াসিন্ধু এবং আনন্দামৃতবারিধি শ্রীহরি ব্যতীত ভবদাবানলদগ্ধ পুরুষগণের উদ্ধারে আর কে সমর্থ হইবেন? ২৪-২৫॥

হরিপাদপদ্মভজনাভিলাষী পুরুষ ধৈর্য্যশীল এবং বিবেকযুক্ত হইয়া দুর্জ্জয় রিপুস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণকে পরাজিত করিতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রপুরুষ শম, দম, যম, নিয়ম এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান-দ্বারাও আনন্দ-লাভে সমর্থ হ'ন না॥২৬॥

পুরুষ হরিপদভজনমার্গে নিযুক্ত হইয়া স্ববর্ণাশ্রমোচিত কাম্যকর্ম্ম

অনুদিনমনুশীলয়েন্নিবৃত্তং
ন ভবতি যাবদিহেশ্বরপ্রকাশঃ ॥২৭॥

কিঞ্চাস্ত কৃষ্ণমহিমা তৎপরায়ণস্যাপি মহিমা কথমপি
বক্তুং ন শক্যত ইত্যাহ ;—

স এব বীরঃ স হি শাস্ত্রবেদবিৎ
স এব ধন্যঃ সুকৃতঃ স এব হি ।
স এব লক্ষ্ম্যা স্বয়মেব মৃগ্যতে
স উত্তমো যো হরিভক্তিমাশ্রিতঃ ॥ ২৮ ॥

তমর্থয়ন্তেঽখিল-পূরুষার্থাস্তমর্দ্দয়ন্তে ত্রিবিধা ন তাপাঃ ।
তমাশ্রয়ন্তেঽখিলতত্ত্ববোধাঃ সদা যমানন্দয়তীশভক্তিঃ ॥ ২৯॥

পরিত্যাগ করিবেন এবং যে পর্য্যন্ত ভগবৎসাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎকাল প্রত্যহ নিষ্কামকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবেন ॥২৭॥

শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যবর্ণন দূরে থাকুক, পরন্তু তদ্ভক্তজনের মাহাত্ম্যও সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করিতে পারা যায় না—এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন ;—

যিনি হরিভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন. তিনিই বীর, তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, তিনিই ধন্য, তিনিই সুকৃতিমান্, তিনিই স্বয়ং লক্ষ্মীকর্ত্তৃক অন্বেষণীয় এবং তিনিই 'উত্তম'-রূপে গণ্য হইয়া থাকেন ॥২৮॥

ভগবদ্ভক্তি নিরন্তর যাঁকে আনন্দ প্রদান করেন, নিখিলপুরুষার্থ স্বয়ং তাঁহাকে প্রার্থনা করে, ত্রিতাপ তাঁহার সন্তাপ-জননে সমর্থ হয় না এবং নিখিলতত্ত্বজ্ঞান তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥২৯॥

তেনৈব ধন্যা ধৃতা চ মেদিনী
তেনৈব কৃৎস্নং পরিপাবিতং জগৎ।
তেনৈবতীর্ণো ভবসিন্ধুরশ্রমং
যেনাদরেণাচ্যুতভক্তিরাশ্রিতা ॥ ৩০॥

দ্রুহ্যন্তি তস্মৈ ন মনোভবাদয়-
স্তস্মৈ নমস্যন্তি সুরাঽসুরা অপি।
তস্মৈ চ মুক্তিঃ স্পৃহয়ত্যপি স্বয়ং
যস্মৈ হরের্ভক্তিরসো হি রোচতে ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ স্বয়ং বিভ্যতি সর্ব্বভীতয়-
স্তস্মাচ্চ ধর্ম্মা প্রভবন্তি সর্ব্বদা।
তস্মাদশেষং প্রপলায়তে তমো
যতো হরের্ভক্তিরসঃ প্রকাশতে ॥ ৩২ ॥

যিনি সাদরে ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করেন, তিনিই পৃথিবীকে ধন্যা ও ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহা-দ্বারাই সমগ্র জগৎ সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হইয়া থাকে এবং তিনিই বিনাশ্রমে ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥৩০॥

ভগবদ্‌ভক্তিরস যাঁহার রুচিকর হয়, কামাদি শত্রুগণ তাঁহার পীড়াজনক হয় না, দেবদৈত্যগণও তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া থাকেন এবং মুক্তি স্বয়ং তাঁহার প্রতি আগ্রহ করিয়া থাকে ॥৩১॥

যাঁহার হৃদয়ে হরিভক্তিরস প্রকাশিত হয়, সমস্ত ভয়-সমূহও তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে, যাবতীয় ধর্ম্ম তাঁহা হইতে উৎপত্তি লাভ করে এবং তাঁহার নিকট হইতে সকল অজ্ঞান পলায়ন করিয়া থাকে ॥৩২॥

তস্যৈব সঙ্গো দূরিতং ধুনীতে
তস্যানুভাবো হি ভবং লুনীতে
তস্যৈব কীর্ত্তির্ভুবনং পুনীতে
যস্যেশভক্তির্ভৃশমুজ্জিহীতে ॥ ৩৩ ॥

তত্রৈব গঙ্গাযমুনাদিনদ্য-
স্তত্রৈব তীর্থানি বসন্তি সদ্যঃ।
তত্রৈব ধর্ম্মাঃ সকলা রমন্তে
যত্রেশভক্তির্ভৃশমাবিভাতি ॥ ৩৪ ॥

আতন্বতে তত্র রতিং দিবৌকসো
বসন্তি তত্রৈব সদা মহদ্‌গুণাঃ।
জ্ঞানঞ্চ তত্রৈব সদা প্রকাশতে
যত্রাঽস্তি ভক্তির্মধুসূদনাশ্রয়া ॥ ৩৫ ॥

যাঁহার ভগবদ্‌ভক্তি অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাঁহার সঙ্গ দুষ্কৃতরাশি বিনাশ করিয়া থাকে, তাঁহার প্রভাব সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া থাকে এবং তাঁহার কীর্ত্তিই (শ্রবণ করিলে) জগৎ পবিত্র করিয়া থাকে ॥৩৩॥

যাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তি বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়, গঙ্গা যমুনাদি নদীগণ ও তীর্থসমূহ তাঁহার মধ্যেই অবস্থান করে এবং নিখিল ধর্ম্ম তাঁহার মধ্যেই বিহার করিয়া থাকে ॥৩৪॥

যাঁহাতে মধুসূদনাশ্রয়া ভক্তি আছে, দেবগণ তাঁহাতে অনুরক্ত হন, মহদ্‌গুণসমূহ সর্ব্বদা তাঁহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাঁহার মধ্যেই তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বদা প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥৩৫॥

কিঞ্চৈবঞ্চেৎ কৃষ্ণকারুণ্যং ভক্তানামপ্যেবং মহিমা সদা তর্হি সর্ব্বে কিমিতি ন ভজন্তীত্যাহ ;—

অহ্নি স্বোদরপূর্ত্তিমাত্রবিকলা নিদ্রাস্মরেহাদিভি-
র্দুষ্পূরৈশ্চ মনোরথৈরবিরতৈরাক্ষিপ্তচিত্তা নিশি।
তন্মায়াবিভবেন মোহিতধিয়ো মিথ্যাপ্রপঞ্চাদৃতা
যোগীন্দ্রৈরপি দুর্গমং কথমমী কৃষ্ণং ভজন্তাং জনাঃ ॥ ৩৬ ॥

অপিচ,—

তত্তৎকামনিকামলুব্ধমনসাং নানামরাসেবিনাং
নানাকর্ম্মতপোজপাদিগমিতাঽশেষক্ষণানামপি।

শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্য যদি বস্তুতঃই এইরূপ এবং ভক্তগণেরও সদা ঈদৃশ মাহাত্ম্য, তাহা হইলে সমস্ত লোক কি জন্য ভগবদ্ভজন করে না—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ;—

ভগবন্মায়াবৈভবে মোহিতচিত্ত এবং মিথ্যাপ্রপঞ্চে আদরযুক্ত মানবগণ দিবসে কেবলমাত্র উদরপূরণ-চেষ্টায় বিকলচিত্ত এবং রাত্রিকালে নিদ্রা-কাম-চেষ্টা প্রভৃতিতে ও অবিরাম দুষ্পূর মনোরথ-সমূহ দ্বারা আক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া থাকে, অতএব তাহারা যোগীন্দ্রগণেরও দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে ভজন করিতে সমর্থ হইবে? ৩৬॥

এতদ্ব্যতীত যাহারা ভগবন্মায়া-প্রভাবে মোহিতচিত্ত হইয়া বিবিধ কামে অত্যন্ত লুব্ধমনা, বিবিধদেবগণের সেবায় অনুরক্ত, বিবিধ কর্ম্ম, তপঃ, জপ প্রভৃতি দ্বারা সমস্ত সময় অতিবাহিত করে

অন্যেষামপি সিদ্ধিসাধনবিধৌ যোগপ্রয়োগার্থিনাং
তন্মায়াবিভবেন মোহিতধিয়াং ভক্তিস্তু দূরে স্থিতা ॥ ৩৭॥
আনন্দামৃতবারিধৌ নবঘনশ্যামাভিরামাকৃতৌ
কৃষ্ণেঽনন্তমহিম্নি নৈব রমতে নিত্যেঽতিনেদীয়সি।
সংসারে মৃগতৃষ্ণিকাজলনিভেঽসত্যেপি সত্যভ্রমা-
ন্মূঢ়ো ধাবতি গাহতেঽভিরমতে দুঃখৈকহেতৌ সুখা॥ ৩৮ ॥
দেহো গেহমনুত্তমং রসবতী সদ্বাসনা গেহিনী
স্বচ্ছন্দং হরিভক্তিরুত্তমধনং সন্তোষ একঃ সুহৃৎ।
সিদ্ধং শাশ্বতসৌখ্যমস্তি হি তথাপ্যাত্মৈকবন্ধে মুধা
গেহাদাবসতি প্রয়াস্যতি জনো মিথ্যাসুখেচ্ছাতুরঃ ॥ ৩৯ ॥

এবং অন্যান্য সিদ্ধি-সাধনের জন্য যোগচর্য্যার অভিলাষ করে, ভক্তি তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে বর্ত্তমান থাকেন ॥৩৭॥

সুখার্থী মূঢ় মানবগণ আনন্দামৃতসিন্ধুস্বরূপ, অনন্ত মহিমাময়, নবজলদ-শ্যামসুন্দর বিগ্রহ অতি নিকটবর্ত্তী নিত্যবস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয় না, পরন্তু তাহারা মরীচিকার জলসদৃশ দুঃখৈকহেতুভূত অসত্য সংসারেও সত্যভ্রমে ধাবমান, এবং সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হইয়া নিমজ্জিত থাকে ॥৩৮॥

দেহরূপ উত্তমগৃহ, সদ্বাসনারূপিণী সরসা গৃহিণী, স্বচ্ছন্দ হরিভক্তরূপিণী পরম সম্পত্তি, সন্তোষরূপ অদ্বিতীয় সুহৃৎ এবং নিত্য সুখরূপা সিদ্ধি বর্ত্তমান সত্বেও মানবগণ মিথ্যাসুখাভিলাষে আতুর হইয়া স্বীয়বন্ধনের একমাত্র হেতুস্বরূপ অনিত্য গৃহাদিতে বৃথা প্রয়াসযুক্ত হইয়া থাকে ॥৩৯॥

আশাভোগিসহস্রভাজি মমতাঽহঙ্কারভীমদ্রুমে
কামক্রোধমুখারিবর্গমকরগ্রাহাবলীসঙ্কুলে।
তত্তৎক্লেশমহোর্ম্মিমালিনি মহামোহাম্বুপূরে নৃণাং
দুষ্পারে ভবসাগরে প্রবিশতাং গোবিন্দভক্তিঃ কুতঃ ? ৪০॥

যদ্যেবং তর্হি ভক্তিঃ কথং স্যাদিত্যাহ ;—

তত্রাদৌ পরলোকতো ভয়মতঃ পুণ্যে মতির্জায়তে
সঙ্গেদস্তত এব সাধুষু ভবেত্তেষাং প্রসাদোদয়াৎ।
শ্রদ্ধা স্যাৎ ভগবৎকথাসু চ ততো ভক্তির্বিরক্তিস্তত-
স্তত্ত্বজ্ঞানমমন্দসান্দ্রপরমানন্দং সমুদ্যোততে ॥ ৪১॥

যে-সকল মানব অশেষবাসনারূপ সর্পসমূহ, মমতাহঙ্কাররূপ ভয়ঙ্কর দ্রুমরাজি, কামক্রোধাদিষড়্বর্গরূপ মকরকুম্ভীরগণ, বিবিধ ক্লেশরূপ মহাতরঙ্গরাশি এবং মহামোহরূপ জলরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ এই দুষ্পার ভবসমুদ্রে প্রবেশশীল, তাহাদের কৃষ্ণভক্তি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? ৪০॥

ঈদৃশ অবস্থায় কিরূপে ভক্তি সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন ;—

মানবগণের প্রথমতঃ যখন পরলোক হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, তখন তাহা হইতেই তাঁহাদের পুণ্যে মতি হইয়া থাকে, অনন্তর সাধুগণের সঙ্গ হয়, সাধুগণের সঙ্গ হইতে তাঁহাদের অনুগ্রহে ভগবৎকথাসমূহে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, শ্রদ্ধা হইতে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়, ভক্তি হইতে বৈরাগ্য এবং বৈরাগ্য হইতে অমন্দ ঘনপরমানন্দযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥৪১॥

পুণ্যক্ষুণ্ণশুভাশয়ে সমুদিতা সৎসঙ্গবীজাঙ্কুরা
শ্রদ্ধাবারিভিরুক্ষিতা প্রতিদিনং বৈরাগ্যবিস্তারিতা।
আরূঢ়া ভগবৎপ্রবোধতরুকং প্রীতিপ্রসূনাঞ্চিতা
সান্দ্রানন্দরসং হি ভক্তিলতিকা ধত্তেঽতিসৌখ্যং ফলম্ ॥৪২॥

কঞ্চ, কামাদিষ্বজিতেষু গোকুলপতের্ভক্তির্ন সম্পদ্যতে
জেয়া নৈব মহারয়ঃ পুনরমী তদ্ভক্তিশস্ত্রং বিনা।
তস্মাদ্ভক্তজনপ্রসঙ্গপদবীমাস্থায় ভক্তিং শনৈ-
রভ্যস্যাস্থ সুবুদ্ধিভিঃ প্রতিদিনং জেয়াশ্চ কামাদয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ইহ তু নিপতিতঃ সুদুঃখনীরে
স্মরমুখনক্রকুলাকুলে ভবাব্ধৌ।

এই ভক্তিলতিকা পুণ্যকর্ষিত শুভ চিত্তক্ষেত্রে সৎসঙ্গবীজ হইতে অঙ্কুরিতা হইয়া প্রতিদিন শ্রদ্ধা-বারিদ্বারা সিঞ্চিতা এবং বৈরাগ্য-দ্বারা বিস্তারিতা হইলে ভগবজ্‌জ্ঞানরূপ বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক প্রীতিপুষ্প-সুশোভিতা হইয়া ঘনানন্দরসময় অতিসুখফল প্রসব করিয়া থাকে ॥৪২॥

কামাদি-রিপুগণ বশীভূত না হইলে গোকুলেশ্বরের ভক্তি সম্পাদিত-হয় না এবং কৃষ্ণভক্তিরূপ শস্ত্র ব্যতীত কামাদি মহারিপুগণের বিজয়ও সম্ভবপর হয় না। অতএব সুবুদ্ধি-পুরুষগণ ভক্তগণের প্রসঙ্গ সম্যক্‌রূপে স্বীকারপূর্ব্বক ক্রমশঃ প্রতিদিন ভক্তির অনুশীলন দ্বারা কামাদি বিজয় করিবেন ॥৪৩॥

যিনি কামাদি-কুম্ভীর-কুলসঙ্কুল এবং মহাদুঃখ-বারি পরিপূর্ণ এই

হরিচরণমহাতরীং শ্রয়েদ্‌য-
স্তরতি সুখেন সুদুস্তরং তমন্যৈঃ ॥৪৪॥

তে ন স্মরন্তি বিষয়ান্ন চ কর্ম্মকাণ্ডং
তে ন স্মরন্তি পুরুষার্থচতুষ্টয়ঞ্চ।
তে ন স্মরন্তি সুতদারগৃহাত্মদেহান্‌
যে কৃষ্ণপাদকমলে মধুপানমত্তাঃ ॥৪৫॥

কিঞ্চ, সদ্ভিঃ ক্ষুণ্ণমনাবিলং বিগতসন্তাপং রজোবর্জ্জিতং
তৎপাদাম্বুজভক্তিসৎপথমৃতে নান্যোঽস্তি পন্থা মম।
স্বর্গাদৌ তব কালচক্রলুলিতে স্বচ্ছেপি নৈবোৎসহে
মোক্ষে ত্বৎপদলঙ্ঘনাহিতভয়ে নোৎসাহসং কুর্ম্মহে ॥৪৬॥

ভবসমুদ্রে পতিত হইয়া হরিপাদপদ্মরূপ মহাতরণী আশ্রয় করেন, তিনিই অপরের সুদুস্তর এই ভবসিন্ধু অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥৪৪॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মমধুপানে রত, তাঁহারা বিষয়সমূহ, কর্ম্মকাণ্ড, চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ, পুত্র, কলত্র, গৃহ এবং নিজদেহের কথাও স্মরণ করেন না ॥৪৫॥

হে ভগবন্‌, সজ্জনগণকর্ত্তৃক আচরিত, অকলুষ, সন্তাপশূন্য, রজোরহিত ভবদীয়পাদপদ্ম-ভক্তিমার্গ ব্যতীত আমার অন্য কোন পন্থা নাই। স্বর্গাদি-পদ সুখকর হইলেও উহা আপনার কালচক্রদ্বারা ছিন্ন হয় বলিয়া আমি তাহা প্রার্থনা করি না এবং মোক্ষে ভবদীয়পদলঙ্ঘনহেতু ভয় নিহিত থাকায় তদ্বিষয়েও দুঃসাহস করি না ॥৪৬॥

শ্রেয়ঃকল্পতরোঃ ফলং সুবিমলং রত্নং ত্রয়ীবারিধে-
র্মূলং জ্ঞানমহীরুহস্য পরমানন্দাম্বুধের্নির্ঝরঃ।
সংসারার্ণবপারসেতুরমৃতারোহস্য নিঃশ্রেণিকা
দুষ্প্রাপ্যং হরিভক্তিরুত্তমধনং কাম্যং ন কেষামিহ॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং প্রথমঃ স্তবকঃ সমাপ্ত॥

হরিভক্তিরূপ পরম ধন—শ্রেয়ঃকল্পতরুর সুবিমলগলস্বরূপ, বেদ-রত্নাকরের উত্তম রত্নস্বরূপ, জ্ঞানবৃক্ষের মূলস্বরূপ, পরমানন্দসিন্ধুর নির্ঝরস্বরূপ, সংসারসমুদ্রতরণের সেতুস্বরূপ এবং অমৃতরাজ্যে আরোহণের সোপানস্বরূপ, অতএব ইহলোকে দুষ্প্রাপ্য পরম ধন হরিভক্তি কাহার না প্রার্থনীয় হইয়া থাকে ?৪৭॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার প্রথম স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত॥

দ্বিতীয়ঃস্তবকঃ

অথ ভক্তজনপ্রসাদৈকসাধ্যত্বাদ্ ভগবদ্ভক্তেস্তানুপশ্লোকয়তি ;—

অশেষব্রহ্মাণ্ডপ্রভুরপি বিহায়াত্মনিলয়ং
সদা যেষাং পার্শ্বে বসতি বশগঃ কৈটভরিপুঃ।
বিমুক্তৌ মুক্তাশান্ মুরহরপদাম্ভোজরসিকান্
ভজেঽহং ভক্তাংস্তান্ ভগবদবতারান্ ভবহিতান্ ॥১॥

তানেব প্রত্যেকমভিবাদয়তি,—

গুহ্যং যোগিদুরাসদং ত্রিজগতাং সারং যয়ৈবামৃতং
যস্যা নিষ্কপটপ্রসাদসুলভং গোবিন্দপাদাম্বুজম্।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তি একমাত্র ভক্তগণের অনুগ্রহ হইতে লভ্য **হয়** বলিয়া তাঁহাদের স্তুতি করিতেছেন ;—

ভগবান্ শ্রীহরি অখিলব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইয়াও নিজধাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যাঁহাদের পার্শ্বে সর্ব্বদা বশীভূতরূপে অবস্থান করেন, আমি তাদৃশ মুক্তিকামনারহিত লোকহিতকারী ভগবদবতারস্বরূপ তদীয়পদকমলাসক্ত ভক্তগণকে ভজন করি ॥১॥

তাঁহাদের প্রত্যেককে অভিবাদন করিতেছেন ;—

ত্রিভুবনসারভূত অমৃতস্বরূপ যোগিজনদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম যৎকর্ত্তৃক গুহ্য হইয়া থাকে এবং যাঁহার নিষ্কপট কৃপায় মানবের নিকট তাহা সুলভ

আদ্যাং শক্তিমশেষলোকজননীং ব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং
বন্দে তাং কুলদেবতামিহ মহামায়াং জগন্মোহিনীম্ ॥ ২ ॥

আনন্দনির্ঝরময়ীমরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দমকরন্দময়প্রবাহাম্ ।
তাং কৃষ্ণভক্তিমিব মূর্ত্তিমতীং স্রবন্তীং
বন্দে মহেশ্বরশিরোরুহকুন্দমালাম্ ॥ ৩ ॥

বন্দে রুদ্রবিরিঞ্চিনারদশুকব্যাসোদ্ধবাক্রূরক-
প্রহ্লাদার্জ্জুনতার্ক্ষ্যমারুতিমুখান্ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ান্ ।
যৎকীর্ত্তিঃ সুরনিম্নগেব বিমলা ত্রৈলোক্যমেবাপুনাৎ
সর্পেন্দ্রস্য ফণেব বিশ্বমবহৎ তাপান্ সুধেবাহরৎ ॥ ৪ ॥

তৎকামোজ্ঝিতলোকবেদচরিতাপত্যাত্মপত্যালয়া
রাধাদ্যা ব্রজসুন্দরীরবিরতং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়াঃ ।

হয়, সেই অশেষলোকজননী ব্রহ্মাদি-দেববন্দিতা জগন্মোহিনী কুলদেবতা আদ্যাশক্তি মহামায়াকে বন্দনা করি ॥২॥

শ্রীহরিপাদপদ্মমধুপরিপূর্ণ প্রবাহশালিনী, আনন্দনির্ঝরময়ী, মূর্ত্তিমতী শ্রীকৃষ্ণভক্তির ন্যায় বিরাজমানা, মহেশ্বরের জটাস্থিতকুন্দমালারূপিণী শ্রীগঙ্গাদেবীকে বন্দনা করি ॥৩॥

যাঁহাদের কীর্ত্তি মন্দাকিনীর ন্যায় ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছে, বাসুকির ফণার ন্যায় বিশ্ব ধারণ করিতেছে এবং সুধার ন্যায় সর্ব্বসন্তাপ হরণ করিতেছে, সেই শম্ভু, ব্রহ্মা, নারদ, শুক, ব্যাস, উদ্ধব, অক্রূর, প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন, গরুড় এবং হনুমৎপ্রমুখ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়গণকে বন্দনা করি ॥৪॥

যাঁহাদিগের দ্বারা প্রেমপরিপ্লুতভাবে ও কৃষ্ণৈকতানচিত্তে অনুষ্ঠিত

যাভিঃ প্রেমপরিপ্লুতাভিরনিশং কৃষ্ণৈকতানাত্মভি-
র্যন্নৈসর্গিকমেব কর্ম্মবিহিতং সা প্রেমভক্তিঃ স্মৃতা ॥ ৫ ॥

তদযথা, —

আনন্দেন মুকুন্দনামচরিতং লীলাবিলাসাত্মকং
রোমাঞ্চাঞ্চিতবিগ্রহাঃ সরভসং শৃণ্বন্তি গায়ন্তি চ।
তৎসৌন্দর্য্যবিহারমগ্নমনসো নিত্যং স্মরন্তি স্ম তং
গেহে কর্ম্মসমাকুলা অপি হরের্ভক্তিং দধুর্গোপিকাঃ ॥ ৬॥

বীণাবেণুমৃদঙ্গবাদ্যবলিতৈর্নৃত্যৈঃ স্বগীতোত্তরৈ-
স্তল্পৈঃ পুষ্পনবপ্রবালরচিতৈরাস্যামৃতস্যার্পণৈঃ।
গুঞ্জাধাতুশিখণ্ডপুষ্পবিহিতৈর্বেশৈর্মনোহারিভিঃ
প্রেম্না সাধু সিষেবিরে মধুরিপুং বৃন্দাবনে গোপিকাঃ ॥৭॥

স্বাভাবিক কর্ম্মসমূহই জগতে 'প্রেমভক্তি' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিকামনায় লোকমর্য্যাদা, শাস্ত্রমর্য্যাদা, পুত্র, নিজপতি ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণকে অবিরত বন্দনা করি ॥৫॥

গোপিকাগণ রোমাঞ্চিতকলেবরে আনন্দসহকারে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসযুক্ত নামচরিত-সমূহের শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেন এবং তদীয় সৌন্দর্য্যসমুদ্রে বিহারমগ্নচিত্তা হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ করিতেন; এইরূপে তাঁহারা গৃহকৃত্যে ব্যগ্র থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

গোপীগণ বৃন্দাবনে বীণাবেণুমৃদঙ্গবাদ্যযুক্ত নৃত্যগীত, পুষ্প ও নবপল্লব

স্বিদ্যৎপাণিতলেন তচ্চরণয়োঃ সংমার্জ্জনেনার্পিতং
পাদ্যং স্নেহজলেন চার্ঘ্যমনিশং চেলাঞ্চলেনাসনম্ ।
দত্তং চাচমনীয়মেব নিয়তং স্বস্যাধরস্যামৃতৈঃ
প্রেম্নৈবেত্থমহর্নিশং মধুরিপোর্গোপীভিরর্চ্চা কৃতা ॥ ৮ ॥

তাসাং যে তু মনোরথা নবনবোন্মীলৎকলাকেলয়-
স্তেষাং তাবদগোচরে হি ভগবৎকামক্রিয়াকৌশলম্ ।
ইত্যেবং নিজমানসাধিকরসোল্লাসোৎসবাস্বাদজে-
নানন্দেন ববন্দিরে মধুরিপুং বৃন্দাবনে গোপিকাঃ ॥ ৯ ॥

রচিত শয্যা, অধরামৃত প্রদান এবং গুঞ্জাফল, গৈরিকাদিধাতু, শিখিপুচ্ছ ও কুসুমরচিত মনোহর বেশসমূহ দ্বারা প্রেমসহকারে সম্যগ্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলসম্মার্জ্জনকালে স্পর্শবশতঃ তাঁহাদের হস্ত স্বেদযুক্ত হইলে ঐ স্বেদজল পাদ্যরূপে কল্পিত হইত। এইরূপে তাঁহারা স্নেহজলদ্বারা তদীয় অর্ঘ্য, বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা আসন এবং নিজ অধরামৃত দ্বারা আচমনীয় প্রদান পূর্ব্বক নিরন্তর প্রেমভক্তির সহিত তাঁহার অর্চ্চন করিতেন ॥৮॥

শ্রীবৃন্দাবনে গোপিকাগণের হৃদয়মধ্যে নবনবপ্রকাশমান কলাবিলাস বিষয়ক যে-সকল মনোরথ উদিত হইত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রতিবিলাস-কৌশল ঐ সকল মনোরথেরও অতীত হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহারা নিজমনোরথাধিক রতিরসের উল্লাসোৎসব আস্বাদন করিয়া তজ্জনিত আনন্দসহকারে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিতেন ॥৯॥

অভ্যুত্থানবরাসনাঙ্ঘ্রিকমলপ্রক্ষালনোদ্বর্ত্তনৈঃ
কেশোপস্করণানুলেপতিলকৈঃ প্রত্যঙ্গবেশোত্তরৈঃ।
ভক্ষ্যৈঃ ক্ষীররসাদিভিশ্চ বদনে তাম্বূলবিক্ষেপণৈ-
র্মাল্যৈর্বীজনবাদ্যগীতনটনৈর্দাস্যং ব্যধুর্গোপিকাঃ ॥ ১০ ॥

পরীহাসালাপৈঃ সহবিহরণৈঃ প্রেমরভসৈঃ
স্বভাবৈঃ সৌহার্দ্দৈঃ সহশয়নবাসাভ্যবহৃতৈঃ।
অতিপ্রীত্যা মৈত্রীং ব্রজপুরযুবত্যো বিদধিরে
হরৌ প্রীতিং নৈসর্গিকসখিতয়া গোপশিশবঃ ॥ ১১ ॥

তদীয়রূপাশ্রিতকামমার্গণৈ
র্নিহন্যমানাঃ শরণং গতা ইব।
কৃষ্ণায় চাত্মানমপি স্ববিগ্রহং
নিবেদয়ন্তে স্বয়মেব গোপিকাঃ ॥ ১২ ॥

তাঁহারা প্রত্যুত্থান, উত্তম আসন প্রদান, পাদপদ্ম প্রক্ষালন, তৈলাদিমর্দ্দন, কেশসংস্কার, অনুলেপন, তিলকরচনা, অঙ্গসমূহের বেশ-বিধান, ক্ষীর প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য, মুখে তাম্বূল সমর্পণ, মাল্য, বীজনক্রিয়া, বাদ্য, গীত এবং নৃত্যদ্বারা তাঁহার সেবা করিতেন ॥১০॥

শ্রীব্রজযুবতীগণ অতি প্রীতিসহকারে পরিহাস, আলাপ, একত্র বিহার, প্রেমাতিশয়যুক্ত সৌহার্দ্দভাব, একত্র শয়ন, নিবাস এবং আহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মৈত্রী এবং গোপবালকগণ স্বাভাবিক সখ্যদ্বারা তৎপ্রীতির অনুষ্ঠান করিতেন ॥১১॥

গপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপাশ্রিত কামবাণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া

নিরপেক্ষা নিরাহার্য্যা নির্গুণা গুণশালিনী।
সপ্রেমা সানুরাগা চ গোপীভক্তিঃ কিমুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

যাভিঃ কৃষ্ণরসাস্বাদো বিরহেপ্যনুভূয়তে।
গোপীনাং স ক্ষণো নাস্তি যত্র গোবিন্দবিস্মৃতিঃ ॥ ১৪ ॥

পত্যপত্যধনৈরাঢ্যং গৃহং যোগিষু দুস্ত্যজম্।
হঠেন তৃণবত্ত্যক্ত্বা ভেজুঃ কৃষ্ণং ব্রজস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

গোপীনাং ভক্তিমহিমা বক্তুং শক্যো ন বেধসা।
তৎস্থতেন শুকেনাপি কে বয়ং জড়বুদ্ধয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শরণাগত জনের ন্যায় স্বয়ংই তাঁহার প্রতি চিত্ত এবং নিজদেহ সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥১২॥

গোপীগণের কৃষ্ণভক্তি অহৈতুকী, স্বাভাবিকী, প্রাকৃতগুণসম্পর্কশূন্যা, বিবিধসদ্‌গুণাঢ্যা এবং প্রেম ও অনুরাগসম্পন্না বলিয়া উহা সাধারণের বর্ণনযোগ্য নহে ॥১৩॥

যাঁহারা বিরহদশায়ও কৃষ্ণরসাস্বাদ অনুভব করেন, সেই গোপিকাগণের এমন কোন ক্ষণ নাই, যে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি হইয়া থাকে ॥১৪॥

ব্রজরমণীগণ যোগিগণেরও দুস্ত্যজ পতিপুত্রধনসমৃদ্ধ গৃহ বলপূর্ব্বক তৃণবৎ (তুচ্ছজ্ঞানে) পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়াছিলেন ॥১৫॥

ব্রহ্মা, নারদ এবং শ্রীশুকদেবও গোপীগণের ভক্তিমাহাত্ম্য-বর্ণনে সমর্থ নহেন, সুতরাং আমাদের ন্যায় জড়বুদ্ধিগণ কিরূপে এ বিষয়ে সমর্থ হইতে পারে? ১৬॥

ন তথা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা লক্ষ্মীর্বানন্ত এব বা।
গোবিন্দস্য জগদ্বন্ধোর্যথা গোপীজনাঃ প্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥

পরিশীলয়তোঽনন্তং সততং সন্তাপসন্তমোহন্তৄন্।
ভাগবতানিহ বন্দে পুণ্যাম্ভোধেরিবোত্থিতাংশ্চন্দ্রান্ ॥১৮॥

অথ কে তে ভাগবতা ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—

যে শৃণ্বন্তি মুকুন্দনামচরিতং গায়ন্তি চানন্দিতা-
স্তং সর্ব্বত্র সমং স্মরন্তি সততং তৎপাদসংসেবিনঃ।
বন্দন্তে পরিপূজয়ন্তি চ রসাত্তদ্দাস্যমাতন্বতে
সখ্যঞ্চাত্মনিবেদনঞ্চ নিয়তং কর্ম্মার্পণং কুর্ব্বতে ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণাত্মানঃ কৃষ্ণধনাঃ কৃষ্ণবন্ধুসুতাদয়ঃ।
যে তদর্থোজ্ঝিতাশেষাস্তেঽপি ভূরিপরিগ্রহাঃ ॥ ২০ ॥

গোপীগণ—জগদ্বন্ধু শ্রীহরির যাদৃশী প্রিয়া, ব্রহ্ম-রুদ্রপ্রমুখ ভক্তগণ, লক্ষ্মী কিম্বা অনন্তদেবও তাদৃশ প্রিয় নহেন ॥১৭॥

শ্রীকৃষ্ণরূপ আকাশে বিহারশীল, নিরন্তর বিবিধ সন্তাপ ও অজ্ঞানান্ধকার-সমূহের বিনাশক এবং পুণ্যসিন্ধু হইতে অভ্যুত্থিত চন্দ্রসদৃশ ভাগবতগণকে বন্দনা করি ॥১৮॥

অনন্তর উক্ত ভাগবতগণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন ;—

ভগবদ্ভক্তগণ মুকুন্দ-নাম-চরিত শ্রবণ, আনন্দসহকারে তৎকীর্ত্তন, সর্ব্বত্র তাঁহার স্মরণ, নিরন্তর তদীয় পদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন সহকারে নিয়তকর্ম্ম-সমূহের তদুদ্দেশে সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥১৯॥

ভক্তগণ কৃষ্ণসংপ্রাপ্তির জন্য সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও কৃষ্ণরূপ

কৃষ্ণার্পিতধনাগারদারবন্ধুসুতাদয়ঃ।
যে পরিগ্রহবন্তোঽপি সদা নিষ্কিঞ্চনা জনাঃ ॥ ২১ ॥
তদ্রূপগুণনৈবেদ্যনির্ম্মাল্যব্যাপৃতেন্দ্রিয়াঃ।
বিষয়াবিষয়া যেঽপি সদা বিষয়শালিনঃ ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণার্পিতমনোবুদ্ধিদেহপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
অপ্যনাকাঙ্ক্ষিততয়া নির্জ্জিতারিষড়ূর্ম্ময়ঃ ॥ ২৩ ॥
কৃষ্ণেনৈব হৃৎস্থিতেন সদা সন্তুষ্টচেতসঃ।
যে দরিদ্রা অপি প্রায়ো রাজাধিকসুখস্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥
নাভ্যসূয়ন্তি কেভ্যোঽপি ন চ কেভ্যোঽপি বিভ্যতি।
যে ন দুঃখাদুদ্বিজন্তে ন রমন্তে বহিঃসুখে ॥২৫॥

ধন, কৃষ্ণরূপ বান্ধব এবং কৃষ্ণরূপ সুতাদি দ্বারা বহুপরিজনবিশিষ্ট হইয়া থাকেন ॥২০॥

তাঁহারা পরিজনযুক্ত হইয়াও কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ধন, গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব প্রভৃতি পরিজন সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা নিষ্কিঞ্চনরূপে অবস্থান করেন ॥২১॥

তাঁহারা বিষয়বিমুখ হইয়াও শ্রীহরির রূপদর্শন, গুণশ্রবণ, নৈবেদ্য-আস্বাদন, নির্ম্মাল্যঘ্রাণ এবং তৎস্পর্শে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বদা বিষয়যুক্তরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥২২॥

তাঁহারা নিষ্কামভাবে কৃষ্ণের প্রতি মনঃ, বুদ্ধি, দেহ, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের ক্রিয়া সমর্পণ-পূর্ব্বক রিপুষড়ূর্ম্মি জয় করিয়া থাকেন ॥২৩॥

তাঁহারা দরিদ্র হইয়াও হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণধনে সন্তুষ্টচিত্ত-হেতু রাজা-পেক্ষাও অধিক সুখানুভব করিয়া থাকেন ॥২৪॥

তাঁহারা কাহারও প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন না, কাহারও নিকট

যে ন বিভ্যতি পাপ্যেভ্যো ন কুতশ্চিচ্চ জন্তুতঃ ।
হরিবিস্মরণাদেব যে চ বিভ্যতি সর্ব্বদা ॥২৬॥

উচ্চৈরপি বহূন্ দোষান্ সদাদৃষ্টগুণানপি ।
যে পরেষাং ন পশ্যন্তি চাত্মনস্তু বিপর্য্যয়ম্ ॥২৭॥

মৈত্রীং সৎসু কৃপাং দীনে পুণ্যশালিনিসম্মদম্ ।
কুর্ব্বন্তি পাপিষূপেক্ষামপি যে সমবুদ্ধয়ঃ ॥২৮॥

নিগমাগমমন্ত্রাণাং জপে নাসক্তবুদ্ধয়ঃ ।
সংখ্যয়া হরিনামানি যে জপন্তি দিবানিশম্ ॥২৯॥

হইতে ভীত হ'ন না, দুঃখে উদ্বিগ্ন হ'ন না এবং বাহ্যসুখে রত হ'ন না ॥২৫॥

তাঁহারা কোনপ্রকার পাপ হইতে কিম্বা কোন প্রকার জন্তু হইতেই ভীত হ'ননা, পরন্তু একমাত্র কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই ভীত হইয়া থাকেন ॥২৬॥

তাঁহারা অপরের গুণসম্পর্কশূন্য প্রভূত মহাদোষ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা দর্শন করেন না এবং পক্ষান্তরে নিজের দোষসম্পর্কশূন্য মহাগুণ-রাশি বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না ॥২৭॥

তাঁহারা সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও সজ্জনগণের প্রতি মৈত্রী, দীনজনের প্রতি কৃপা, পুণ্যশীল জনের প্রতি হর্ষ এবং পাপিগণের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥২৮॥

তাঁহারা নিগম বা আগম শাস্ত্রে উপদিষ্ট মন্ত্রসমূহের জপে আসক্ত না হইয়া নিরন্তর সংখ্যাসহকারে হরিনাম-সমূহের জপ করিয়া থাকেন ॥২৯॥

পরিত্যক্তৈহিকসুখাঃ স্বর্গাদিষ্বপি নিস্পৃহাঃ।
নির্ম্মমাহংমদস্তম্ভা যে সদা কৃষ্ণচেতসঃ ॥৩০॥

স্বনিন্দায়াং ন দূয়ন্তে ন হৃষ্যন্তি স্তুতাবপি।
যে ন নিন্দন্তি কমপি ন প্রশংসন্তি কানপি ॥৩১॥

যে চ সৎসঙ্গনিষ্পন্নজ্ঞাননির্ধূতবন্ধনাঃ।
পুণ্যপাপৈর্ন বধ্যন্তে তৃণৈরিব মতঙ্গজাঃ ॥৩২॥

জ্ঞানামৃতকরস্পর্শপরমাহ্লাদনির্বৃতাঃ।
ক্লেশাদিভির্ন বাধ্যন্তে তাপৈশ্চাধ্যাত্মিকাদিভিঃ ॥৩৩॥

অহর্নিশোন্মিষদ্ভক্তিসপত্নীসংহৃতক্ষণা।
যেষাং রুষ্টেব কর্ম্মস্ত্রী স্বয়মেব নিবর্ত্ততে ॥৩৪॥

তাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া ঐহিকসুখরহিত, স্বর্গাদিবিষয়ে নিঃস্পৃহ এবং মমতা-অহঙ্কার ও মত্ততাশূন্য ॥৩০॥

তাঁহারা নিজ নিন্দায় বিষন্ন বা প্রশংসায় হৃষ্ট হ'ন না এবং কাহারও নিন্দা বা প্রশংসায় নিরত হ'ন না ॥৩১॥

সৎসঙ্গজাত জ্ঞানদ্বারা তাঁহাদের বন্ধহেতুভূত অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায়, হস্তিগণ যেরূপ তৃণসমূহদ্বারা বদ্ধ হয় না, সেইরূপ তাঁহারাও পুণ্য ও পাপ-সমূহদ্বারা আবদ্ধ হন না ॥৩২॥

জ্ঞানসুধাকরের সংস্পর্শজনিত পরমানন্দে স্বস্থচিত্ত হওয়ায় তাঁহারা ক্লেশাদি কিম্বা আধ্যাত্মিকাদি সন্তাপদ্বারা বাধিত হন না ॥৩৩॥

কর্ম্মরূপা পত্নী নিরন্তর প্রকাশমানা ভক্তিরূপা সপত্নীর প্রভাবে আনন্দশূন্যা হইয়া স্বয়ংই তাঁহাদের নিকট হইতে নিবৃত্তা হইয়া থাকে ॥৩৪॥

যথাশক্তি নিজান্ ধর্ম্মান্নসক্তাঃ পর্য্যুপাসতে।
গুণদোষধিয়া মুক্তা নিষিদ্ধং নাচরন্তি যে ॥৩৫॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোর্মোক্ষস্য বা পুনঃ।
ক্ষণার্দ্ধমপি যে শৌরের্ন চলন্তি পদাম্বুজাৎ ॥৩৬॥

মুকুন্দচরণাম্ভোজমকরন্দপ্রবাহিণীম্।
ধর্ম্মাধর্ম্মোজ্ঝিতা যেঽপি নিষেবন্তে সুরাপগাম্ ॥৩৭॥

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচশীলদমক্ষমাঃ।
শান্তিসন্তোষধৃত্যাখ্যা যেষাং চ সহজা গুণাঃ ॥৩৮॥

যেষাং পাপেষু হিংসাভূদক্ষমেন্দ্রিয়নিগ্রহে।
অপ্যসত্যং পরত্রাণে চাধৈর্য্যং কৃষ্ণকীর্ত্তনে ॥৩৯॥

তাঁহারা গুণদোষবুদ্ধিবিমুক্ত হইয়া অনাসক্তভাবে যথাশক্তি নিজধর্ম্ম-সমূহের আচরণ করেন এবং নিষিদ্ধাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন॥৩৫॥

তাঁহারা ত্রৈলোক্যরাজ্য কিম্বা মোক্ষলাভের জন্য ক্ষণার্দ্ধকালও শ্রীহরিপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হন না ॥৩৬॥

সর্ব্ববিধ পুণ্যপাপ-ত্যাগী তাঁহারা শ্রীমুকুন্দ পাদারবিন্দ-মকরন্দ-প্রবাহিনী মন্দাকিনীর সেবা করিয়া থাকেন ॥৩৭॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্য্যরাহিত্য), শৌচ, শীল, দম, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, ধৃতি প্রভৃতি তাঁহাদের স্বাভাবিক গুণ ॥৩৮॥

তাঁহাদের পাপসমূহে হিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে অক্ষমা, অপরের রক্ষায় অসত্য এবং কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে অধৈর্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥৩৯॥

অনাত্মবুদ্ধির্দেহাদৌ মিথ্যাদৃষ্টিশ্চ সংস্থতৌ।
রাগো হরিকথাস্বেব দ্বেষশ্চ বিষয়েষ্বভূৎ ॥৪০॥
মুক্তের্ষামানমাৎসর্য্যদম্ভস্তম্ভানৃতাদয়ঃ।
যে নাহংবাদিনঃ শান্তাঃ সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ ॥৪১॥
পরিপূর্ণাঃ পরিচ্ছিন্নাশ্চিদানন্দাখিলাত্মনঃ।
বাসুদেবাদন্যতমং ন পশ্যন্তি জগত্ত্রয়ম্ ॥৪২॥
অকুণ্ঠস্মৃতয়ো যে চ ভক্তেরন্যাং ন সম্পদম্।
বিপদঞ্চ ন মন্যন্তে কৃষ্ণবিস্মরণাৎ পরম্ ॥৪৩॥
শান্তসন্ততসন্তাপা মহান্তঃ শান্তচেতসঃ।
সুহৃদঃ সর্ব্বভূতানাং স্বপরাভিন্নবুদ্ধয়ঃ ॥৪৪॥
ন ভাষন্তেঽন্যমর্ম্মস্পৃক্ সদা সুনৃতভাষিণঃ।
যে চার্দ্রচেতসো দীনে করুণামৃতবর্ষিণঃ ॥৪৫॥

তাঁহাদের দেহাদিতে অনাত্মবুদ্ধি, সংসারে মিথ্যাদৃষ্টি, হরিকথাসমূহে রাগ এবং বিষয়সমূহে দ্বেষ উদিত হইয়া থাকে ॥৪০॥

ঈর্ষা, মান, মাৎসর্য্য, দম্ভ, অবিনয়, মিথ্যা প্রভৃতি দোষরহিত, নিরহঙ্কার, শান্ত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী তাঁহারা এই ত্রিজগৎকে পরিপূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন চিদানন্দময় নিখিলান্তর্য্যামী বাসুদেব হইতে ভিন্নভাবে দর্শন করেন না। ॥৪১-৪২॥

তাঁহারা অকুণ্ঠবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ভক্তি ব্যতীত অন্য সম্পদ্ কিম্বা কৃষ্ণ-বিস্মৃতি ব্যতীত অন্য কোন বিপদ্ জানেন না ॥৪৩॥

তাঁহারা নিরন্তর সন্তাপরহিত, শান্তচিত্ত, মহান্, সর্ব্বভূতগণের সুহৃৎ-স্বরূপ এবং আত্মপরভেদবুদ্ধিবর্জ্জিত ॥৪৪॥

ন সহন্তে সতাং নিন্দামপি সর্ব্বসহিষ্ণবঃ।
কাময়ন্তে ন কিমপি সদা দাস্যাভিলাষিণঃ ॥৪৬॥
অন্তঃসারা মহাত্মানঃ কুলশৈলা ইব স্থিরাঃ।
শক্রভিঃ ক্রোধকামাদ্যৈর্ন চাল্যন্তেঽনিলৈরিব ॥৪৭॥
সদা তচ্চরণাম্ভোজসুধাস্বাদপ্রলোভিনাম্।
যেষাং মোক্ষেঽপি নেচ্ছাভূৎ পারমেষ্ঠ্যাদিকে কুতঃ ॥৪৮॥
গভীরতাস্বচ্ছতাদ্যৈর্যে পয়োনিধিসন্নিভাঃ।
কৃষ্ণাশ্রিতা ন মর্য্যাদাং প্রলয়েঽপি জহাত্যহো ॥৪৯॥

তাঁহারা সর্ব্বদা সত্যভাষণনিরত হইয়াও কখনও অপরের মর্ম্মপীড়া-দায়ক বাক্য উচ্চারণ করেন না এবং দীনজনের প্রতি আর্দ্রচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা করুণামৃত বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥৪৫॥

তাঁহারা সর্ব্বসহিষ্ণু হইলেও সাধুনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণদাস্যাভিলাষী হইয়া অন্য কোন কামনা করেন না ॥৪৬॥

তাঁহারা অন্তঃসারসম্পন্ন, মহাত্মা এবং বায়ুকর্ত্তৃক অবিচাল্যমান কুলপর্ব্বতসমূহের ন্যায় স্থিরস্বভাব বলিয়া কামক্রোধাদি-রিপুগণ-কর্ত্তৃক বিচলিত হ'ন না ॥৪৭॥

নিরন্তর শ্রীহরিপাদপদ্মসুধা-আস্বাদনে প্রলুব্ধ তাঁহাদের মোক্ষবিষয়েও অভিলাষ উৎপন্ন হয় না, সুতরাং পারমেষ্ঠ্য প্রভৃতি পদে কিরূপে অভিলাষ হইতে পারে? ৪৮॥

তাঁহারা গাম্ভীর্য্য, স্বচ্ছত্ব প্রভৃতি গুণসমূহদ্বারা সমুদ্রতুল্য প্রকাশমান হইয়া প্রলয়কালেও কৃষ্ণাশ্রয়রূপ নিজস্থিতি লঙ্ঘন করেন না ॥৪৯॥

নবধা ভক্তিভাবেন সর্ব্বদা ভাবিতাত্মনাম্।
যেষাং পুনর্বিশেষেণ জীবনং হরিকীর্ত্তনম্ ॥৫০॥
হরেঃ সংকীর্ত্তনারম্ভে তন্নিমগ্নমনোধিয়ঃ।
ত এব জানন্তি পরং তদাস্বাদসুখোদয়ম্ ॥৫১॥
জীবন্তো ভক্তিলাভায় কেবলং প্রাণবৃত্তয়ঃ।
অযত্নোপনীতং শুদ্ধং ভুঞ্জতে কেশবার্পিতম্ ॥৫২॥

অথ ভক্তিঃ কীদৃশীত্যপেক্ষায়াং তৎস্বরূপমাহ ;—

সমীহন্তে নৈন্দ্রং পদমপি ন চ ব্রহ্মপদবী-
মপেক্ষন্তে সিদ্ধীরপি করগতাং মুক্তিমপি চ।
যদাসক্তাঃ সন্তো বিদধতি বশে কেশবমপি
শ্রয়েহং ভক্তিং তামমলপরমানন্দরসদাম্ ॥ ৫৩ ॥

তাঁহাদের চিত্ত নিরন্তর নববিধ-ভক্তিভাবে ভাবিত হইলেও শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনই প্রধানভাবে তাঁহাদের জীবনস্বরূপ ॥৫০॥

শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনারম্ভে নিরন্তর নিমগ্ন-চিত্তবুদ্ধি তাঁহারাই কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণরসাস্বাদ-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন ॥৫১॥

তাঁহারা ভক্তিলাভের জন্য জীবন ধারণ করিয়া কেবলমাত্র দেহযাত্রার উপযোগী অযত্নলব্ধ বিশুদ্ধ বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিয়া থাকেন ॥৫২॥

অনন্তর ভক্তি কীদৃশী—এই প্রশ্নাপেক্ষায় বলিতেছেন ;—

যাহাতে আসক্ত হইয়া সজ্জনগণ ঐন্দ্রপদ, ব্রহ্মপদ, অণিমাদি-সিদ্ধি-সমূহ, এমন কি, করতলগত মোক্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন না এবং যদ্দ্বারা তাঁহারা জগদীশ্বর শ্রীহরিকেও বশীভূত করিয়া থাকেন, আমি সেই বিমল পরমানন্দরসপ্রদা ভক্তিকে আশ্রয় করিতেছি ॥৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণশ্রুতিকীর্ত্তনস্মৃতিপদাম্ভোজানুসেবার্চ্চন-
শ্রীমদ্বন্দনদাসভাবসখিতাস্বাত্মার্পিতাভাবিনী।
কান্তেবাতিসুখপ্রদা নবরসা গঙ্গেব পাপাপহা
ভক্তিঃ কল্পলতেব বাঞ্ছিতফলা সদ্ভিঃ সদা সেব্যতে ॥

ভগবতঃ শ্রবণং পরিকীর্ত্তনং
স্মরণমঙ্ঘ্রি নিষেবণমর্চ্চনম্।
চরণবন্দনদাস্যমথোত্তমা
বিদধতে সখিতাত্মনিবেদনম্ ॥৫৫॥

নরহরেরিতি ভক্তিরনুত্তমা
নিগদিতা মুনিভির্নবলক্ষণা ;
য ইহ তামনুশীলয়তি ক্রমাৎ
স হি সুখাদিহ তৎপদমশ্নুতে ॥৫৬॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মসমর্পণ হইতে সমুদ্ভূতা নবরসযুক্তা কান্তার, ন্যায় অতিসুখপ্রদা, গঙ্গার ন্যায় পাপহারিণী এবং কল্পতরুর ন্যায় অভীষ্ট-ফলপ্রদা এই ভক্তি সর্ব্বদা সজ্জনগণ কর্তৃক সেবিতা হইয়া থাকেন ॥৫৪॥

যিনি ইহলোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, চরণবন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মসমর্পণ—মুনিগণ-কথিত এই নবলক্ষণা সর্ব্বোত্তমা ভক্তির ক্রমশঃ অনুশীলন করেন, তিনি সুখে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৫৫-৫৬॥

তামসী রাজসী চৈব সাত্ত্বিকী প্রেমলক্ষণা।
নির্গুণা চেতি সা ভক্তিঃ পঞ্চধা পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৫৭ ॥
ভক্তয়োঽমূঃ পঞ্চবিধাঃ প্রাপয়ন্তি হরেঃ পদম্।
সাধ্যসাধনভেদেন সাধীয়স্যো যদুত্তরম্ ॥৫৮॥

ক্রমেণ লক্ষণানি—

পরহিংসাং সমুদ্দিশ্য মাৎসর্য্যাচ্ছন্নমানসৈঃ।
দম্ভেন ক্রিয়তে ভক্তিস্তামসী দাম্ভিকী চ সা ॥৫৯॥
তৎফলান্যভিসন্ধায় কামানর্থান্ যশোঽথবা।
ক্রিয়তে যা বিষয়িভিঃ ভক্তিঃ সা রাজসী স্মৃতা ॥৬০॥

সেই ভক্তি তামসী, রাজসী, সাত্ত্বিকী, প্রেমলক্ষণা এবং নির্গুণাভেদে পঞ্চবিধা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকে ॥৫৭॥

সাধ্যসাধনভেদে এই পঞ্চবিধ ভক্তি শ্রীহরিপদপ্রাপ্তি সংঘটন করাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব জানিতে হইবে ॥৫৮॥

ক্রমশঃ ইহাদের লক্ষণসমূহ উক্ত হইতেছে ;—

মাৎসর্য্যসমাচ্ছন্নচিত্ত পুরুষগণ পরহিংসার উদ্দেশ করিয়া দম্ভসহকারে যে ভক্তির অনুষ্ঠান করে, তাহাকে 'তামসী' এবং 'দাম্ভিকী' ভক্তি বলিয়া জানিতে হইবে ॥৫৯॥

বিষয়িপুরুষগণ কাম, অর্থ বা কীর্ত্তিরূপ ফলসমূহ কামনা করিয়া যে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহা 'রাজসী' ভক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥৬০॥

উদ্দিশ্য কর্ম্মনির্হারমনহঙ্কারকর্ম্মভিঃ।
ক্রিয়তে যা স্বধর্ম্মেণ সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকী স্মৃতা ॥৬১॥

তচ্ছ্রদ্ধাপ্রীতিসদ্ভাবৈঃ সত্ত্বং শুদ্ধং যদা ভবেৎ।
তদৈব নির্ম্মলং প্রেম কৃষ্ণে সঞ্জায়তে নৃণাম্ ॥৬২॥

তদ্যথা—

তদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ তদ্ভাবহৃতমানসৈঃ।
পুলকোৎফুল্লসর্ব্বাঙ্গৈরানন্দাশ্রুপ্রবর্ষিভিঃ ॥৬৩॥

ক্রিয়তে যা রসাঢ্যেন প্রেম্নৈব নিরুপাধিকা।
নিরপেক্ষা স্বপ্রকাশা সা ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা ॥৬৪॥

কর্ম্মবন্ধন-বিনাশের উদ্দেশ্যে স্বধর্ম্মানুসারে নিরহঙ্কার-কর্ম্মসমূহ দ্বারা যে ভক্তির অনুশীলন করেন, তাহা 'সাত্ত্বিকী' সংজ্ঞায় কথিত হইয়া থাকে ॥৬১॥

ভগবদ্‌বিষয়ে শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং সদ্ভাব-দ্বারা মানবগণের যে-কালে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ জন্মে, তখনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের নির্ম্মল প্রেমের উদয় হইয়া থাকে ॥৬২॥

তাহার দৃষ্টান্ত যথা—

শ্রীহরির গুণশ্রবণমাত্রই তদ্‌ভাবাকৃষ্টচিত্ত, পুলকিতদেহ এবং আনন্দাশ্রুবর্ষণশীল পুরুষগণ রসসমৃদ্ধ প্রেম সহকারে নিরুপাধিকা, নিরপেক্ষা এবং স্বপ্রকাশরূপা যে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে 'প্রেমভক্তি' বলা হইয়া থাকে ॥৬৩-৬৪॥

হসন্ত্যকালেঽভিরুদন্ত্যভীক্ষ্ণং
হৃষ্যন্তি গায়ন্তি সমুল্লসন্তি ।
নৃত্যন্তি নন্দন্তি লপন্ত্যনর্থং
প্রেমোদ্ধতাঃ স্বেঽপ্যবসাদয়ন্তি ॥৬৫॥

নিত্যামোদভরাঢ্যং নির্ম্মলমানন্দসান্দ্রমকরন্দম্ ।
ভক্তিলতায়াং প্রেমপ্রসূনমনুভবতি তন্মনোমধুপঃ ॥৬৬॥

যোগীন্দ্রচিন্তনীয়ে পরমানন্দে মুকুন্দচরণাব্জে ।
আস্বাদয়ন্তি হংসাঃ প্রেমরসং দুর্ল্লভং কেঽপি ॥৬৭॥

আনন্দামৃতসিন্ধৌ প্রেমলহর্য্যাং নিমগ্নমনসো যে ।
বিস্মৃতলোকদ্বিতয়াস্ত এব বিধিকিঙ্করা ন স্যুঃ ॥৬৮॥

প্রেমোন্মত্ত পুরুষগণ অকালে হাস্য, অবিরত রোদন, কখনও বা হর্ষ প্রকাশ, কখনও গান, কখনও উল্লাস, কখনও নৃত্য, কখনও আনন্দপ্রকাশ, কখনও অনর্থক প্রলাপ এবং কখনও বা নিজদেহকে অবসাদযুক্ত করিয়া থাকেন ॥৬৫॥

তাঁহাদের চিত্তভৃঙ্গ ভক্তিলতার নিত্যসৌরভাতিশয়পূর্ণ এবং গাঢ়সুখরূপ মধুযুক্ত নির্ম্মল প্রেমকুসুমের আস্বাদন করিয়া থাকে ॥৬৬॥

পরমহংসগণই যোগীন্দ্রগণের চিন্তনীয় পরমানন্দসমৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে এইরূপ অন্যদুর্ল্লভ প্রেমরসের আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥৬৭॥

যাঁহারা আনন্দামৃত-সমুদ্রের প্রেমলহরীতে নিমগ্নচিত্ত হইয়া ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ পুরুষগণ কখনও বিধিকিঙ্কর হন না ॥৬৮॥

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবৈস্তে প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরপি ।
দেহাদিনৈরপেক্ষ্যেণ ভজন্তে পুরুষোত্তমম্ ॥৬৯॥

তাং প্রেমলক্ষণাং ভক্তিং প্রপন্নাঃ পরমাত্মনঃ ।
কুর্ব্বন্ত্যানন্দসম্পূর্ণাশ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্ ॥৭০॥

দেহব্যাপাররহিতা সৈব লিঙ্গৈর্ন লক্ষিতা ।
নিগূঢ়া নির্গুণা ভক্তিস্তস্যা লক্ষণমুচ্যতে ॥৭১॥

তদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি ।
নিমজ্জতি মনো যস্য গঙ্গাম্ভো বারিধাবিব ॥৭২॥

অতিপ্রেমরসার্ত্তস্য যো ভাবো ভেদবর্জ্জিতঃ ।
অবিচ্ছিন্নানন্দময়ী সা ভক্তির্নির্গুণা স্মৃতা ॥৭৩॥

তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে দেহাদিতে নিরপেক্ষ হইয়া প্রাণ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা পুরুষোত্তম শ্রীহরিরই সেবা করিয়া থাকেন ॥৬৯॥

তাঁহারা পরমাত্মা শ্রীহরির প্রেমলক্ষণা ভক্তি প্রাপ্ত হইলে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্ব্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন ॥৭০॥

এই প্রেমভক্তি দেহব্যাপার-রহিতা এবং বাহ্যলিঙ্গ-সমূহ দ্বারা অলক্ষিতা হইলে তাহাই নিগূঢ়া 'নির্গুণা' ভক্তি। তাহার লক্ষণ উক্ত হইতেছে ॥৭১॥

যাঁহার চিত্ত ভগবদ্গুণশ্রবণমাত্র সমুদ্রে (অপ্রতিহতগতি) গঙ্গাজলের ন্যায় সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষে (অপ্রতিহতভাবে) নিমগ্ন হয়, সেই অতি প্রেমরসযুক্ত পুরুষের ভেদজ্ঞানবর্জ্জিত হৃদয়-ভাবই অবিচ্ছিন্নানন্দময়ী 'নির্গুণা' ভক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥৭২-৭৩॥

নিরহংমতয়ো ধীরাঃ সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ ।
আনন্দাম্ভোনিধৌ মগ্নাঃ স্বদেহং ন স্মরন্তি তে ॥৭৪॥
নো সংসারো ন পরমপদং নো বিরক্তির্ন রাগো
নাহংবুদ্ধির্ন চ মমমতির্নো বিধির্নো নিষেধঃ ।
তেষাং নাপি স্ফুরতি নিয়তং কর্ম্ম নিষ্কর্ম্মতা বা
সর্ব্বত্রাবির্ভবতি পরমানন্দ একো মুকুন্দঃ ॥৭৫॥
ইয়মতিসুখদা নিগূঢ়ভাবা-
ঽখিলপরিতাপবিমোচনী সদর্হা ।
উদয়তু সরসা প্রিয়েব ভক্তি-
র্মম হৃদি সাধুজনপ্রসাদলেশাৎ ॥৭৬॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং দ্বিতীয়স্তবকঃ ॥

সেই অহংবুদ্ধিরহিত সর্ব্বত্র সমদর্শী ধীরপুরুষগণ আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া নিজদেহকেও বিস্মৃত হইয়া থাকেন ॥৭৪॥

তাঁহাদের নিকট তৎকালে সংসার বা পরমপদ, রাগ বা বৈরাগ্য, অহং-মম-বুদ্ধি, বিধি বা নিষেধ, কর্ম্ম বা নিষ্কর্ম্মতা কিছুই স্ফুরিত হয় না, পরন্তু সর্ব্বত্র পরমানন্দময় একমাত্র শ্রীহরিরই নিয়ত স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে ॥৭৫॥

সাধুগণের অনুগ্রহলেশহেতু আমার চিত্তে অতি-সুখদায়িনী, নিগূঢ়-ভাবশালিনী, সর্ব্বসন্তাপবিমোচনী এবং সজ্জনাদৃতা এই সরসা ভক্তি প্রিয়তমার ন্যায় সর্ব্বদা বিরাজমান থাকুক ॥৭৬॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

তৃতীয়স্তবকঃ

অথৈতাদৃশীং নবলক্ষণাং ভক্তিং প্রার্থয়মানঃ স্তৃত্রয়তি ;—

শ্রুতী বিষ্ণোর্গাথাঃ শৃণুতমনিশং গায় রসনে
স্মরাকারং চেতশ্চরণযুগমঙ্গানি ভজত।
করৌ দাস্যং পূজাং কুরুতমপি শীর্ষ প্রণম তং
কুরুষ্বাত্মন্ মৈত্রীং বপুরপি তদীয়ং ভব চিরম্ ॥১॥

ক্রমেণোদাহরতি—

ন মে ধর্ম্মাঃ কর্ম্মাণি চ ন চ তপঃ শৌচমপি নো
ন বৈরাগ্যং ভাগ্যং ন চ কিমপি বিদ্যা ন চ শুভা।

অনুবাদ

অনন্তর এতাদৃশী নবলক্ষণা ভক্তি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন ;—

হে শ্রবণযুগল, তোমরা নিরন্তর শ্রীহরির চরিত-গানসমূহ শ্রবণ কর ; অয়ি রসনে, তুমি সর্ব্বদা তাহা কীর্ত্তন কর ; হে চিত্ত, তুমি তদীয় শ্রীবিগ্রহ স্মরণ কর ; হে অঙ্গসমূহ, তোমরা তদীয় চরণযুগল সেবা কর ; হে করযুগল, তোমরা তাঁহার দাস্য ও পূজা কর ; হে মস্তক, তুমি তাঁহাকে প্রণাম কর ; হে আত্মন্, তুমি তৎপ্রতি মিত্রতা অবলম্বন কর ; হে শরীর, তুমি নিরন্তর তদনুগত হও ॥১॥

আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তপঃ, শৌচ, বৈরাগ্য, সৌভাগ্য বা কোনপ্রকার শুভবিদ্যা বর্ত্তমান নাই, তথাপি সাধুগণের প্রসাদে আমি শ্রুতিপুটে

তথাপীদং পীত্বা হরিচরিতনাম শ্রুতিপুটৈঃ
প্রসাদাৎ সাধূনামহমিহ তরিষ্যাম্যপি তমঃ ॥২॥

কদা সদ্ভির্গীতং মধুরিপুযশো নামবিভবং
রসাদুচ্চৈর্গায়ন্নয়নজলসংসিক্তহৃদয়ঃ।
দ্রবীভূতস্বান্তোঽহমিতপুলকজালাঞ্চিতবপুঃ
প্রমত্তঃ প্রেম্নোচ্চৈরহমিহ লুঠিষ্যামি ধরণৌ ॥৩॥

স্বকীয়ৈরংহোভির্ভবতি যদি মে জন্ম নিরয়ে
ন তত্রাস্তে দুঃখং যদি ভবতি চিত্তে মধুরিপুঃ।
নচেদেবং দৈবং ভুবনমপি সাম্রাজ্যমপি মে
সুখার্থং নৈব স্যাৎ পরমিহ দুরাধিং প্রথয়তি ॥৪॥

এই শ্রীহরিচরিতামৃত পান করিয়া ইহলোকে (অজ্ঞান) তমোরাশি (অথবা নরক হইতে) উত্তীর্ণ হইব ॥২॥

অহো! আমি কখন্ সজ্জনগণ-কীর্ত্তিত শ্রীহরির যশোগাথা ও নামবিভব অনুরাগভরে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে বক্ষোদেশ নয়নজলে অভিষিক্ত, অতুলপুলকজালে বিভূষিত-বিগ্রহ এবং আর্দ্রচিত্ত হইয়া অতিপ্রেমবশতঃ প্রমত্তভাবে এই ভূমিতে লুণ্ঠন করিব ?৩॥

যদি আমার হৃদয়ে শ্রীহরি সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন, তাহা হইলে স্বীয় পূর্ব্বার্জ্জিত পাপফলে নরকে জন্ম হইলেও আমার কোন প্রকার দুঃখ নাই। পক্ষান্তরে, যদি হৃদয়ে শ্রীহরির প্রকাশ না হয়, তাহা হইলে দেবলোক বা সাম্রাজ্যও আমার সুখকর হয় না, পরন্তু তাহারা দুষ্ট মনোব্যথাই বিস্তার করিয়া থাকে ॥৪॥

তদেব দ্রঢ়য়তি,—

কিয়ৎকালং কালানলপরিমলদ্বৈতবিষয়ে
বিনোদব্যামোদং বহসি কলুষাবেশবিরসৈঃ।
অয়ে চেতঃ পীতাম্বরচরণমানন্দথুসুধা-
সমজ্যাস্বারাজ্যং সততমনুসন্ধেহি রভসাৎ ॥৫॥

কিঞ্চ,—

সদারাধ্যং ব্রহ্মাদিভিরপি তমারাধ্য মুনয়ঃ
সমীহন্তে মোক্ষং ধ্রুবমিব মহান্তঃ পুনরমী।
নিমগ্নাঃ কর্ম্মার্থে বয়মিহ তু সংসারজলধৌ
প্রভোঃ পাদাম্ভোজদ্বয়মনুভজামঃ প্রতিজনু ॥৬॥
পরিপ্রাপ্তঃ সঙ্গাদ্বিষয়সুখসীমানমতুলং
স্মরামোদস্তাবৎ কৃতসুকৃতধারাধিষণয়া।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই দৃঢ়রূপে প্রতিপাদিত করিতেছেন ;—

হে চিত্ত, তুমি কতকাল কলুষসংস্পর্শে বিরস, কালানলসদৃশ দ্বৈত-বিষয়ে বিনোদনহেতু আনন্দ অনুভব করিবে? সম্প্রতি সাগ্রহে আনন্দ-সুধারাশির স্বারাজ্যস্বরূপ শ্রীহরিপাদপদ্মের সতত অনুসন্ধানে নিরত হও ॥৫॥

মহামতি মুনিগণ ব্রহ্মাদিরও নিরন্তর আরাধ্য সেই শ্রীহরির আরাধনা পূর্ব্বক নিত্যজ্ঞানে মোক্ষপদের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা কর্ম্মবশতঃ এই সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রতিজন্মে কেবলমাত্র প্রভু শ্রীহরির পাদপদ্মযুগলের সেবাবিষয়ই অভিলাষ করি ॥৬॥

অথো তত্তদ্ভাবানলসহজনির্ব্বাপকমহং
প্রপদ্যে মাধ্বীকং হরিচরণয়োরেব নিতরাম্ ॥৭॥

কিঞ্চ,—

ন জানে দুর্জ্ঞেয়াগমনিগম-মন্ত্রোদিতবিধীন্
ন মে সন্তি দ্রব্যাণ্যপি তদুপযুক্তানি যজনে।
অবস্থাং যাং কাঞ্চিদ্গত ইহ সপর্য্যাং মধুরিপো-
রনায়াসং কুর্য্যাং সলিলতুলসীপল্লবকুলৈঃ ॥৮॥
চিদানন্দং ব্রহ্ম স্থিরচরগতঞ্চাখিলগুরুং
জগৎসু ধ্যায়ন্তো বরমপি বুভুৎসন্তি কৃতিনঃ।
তমানন্দং মূর্ত্তং নবজলধরশ্যামলতনু-
মহং বন্দে নন্দাত্মজমপরিমেয়ং সুরবরৈঃ ॥৯॥

আমি আসক্তিবশতঃ বিষয়সুখের সীমাস্বরূপ অতুল কাম-প্রমোদ উপভোগ করিয়া সম্প্রতি পূর্ব্বকৃত পুণ্যপ্রবাহজনিত সদ্‌বুদ্ধিক্রমে উক্ত ভাবাগ্নিসমূহের সহজ-নির্ব্বাপক শ্রীহরিচরণ-পদ্মমধু আশ্রয় করিতেছি ॥৭॥

আমি দুর্গম আগম-নিগম-মন্ত্রোক্ত বিধিসমূহ অবগত নহি এবং শ্রীহরির আরাধনাবিষয়ে তদুপযোগী দ্রব্যসমূহ আমার বর্ত্তমান নাই। তথাপি আমি ইহলোকে যে কোন অবস্থায়ই বর্ত্তমান থাকিয়া তুলসী, জল এবং পল্লবসমূহ দ্বারাই অনায়াসে তাঁহার পূজা করিব ॥৮॥

কৃতিগণ স্থাবরজঙ্গমান্তর্য্যামী নিখিলগুরু চিদানন্দ-ব্রহ্মস্বরূপ যে সর্ব্বোত্তম বস্তুকে জগতে ধ্যানসহকারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, আমি নবজলদশ্যামল মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ দেবশ্রেষ্ঠগণেরও অপরিমেয় সেই নন্দনন্দনের পাদবন্দনা করিতেছি ॥৯॥

ন রাজ্যং মাহেন্দ্রং পদমপি ন চ ব্রহ্মপদবীং
ন চ জ্ঞানং সিদ্ধিং ন চ ন চ পদং রশ্মিপরমম্ ।
প্রভো দীনানাথপ্রিয় শরণয়োস্ত্বচ্চরণয়োঃ
পতিত্বা যাচেঽহং বিতর বিমলং দাস্যমচলম্ ॥১০॥

গৃহাসক্তো যুক্তঃ স্বজনভরণেঽমুক্তবিষয়ঃ
প্রসক্তঃ ষড়্‌বর্গে ন কৃতসুকৃতঃ সেবিত-খলঃ ।
তথাপি ত্বদ্দাস্যং সততসদুপাস্যাখিলগুরো
যদীহে নির্লজ্জস্তব তদনুকম্পৈব শরণম্ ॥১১॥

তথাহি,—

ন গেহং বন্ধায় প্রভবতি সরাগাশ্চ বিষয়া-
স্তথারিঃ ষড়্‌বর্গঃ সুহৃদ ইব ভদ্রং বিতনুতে ।

হে দীনবন্ধো, অনাথপ্রিয়, প্রভো, আমি সাম্রাজ্য, মহেন্দ্রপদ, ব্রহ্মপদ, জ্ঞান, সিদ্ধি কিম্বা কোন জ্যোতির্ম্ময় পদেরও প্রার্থনা করি না, পরন্তু শরণ্য ভবদীয় পদযুগলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি,—আমাকে কেবলমাত্র বিমল অচল দাস্য প্রদান করুন ॥১০॥

হে সজ্জনারাধ্য, হে নিখিলগুরো, শ্রীহরে, আমি গৃহাসক্ত, পরিবার-পোষণে নিরত, বিষয়সমূহ হইতে অমুক্ত, কামাদি ষড়্‌বর্গে লিপ্ত, সুকৃতি-রহিত এবং দুর্জ্জনসেবারত হইয়াও যে নির্লজ্জভাবে আপনার দাস্য কামনা করিতেছি, এ বিষয়ে আপনার কৃপাই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥১১॥

হে শ্রীহরে, আপনার চরণদাস্য নিশ্চলরূপে উৎপন্ন হইলে যে গৃহ ও রাগযুক্ত বিষয়সমূহ পুরুষের বন্ধনজনক হয় না এবং কামাদি রিপু-

মুরারাতে যাতে তব চরণদাস্যে যদচলে
তদেতৎ কারুণ্যং তব সহজকারুণ্যজলধেঃ ॥১২॥

গৃহাদয়ো হি কথং শ্রেয়স্করা ইতি তেষাং দাস্যানুকূলত্বমেবাহ ;—

স্বতো দারা ভৃত্যঃ স্বজনসুহৃদো যে পরিজনা
ভবৎকর্ম্মণ্যেবানিশমিহ নিযুক্তা ধনমপি ।
যদি স্যাৎ ত্বৎপাদার্পিতমপি গৃহং চেন্মধুরিপো
তদাস্মাভির্দাস্যৈর্জিতমিহ গৃহস্থৈরপি সদা ॥১৩॥

তনূ রূপে নেত্রং তব যশসি নাম্নি শ্রুতিযুগং
স্বনির্ম্মাল্যে ঘ্রাণং ত্বগপি মহদালিঙ্গনবিধৌ ।
ত্বদীয়ে নির্ম্মাল্যে বসতি রসনা চেন্মম সদা
তদা কৃষ্ণাস্মাভির্জিতমিহ নিতান্তং বিষয়িভিঃ ॥১৪॥

ষড় বর্গ সুহৃদ্গণের ন্যায় কল্যাণ বিস্তার করে, তাহা সহজ কৃপাসিন্ধুস্বরূপ আপনার কৃপা বলিয়াই জানিতে হইবে ॥১২॥

গৃহাদি কিরূপে শ্রেয়স্কর হয়, এই আশঙ্কায় তাহাদের দাস্য-
বিষয়ে অনুকূলভাবে বলিতেছেন ;—

হে মধুসূদন, যদি আমাদের পুত্র, কলত্র, ভৃত্য, স্বজন, সুহৃদাদি-পরিজন এবং ধন নিরন্তর ভবদীয় সেবাকার্য্যেই নিযুক্ত, আর গৃহ ভবদীয় পাদপদ্মেই সমর্পিত হয়, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বদা গৃহস্থ হইলেও আমাদের দাস্যদ্বারা আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকি ॥১৩॥

হে শ্রীকৃষ্ণ, যদি আমাদের নয়ন ভবদীয় শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে, শ্রবণযুগল নাম ও যশঃশ্রবণে, নাসিকা নির্ম্মাল্য-ঘ্রাণে, ত্বক্ ভক্তগণের আলিঙ্গনে এবং

ভবদ্দাস্যে কামঃ ক্রুধপি তব নিন্দাকৃতিজনে
ত্বদুচ্ছিষ্টে লোভো যদি ভবতি মোহো ভবতি চ।
ত্বদীয়ত্বে মানস্তব চরণপাথোজমধুনা
মদশ্চেদস্মাভির্নিয়তষড়মিত্রৈরপি জিতম্ ॥১৫॥

কৃতং দৈত্যৈর্ধ্যানং যদিহ রিপুভাবেন ভবতঃ
কৃতা তেষাং শাস্তির্নমু তদনুরূপা ভগবতা।
প্রদত্তা যন্মুক্তির্ন চ চরণপঙ্কেরুহসুধা
তদাস্তাং মৈত্রী মে প্রতিজনি তদাস্বাদজননী ॥১৬॥

কৃষ্ণায় বিশ্বপতয়ে কমলাশ্রয়ায়
দীনপ্রিয়ায় কিমহং তদুপশ্রয়ামি।

জিহ্বা ভবদীয় প্রসাদাস্বাদনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে আমরা বিষয়ী হইয়াও সর্ব্বতোভাবে আপনাকে জয় করিয়া থাকি ॥১৪॥

হে ভগবন্, যদি আপনার দাস্যে আমাদের কাম, আপনার নিন্দাকারী জনের প্রতি ক্রোধ, ভবদীয় উচ্ছিষ্টগ্রহণে লোভ, আপনার নিমিত্ত মোহ, ভবদীয়ত্ব অভিমান এবং ভবদীয় পাদপদ্ম-মধুপানে মদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা নিয়ত ষড়্রিপুযুক্ত হইয়াও বিজয়লাভ করিতে পারি ॥১৫॥

হে ভগবন্, যে-সকল দৈত্য রিপুভাবে আপনার ধ্যান করিয়াছে, আপনি তাহাদিগকে পাদপদ্মসুধা প্রদান না করিয়া কেবলমাত্র মুক্তিদ্বারা অনুরূপ শাস্তি প্রদান করিয়াছেন, হে দেব, আমার যেন প্রতি জন্মেই ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মসুধাস্বাদজননী মৈত্রী লাভ হইয়া থাকে ॥১৬॥

ইত্যন্বহং বিগণয়ন্ পরমাত্মনেঽস্মৈ
স্বাত্মানমেব পরমং পরমর্পয়ামি ॥১৭॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং তৃতীয়স্তবকঃ।

বিশ্বপতি, কমলাশ্রয়, দীননাথ শ্রীকৃষ্ণকে কি আমি সমাশ্রয় করিতে পারিব ? প্রতিদিন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি নিজ আত্মাকে সেই পরমাত্মার উদ্দেশে সমর্পণ করিতেছি ॥১৭॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায় তৃতীয় স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

চতুর্থস্তবকঃ

অথ শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাহ ;—

স্বোক্তং চাথ পরোক্তং বা তন্নামচরিতং মুদা।
কর্ণাভ্যাং চিত্তবিষয়ীকৃতং শ্রবণমুচ্যতে ॥১॥
হরের্নাম্নাং গুণানাঞ্চ গানং কীর্ত্তনমুচ্যতে।
তচ্চ প্রেমরসামোদৈঃ কৃতং সংকীর্ত্তনং স্মৃতং ॥২॥

কংসারেরনুচরিতাহনুবন্ধনাম-
পীযূষং প্রপিবতি যঃ শ্রুতিদ্বয়েন।
তত্তৃপ্তং ভ্রময়তি তং ন বেদশাস্ত্রং
ন জ্ঞানং ন চ নিখিলো বিমুক্তিমার্গঃ ॥৩॥

অনুবাদ

অনন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন বলিতেছেন ;—

নিজোক্ত অথবা পরোক্ত শ্রীহরির নামচরিত প্রীতির সহিত কর্ণযুগলদ্বারা চিত্তবিষয়ীকৃত হইলে উহাকে 'শ্রবণ' বলা হইয়া থাকে ॥১॥

শ্রীহরির নাম ও গুণসমূহের গানকে 'কীর্ত্তন' বলা হয়। উক্ত কীর্ত্তনই প্রেমরসানন্দে অনুষ্ঠিত হইলে 'সঙ্কীর্ত্তন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥২॥

যিনি কর্ণযুগলদ্বারা শ্রীহরির চরিতানুরূপ নামামৃতরাশি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, বেদশাস্ত্র, জ্ঞান এবং যাবতীয় মুক্তিমার্গ তাঁহাকে ভ্রান্ত করিতে পারে না ॥৩॥

কিমধ্যাত্মজ্ঞানৈঃ কিমিহ নিয়মৈঃ কিং শমদমৈ-
স্তপোভিঃ কিং যোগৈঃ কিমিহ জপযজ্ঞাদিভিরপি।
শ্রুতীনাং সারোঽয়ং সকলপুরুষার্থো পরিলস-
ন্মুরারাতেঃ শশ্বদ্ যদি ভবতি সংকীর্ত্তনরসঃ ॥৪॥

সংসারদুঃখদহনৈরিহ যেঽনুদগ্ধা
যে বা মহানরকজাতনিপাতভীতাঃ।
নানাবিকর্ম্মশতনিষ্কৃতিকাঙ্ক্ষিণো যে
তে কীর্ত্তয়ন্তু রসসিন্ধুরসে বিশন্তু ॥৫॥

বাঞ্ছন্তি যে মধুরিপোশ্চরণারবিন্দং
তে তেঽস্য কীর্ত্তিসরসীং পরিশীলয়ন্তু।

যদি শ্রুতিসমূহের সারভূত এবং নিখিলপুরুষার্থস্বরূপ এই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনরস নিরন্তর বিরাজমান থাকে, তাহা হইলে অধ্যাত্মজ্ঞান, নিয়ম, শম, দম, তপঃ, যোগ, জপ এবং যজ্ঞাদির প্রয়োজন কি? ৪ ॥

যাঁহারা নিরন্তর সংসার-দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছেন, যাঁহারা মহা-নরকসমূহে পতন হইতে ভীত হইতেছেন এবং যাঁহারা বিবিধ দুষ্কর্ম্ম-সমূহ হইতে নিষ্কৃতি কামনা করেন, তাঁহারা এই শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করুন এবং রসসিন্ধুর রসমধ্যে প্রবিষ্ট হউন ॥৫॥

যাঁহারা শ্রীহরিপাদপদ্ম-প্রাপ্তি কামনা করেন, তাঁহারা তদীয় কীর্ত্তি-সরোবরে অবগাহন করুন এবং নিরন্তর মায়াময় তিমির দ্বারা আবৃত

মায়াময়ৈর্নিয়তমাবৃতমন্ধকারৈ-
স্তন্নামভাস্বদুদয়েন নিভালয়ন্তু ॥৬॥

তং শৃণ্বতঃ শ্রুতিপুটেন হৃদি প্রবিষ্ট-
স্তস্মান্মহাসরস এব নিজাৎ স্বপূর্ণাৎ ।
কৃষ্ণো বিনিঃসরতি নির্ঝরবদ্বিমুক্ত-
বন্ধান্মুখাধ্বনি সদা গুণনামমূর্ত্ত্যা ॥৭॥

চিত্তে চলে ধৃতমলে চ যুগস্বভাবাদ্
ধ্যানাদিকং পরমযোগিকৃতং ন সিধ্যেৎ ।
তৎসাধনান্তরমপাস্য হরিং পরীপ্সু-
স্তন্নামকর্ম্ম শৃণুয়াদনুকীর্ত্তয়েচ্চ ॥৮॥

নয়নমার্গে আবৃততুল্য প্রতীয়মান ভগবৎপাদপদ্ম তদীয় নামসূর্য্যোদয়-দ্বারা নিরীক্ষণ করুন ॥৬॥

যিনি শ্রুতিপুটে শ্রীহরিকে শ্রবণ করেন অর্থাৎ শব্দরূপী ভগবানের নামচরিতাদির শ্রবণ করেন, স্বতঃপরিপূর্ণ মহাসরোবর হইতে বন্ধমুক্ত নির্ঝরের ন্যায় হৃদয়প্রবিষ্ট ভগবান্ শ্রীহরি সেই শ্রবণকারীর হৃদয় হইতে মুখমার্গে গুণনাম-মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা নির্গত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তদীয় জিহ্বায় অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হইতে থাকেন ॥৭॥

সম্প্রতি কলিযুগস্বভাব-বশতঃ মানবচিত্ত চঞ্চল এবং মলিন হওয়ায় তাহাতে পরমযোগিজনানুষ্ঠিত ধ্যানাদিকার্য্য সিদ্ধ হয় না, অতএব শ্রীহরির প্রাপ্তিবিষয়ে অভিলাষী পুরুষ সাধনান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় নামচরিত-সমূহের শ্রবণ এবং অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিবেন ॥৮॥

যেষাং তদীয়গুণনামসুধাকরৌঘৈ-
র্নিষ্পীয়তে নিবিড়মোহ-মহান্ধকারঃ।
চেতো গৃহান্তরগতং সহসা ত এব
পশ্যন্তি রূপমমলং মধুসূদনস্য ॥৯॥
যদ্গীয়তামৃতিরসাদিহ শৃণ্বতাঞ্চ
তৎকীর্ত্তিনাম বিশদং বশগোঽতিহর্ষাৎ।
নান্যৎ প্রিয়ং সমবলোক্য সুরৈর্দুরাপং
তুষ্টো দদাতি ভগবান্ নিজদাস্যমেব ॥১০॥
স্পৃষ্টাঃ কদাচিদপি তে ন ভবানলেন
দৃষ্টাশ্চ তেন খলু কামমুখৈর্দ্বিষদ্ভিঃ।
হৃষ্টাস্ত এব হি ত এব বিনষ্টপঙ্কা
যে কৃষ্ণনামচরিতামৃতসিন্ধুমগ্নাঃ ॥১১॥

শ্রীহরির গুণনামসমূহরূপ শশধর দ্বারা যাঁহাদের গাঢ় মোহরূপ মহান্ধকার বিনাশিত হইয়াছে, তাঁহারাই সত্বর হৃদয়মন্দির-মধ্যগত শ্রীহরির বিমল রূপ দর্শন করিয়া থাকেন ॥৯॥

যিনি অনুরাগসহকারে শ্রীহরির বিমল কীর্ত্তি ও নামসমূহের শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ সানন্দে তাঁহার বশীভূত হন এবং তদ্ব্যতীত অন্য কোন যোগ্য প্রিয়বস্তু দর্শন না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে সুরগণেরও দুষ্প্রাপ্য নিজ দাস্যযোগই প্রদান করিয়া থাকেন ॥১০॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণনামচরিতামৃত-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও সংসারানলে স্পৃষ্ট হ'ন না, কামপ্রমুখ শত্রুগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট হ'ন না এবং সর্ব্বদা পাপপঙ্কসম্পর্করহিত হইয়া হৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥১১॥

যৈরচ্যুতস্য গুণনামরসাভিষেকৈঃ
প্রক্ষালিতং নিজমনো বহুপঙ্কলিপ্তম্ ।
তদ্ধ্যানপূজনপদাম্বুজসেবনাদৌ
স্বৈরং ত এব নিতরামধিকারিণঃ স্যুঃ ॥১২॥

কিঞ্চ,—

যে গোবিন্দপদারবিন্দমধুপা যে বা ভবাম্ভোনিধেঃ
পারং গন্তুমভীপ্সবোঽপি রসিকা যে মুক্তিকামা অপি ।
যে বা তৎপদপদ্মভক্তিমচলাং বাঞ্ছন্তি নির্মৎসরা-
স্তে হর্ষাদনুশীলয়ন্তু নিয়তং তন্নামকর্ণামৃতম্ ॥১৩॥

মুক্তির্যতো ভবতি যত্র নিতান্তভক্তি-
র্জ্ঞানং যতোঽভ্যুদয়তে বিমলং যতোঽন্তঃ ।

যাঁহারা শ্রীহরির গুণনামরসাভিষেকদ্বারা প্রভূতপাপ-পঙ্কলিপ্ত নিজ হৃদয়ের প্রক্ষালন করিয়াছেন, তাঁহারাই তদীয় ধ্যান, পূজা এবং পাদপদ্মসেবা প্রভৃতিতে সর্ব্বতোভাবে যথেষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১২॥

যাঁহারা শ্রীহরিপাদপদ্মমধুকরস্বরূপ—যাঁহারা ভবসমুদ্রের পারগমনে অভিলাষী রসিকপুরুষ—যাঁহারা মুক্তিকামী কিম্বা যাঁহারা নির্মৎসরচিত্তে শ্রীহরিপাদপদ্মে অচলা ভক্তি কামনা করেন, তাঁহারা হর্ষসহকারে কর্ণামৃতস্বরূপ তদীয় নামসমূহের নিরন্তর অনুশীলন করুন ॥১৩॥

যাঁহা হইতে মুক্তির জন্ম, যাঁহাতে অতিশয় ভক্তি বর্ত্তমান, যাঁহা হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, যাঁহা হইতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয় এবং

কর্ণামৃতানি বিসরন্তি যতোঽদ্ভুতানি
কো বা ন গায়তি শৃণোতি ন তদ্‌যশাংসি ? ১৪॥

কিং বহুনা,

নাম্নৈকমাত্রমপি যে ব্যথয়াপি বিষ্ণো-
রুচ্চারয়ন্তি সকৃদপ্যবহেলয়া বা ।
তেঽহো তরন্ত্যপি দুরন্তমঘৌঘসিন্ধুং
সচ্ছ্রদ্ধয়াঽনবরতং গৃ তাং পুনঃ কিম্ ? ১৫॥

কর্ম্মাণ্যনন্তবিষয়াণি সুমঙ্গলানি
নামানি চাসুররিপোঃ সুবহূনি সন্তি ।
জিহ্বা চ বক্ত্রবশগা শ্রবণঞ্চ নিত্যং
হা হা তথাপি তমসি প্রবিশন্তি মূঢ়াঃ ॥১৬॥

যাহা হইতে অদ্ভুত কর্ণামৃত প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাদৃশ শ্রীহরির যশোরাশি কে শ্রবণ বা কীর্ত্তন না করেন ? ১৪ ॥

যাঁহারা ব্যথাহেতু বা অবহেলা-সহকারেও একবারমাত্র শ্রীহরির একটী নামও উচ্চারণ করেন, তাঁহারাও দুস্তর পাপসিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ; সুতরাং যাঁহারা পরম-শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ১৫ ॥

অসুররিপু ভগবান্ শ্রীহরির অনন্ত বিষয়ে সুমঙ্গল বহু কর্ম্ম এবং বহুসংখ্যক নাম বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানবগণের স্বমুখবশীভূত জিহ্বা এবং কর্ণদ্বয়ও সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। অহো, তথাপি মূঢ়গণ নিরন্তর তমোমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥১৬॥

কিঞ্চ,—

গায়ন্তি কেঽপি হরিনাম জপন্তি কেঽপি
শৃণ্বন্তি কেঽপি মধুরং সুযশস্তদীয়ম্ ।
তত্তৎপ্রমোদভরদুর্দ্ধরচারুদেহাঃ
প্রেম্নো বশাস্তু বিবশা মহতাং মহান্তঃ ॥১৭॥

তল্লক্ষণমাহ,—

বাষ্পগদ্গদবচা ধৃতহর্ষো
লোমহর্ষনিবহাঞ্চিতদেহঃ ।
অন্তবাহ্যবিষয়োদিতভাবঃ
কোঽপি গায়তি শৃণোতি কৃতার্থঃ ॥১৮॥
উদ্গীয়মানভগবন্মহিমানমন্যৈ-
রাস্বাদয়ন্ পরমসন্মদমত্ত-চেতাঃ ।

ভগবন্নামশ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জনিত হর্ষভরে ভারাক্রান্ত সুরম্য-তনু প্রেম-বশ্য মহামহত্তমগণ কেহ কেহ বিবশভাবে হরিনাম কীর্ত্তন, কেহ তন্নাম জপ এবং কেহ বা তদীয় মধুর যশোগাথা শ্রবণ করিয়া থাকেন ॥১৭॥

তাহার লক্ষণ বলিতেছেন ;—

কোন কৃতার্থ পুরুষ বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠ, হর্ষযুক্ত, রোমাঞ্চিতকলেবর এবং বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানরহিত হইয়া তদীয় নামসমূহের শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥১৮॥

তিনি অপরকর্ত্তৃক উদ্গীয়মান ভগবন্মাহাত্ম্য আস্বাদনপূর্ব্বক পরম-মদমত্তচিত্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নির্লজ্জভাবে অনুরাগভরে নৃত্য

উন্মাদবানিব রসান্নটমান উচ্চৈ-
রুদ্গায়তি প্রলপতি প্রহসত্যলজ্জঃ ॥১৯॥

কিঞ্চ,—

দিবারাত্রং প্রায়ঃ স্ফুরিতনিবিড়প্রেমলহরী-
নিমগ্নাস্তজ্জ্ঞানস্খলিতনিজকৃত্যব্যতিকরাঃ।
হরের্গাথাগানপ্রমদজড়িমব্যাকুলগিরঃ
সমন্তান্নৃত্যন্তো জগদপি কৃতার্থং বিদধতে ॥২০॥

গীয়ন্তে চরিতানি চেন্মধুরিপোর্নামানি ধামান্যপি
শ্রূয়ন্তে যদি বা মহন্মুখরিতান্যানন্দিতৈর্যৈরিহ।
স্নাতং তৈরমরাপগাদিষু মহাতীর্থেষু যজ্ঞাঃ কৃতা-
স্তপ্তান্যেব তপাংস্যপশ্রমময়ং তীর্ণো ভবাম্ভোনিধিঃ ॥২১॥

সহকারে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন, প্রলাপ এবং উচ্চ হাস্য করিয়া থাকেন ॥১৯॥

তাঁহারা নিরন্তর প্রকাশমান নিবিড় প্রেমলহরীতে নিমগ্ন হইয়া একমাত্র ভগবজ্জ্ঞানহেতু যাবতীয় নিজকার্য্যসম্পর্ক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন এবং তৎকালে শ্রীহরির নামচরিতাদির কীর্ত্তনজনিত আনন্দে জড়িত ও ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে সর্ব্বত্র নৃত্যসহকারে সমগ্র জগৎকেও কৃতার্থ করিয়া থাকেন ॥২০॥

যাঁহারা আনন্দসহকারে শ্রীহরির নাম, ধাম ও চরিতসমূহ গান করেন অথবা মহাজনের কীর্ত্তিত ঐ সকল বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ গঙ্গাদিতীর্থে স্নান, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তপঃসমূহের আচরণ করিয়াছেন এবং অনায়াসে এই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন ॥২১॥

কিং বহুনা,—

শ্রেয়ঃশ্রেয়ো রসবদমলং সচ্চিদানন্দরূপং
চিত্তাহ্লাদং মধুরমধুরং সৎফলং ভক্তিবল্ল্যাঃ।
বিষ্ণোর্নামাচরিতমমৃতং যে পিবন্তি প্রমোদা-
জ্জীবন্মুক্তাস্ত ইহ ন পুনর্ম্মৃত্যুসিন্ধৌ বিশন্তি ॥২২॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং চতুর্থস্তবকঃ।

যাঁহারা পরম-মঙ্গলকর, উত্তমরসময়, বিমল, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, চিত্তাহ্লাদজনক, পরম-মধুর এবং ভক্তিলতার সৎফলস্বরূপ শ্রীহরির নামচরিতামৃত প্রীতিসহকারে পান করেন, তাঁহারা ইহলোকে জীবদ্দশায়ই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং পুনরায় মৃত্যুসাগরে প্রবিষ্ট হ'ন না ॥২২॥

ইতি শ্রীহরিভক্তি-কল্পলতিকার চতুর্থ-স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চমস্তবকঃ

অথ কীদৃশানি তানি নামানি চরিতানি চ শ্রবণীয়ানি
কীর্ত্তনীয়ানি চ তান্যাহ ;—

ভুবো ভারীভূতাংস্ত্রিভুবনবিপক্ষান্ দিতিসুতান্
জিঘাংসুর্দেবক্যা জঠরজলধৌ রত্নমভবৎ।
অথাভীরস্ত্রীণামধরমধুলোভেন স ভগবান্
ব্রজং গত্বা নন্দন্ স মনুজগৃহে নন্দতনয়ঃ ॥১॥

যদীক্ষামাত্রেণোদিতবহুবিকারা জগদিদং
মহামায়া সূতে মহদহমনন্তানিলমুখৈঃ।
হরি-ব্রহ্মেশাদ্যা অপি যদবতারাঃ সুরগণাঃ
স পূর্ণো গোপীনাং সদসি ভগবানাবিরভবৎ ॥২॥

অনন্তর কীদৃশ নাম এবং চরিতসমূহ শ্রবণীয় ও
কীর্ত্তনীয় তাহা বলিতেছেন,—

পৃথিবীর ভারভূত ত্রিভুবনরিপু দৈত্যগণের সংহারকামনায় দেবকীদেবীর জঠরসমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণরূপ রত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল। অনন্তর ব্রজরমণীগণের অধর-মধুলোভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গমন-পূর্ব্বক বিহার-রত হইলে শ্রীনন্দ-তনয়রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন ॥১॥

যাঁহার দৃষ্টিমাত্রনিবন্ধন মহামায়া বিবিধ বিকারবিশিষ্টা হইয়া মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং আকাশাদিক্রমে এই জগতের প্রসব করিয়া থাকেন, এবং হরি, ব্রহ্মা ও শঙ্করপ্রমুখ দেবগণ যাঁহার অবতারস্বরূপ, সেই ভগবান্ পূর্ণরূপে গোপীগণের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥২॥

বিষং দত্ত্বা যস্মৈ স্তনযুগভৃতং হন্তুমনসা
যতো লেভে ধাত্রীগতিরপি তয়া পূতনিকয়া ।
য এতস্মৈ প্রীত্যা সরসমধুরং গব্যমমৃতং
ফলং বা খণ্ডং বা দদতি কিমু তেষাং কৃতধিয়াম্ ॥৩॥
তৃণাবর্ত্তাদীনামিহ নিধনমাশ্চর্য্যকুতুকী
প্রিয়ং পিত্রোঃ কৃত্বাঽঙ্গনশয়নসূক্তাদিভিরপি ।
অরক্ষদ্যো ধেনূঃ সহ সখিগণৈর্বৎস-সহিতা-
স্তথা গোপস্ত্রীণাং মুদমুদবহৎ কেলিরভসৈঃ ॥৪॥
স্বকর্ম্মাসক্তায়া মনসি জনয়িত্র্যা বিধুরতাং
শিশূনামামোদং দধিঘৃতপয়োলুণ্ঠনধিয়াম্ ।

পূতনা যাঁহার বধকামনায় স্তনযুগল-লিপ্ত বিষ প্রদান করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে ধাত্রীজনোচিত সদ্‌গতি লাভ করিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা প্রীতির সহিত সরস মধুর গব্য, অমৃতময় ফল বা খণ্ড (গুড় বিশেষ) প্রদান করেন, সেই কৃতবুদ্ধি পুরুষগণের তাদৃশ সদ্‌গতিলাভবিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ॥৩॥

উক্ত আশ্চর্য্যকৌতুকশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমধ্যে তৃণাবর্ত্ত-প্রভৃতি দৈত্যগণের সংহার, প্রাঙ্গণে শয়ন এবং সুমধুর বচন-দ্বারা পিতামাতার সন্তোষ উৎপাদনপূর্ব্বক বয়স্যগণের সহিত সবৎস ধেনুগণের রক্ষণ এবং বিবিধ ক্রীড়াদ্বারা গোপরমণীগণের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন ॥৪॥

শ্রীহরি লীলাসহকারে ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত চরণযুগলদ্বারা শকট বিধ্বস্ত করিয়া গহকর্ম্মাসক্তা নিজ জননীর চিত্তে উৎকণ্ঠা, দধি-দুগ্ধ-

ভিয়ং দৈত্যেন্দ্রাণাং মনসি নিদধে বিস্ময়করীং
হরির্লীলোদঞ্চৎপদকমলবিধ্বস্তশকটঃ ॥৫॥
পিবন্তং বক্ষোজৌ স্খলয়তি বলাৎ কৃষ্ণমবলা
নিধায়াঙ্কে পঙ্কেরুহমিব মুখং পশ্যতি মুহুঃ।
প্রমোদপ্রেমান্ধা হসতি মধুরং চুম্বতি রসাদ্-
যশোদায়াঃ পায়াত্ত্রিভুবনময়ং ভাগ্যমহিমা ॥৬॥
ক্বচিদ্গব্যস্তেয়ে সপদি জনয়িত্র্যা কুপিতয়া
হঠাদ্বদ্ধো দাম্না হরিরপরিমেয়োঽপি মুনিভিঃ।
বিধাস্যামো নৈবং পুনরিতিবচোগর্ভিতমুখ-
স্তদাস্যে সাশঙ্কং নিহিতনয়নোপান্তমরুদৎ ॥৭॥

ঘৃত-লুণ্ঠনপরায়ণ গোপবালকগণের চিত্তে আমোদ এবং কংসাদি দৈত্যেন্দ্রগণের চিত্তে বিস্ময়করী ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন ॥৫॥

শ্রীমতী যশোদা স্তন্যপানরত শ্রীকৃষ্ণকে বলপূর্ব্বক তাহা হইতে নিবারিত করিয়া ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ তদীয় কমলতুল্য বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ, প্রেমানন্দে অন্ধীভূতা হইয়া হাস্য এবং অনুরাগভরে মধুর চুম্বন করিতে থাকেন। তাঁহার ঈদৃশ সৌভাগ্যমহিমা ত্রিভুবনকে রক্ষা করুক ॥৬॥

একদা নবনীতহরণহেতু জননী কুপিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই মুনিগণেরও অপরিমেয় পুরুষকে বলপূর্ব্বক রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিলে তিনি "পুনরায় এরূপ অপরাধ করিব না"—এইরূপ বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক জননীর মুখমণ্ডলে সভয়ে কটাক্ষপাতসহকারে রোদন করিয়াছিলেন ॥৭॥

তয়া ভক্ত্যা যুক্তা হৃদয়বিষয়ীকৃত্য খলু তং
মুনীন্দ্রা মুচ্যন্তে বিবিধভব-বন্ধব্যতিকরাৎ।
অহো মাতুর্দাম্না স্বয়মপি স বদ্ধো হরিরভূৎ
স্বভাবঃ প্রেম্নোঽয়ং প্রভুমপি বশীকারয়তি যৎ ॥৮॥

ন তচ্চিত্রং শশ্বদ্গুণরহিতমাধায় হৃদয়ে
মুনীন্দ্রা মুচ্যন্তে গুণময়শরীরাৎ কথমপি।
গুণৈর্বদ্ধস্যাস্য ক্ষণমধিগতৌ সন্নিধিমিমৌ
বিমুক্তৌ যৎ সত্যং গুণময়তনোর্গুহ্যকসুতৌ ॥৯॥

বিহায় স্বান্ বৎসাংস্তমতিমুদিতা গোযুবতয়ঃ
সুধাকল্পৈরল্পেতরনিজপয়োভির্যদভজন্।

মুনিগণ ভক্তিযুক্ত হইয়া যাঁহাকে হৃদয়গোচর করিয়া বিবিধ সংসার-বন্ধনসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করেন, অহো! সেই শ্রীহরি স্বয়ংই জননীর মন্থনরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়াছেন। প্রেমের ইহাই বিচিত্র স্বভাব যে, তাহা প্রভুকেও বশীভূত করিয়া থাকে ॥৮॥

অপ্রাকৃতগুণময়বিগ্রহ এবং যশোদার রজ্জুগুণে আবদ্ধ যে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণিক-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া যমলার্জ্জুনরূপী কুবেরপুত্রদ্বয় যথার্থতঃ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রাকৃত গুণরহিত পুরুষকে নিরন্তর ধ্যেয়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মুনীন্দ্রগণ যে গুণময় শরীর হইতে মুক্তিলাভ করেন, ইহা কিঞ্চিন্মাত্র আশ্চর্য্যজনক নহে ॥৯॥

ধেনুগণ নিজ নিজ বৎসগণকেও পরিত্যাগ করিয়া অমৃততুল্য স্বীয় প্রভূত দুগ্ধরাশিদ্বারা অতিশয় প্রীতিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিল,

অতো ভূরিপ্রীত্যা হরিরপি সদা পালয়দিমা
যতো গোপালাখ্যোঽভবদখিলপালোঽপি সততম্ ॥১০॥

শিখণ্ডৈর্গুঞ্জাভির্বিবিধসুমনোভিঃ কিশলয়ৈঃ
কৃতাকল্পোঽনল্পৈর্মুদিতহৃদয়ো নন্দতনয়ঃ।
বিচিক্রীড় স্বৈরং সমগুণবয়োবেশললিতৈ-
র্বলাদ্যৈর্গোপালৈঃ সহ সহচরৈঃ কেলিবিপিনে ॥১১॥

ক্ষণং নৃত্যৈর্গীতৈঃ কলমুরলিশৃঙ্গধ্বনিযুতৈঃ
ক্ষণং লীলাযুদ্ধৈঃ ফলদলভুজাক্ষেপবলিতৈঃ।
ক্ষণং শিক্যস্তেয়ৈঃ ক্ষণমপি তদন্নাশনরসৈ-
স্তিরশ্চাং চেষ্টাভির্বিলসতি বয়স্যৈঃ পরিবৃতঃ ॥১২॥

তজ্জন্য ভগবান্ অখিলপালক হইয়াও অতিপ্রীতির সহিত তাহাদিগকে পালন করিয়া 'গোপাল'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥১০॥

শ্রীনন্দনন্দন ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাফল, বিবিধ পুষ্প এবং পল্লব-সমূহ দ্বারা বিভূষিত হইয়া আনন্দিতচিত্তে আত্মতুল্য গুণবয়োবেশশালী বলদেবপ্রমুখ সহচর গোপালগণের সহিত ক্রীড়া-কাননে স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিয়াছিলেন ॥১১॥

তিনি বয়স্যগণ-পরিবৃত হইয়া কখনও মধুর মুরলী ও শৃঙ্গধ্বনিযুক্ত নৃত্যগীত, কখনও ফল-পল্লব-বাহু প্রভৃতির আক্ষেপসহকারে লীলাযুদ্ধ, কখনও শিক্যচৌর্য্য, কখনও শিক্যস্থিত অন্নাদির ভক্ষণ এবং কখনও পশুপক্ষী প্রভৃতির ন্যায় চেষ্টাসহকারে বিহার করিয়াছিলেন ॥১২॥

ক্বচিৎ ক্রীড়ায়াসক্ষুধিতপৃথুকপ্রেরণমিষাৎ
প্রসীদন্ ভক্তানাং দ্বিজবরবধূনাং মধুরিপুঃ।
যযাচে যজ্বানং দ্বিজনিবহমন্নানি রভসাদ্-
যদিচ্ছাতঃ সাক্ষাদুপনমতি সদ্যোঽমৃতমপি ॥১৩॥

তপো ধর্ম্মাঃ কর্ম্মাণ্যপি মধুরিপোঃ পাদভজনে
ভবন্তি প্রত্যূহা ন পুনরিহ তৎসাধনবিধিঃ।
বিজানন্তোঽপ্যেভির্বিহতমতয়ো ন দ্বিজবরা
বিহীনাস্তৎপত্ন্যঃ প্রভুচরণমন্নৈর্যদভজন্ ॥১৪॥

হরের্বালক্রীড়াং কলয়িতুমুপেতোঽপি কুতুকা-
দ্বিরিঞ্চির্গোবৎসানহরদখিলাংশ্চ ব্রজশিশূন্।

যাঁহার ইচ্ছামাত্র অমৃতও স্বয়ং উপহাররূপে উপস্থিত হয়, সেই শ্রীহরি একদা ভক্ত-দ্বিজপত্নীগণের প্রতি নিজ অনুগ্রহপ্রকাশের জন্য ক্রীড়াকালে ক্ষুধিত গোপবালকগণের প্রেরণরূপ ছলসহকারে যজ্ঞরত বিপ্রগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥১৩॥

ভক্তিশূন্য তপস্যা ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই শ্রীহরিপাদপদ্মসেবার বিঘ্নস্বরূপ; যেহেতু এই সমস্ত বর্ত্তমান থাকিলে শ্রীহরিপাদপদ্মের সেবাসাধন বিহিত হয় না—বিপ্রগণ ইহা অবগত হইয়াও ঐসমস্ত-দ্বারা বিনষ্টবুদ্ধি হইয়া ভগবান্‌কে অন্ন প্রদান করেন নাই; পরন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ তত্তদ্‌রহিত হওয়ায় অন্নদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন ॥১৪॥

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়াদর্শনের জন্য বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কৌতূহলবশতঃ সমস্ত ব্রজশিশু এবং গোবৎসগণকে হরণ করিয়াছিলেন,

তথৈব ক্রীড়ন্তং তমপি সহ তৈর্বীক্ষ্য স পুন-
র্ভয়াক্রান্তো ভক্ত্যাঽভয়দমভজত্তস্য চরণম্ ॥১৫॥

মম ক্রীড়াযোগ্যা তরণিতনয়া নাস্য ফণিনঃ
খলস্যেতি ক্রুদ্ধো মথয়িতুমগাৎ কালিয়মসৌ।
অথাবাসং হাস্যন্নতশিরসি পাদৌ নিদধতা
মুকুন্দেনানন্দাদ্ধ্রুবমনুগৃহীতঃ ফণিপতিঃ ॥১৬॥

স্বযাগে বিধ্বস্তে বিবুধপতিরৈশ্বর্য্যমদিরা-
মদান্ধো ব্যাহন্তুং ব্রজপুরমগাৎ সাচ্যুতমপি।

কিন্তু তৎপরেও শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াই ক্রীড়ারত দেখিয়া ভয়াক্রান্তচিত্তে ভক্তি-সহকারে তদীয় অভয়প্রদ চরণযুগল আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥১৫॥

"আমার ক্রীড়াযোগ্যা এই যমুনানদী এই দুষ্টসর্পের বিহারযোগ্যা নহে"—এইরূপ মনে করিয়া ভগবান্ কালিয়-নাগকে বিদলিত করিবার জন্য ক্রুদ্ধচিত্তে তদভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর সে ভগবৎ-কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া স্থান-পরিত্যাগে উদ্যত হইলে ভগবান্ সানন্দে তদীয় অবনতমস্তকে পদযুগল স্থাপন করিয়া তাহাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন ॥১৬॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রজমধ্যে ইন্দ্রযজ্ঞ নিষিদ্ধ হইলে দেবরাজ ঐশ্বর্য্যমদমত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজপুর বিনষ্ট করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকৃত বৃষ্টিপাত হইতে ব্রজপুর-রক্ষার্থ একহস্তে গোবর্দ্ধন-গিরি উত্তোলন করিলে ইন্দ্র তদীয় জগদীশ্বরত্ব অবগত হইয়া তাঁহার

অথ জ্ঞাত্বৈশ্বর্য্যং করধৃতমহীন্দ্রং তমভজৎ
বিজানন্তি স্তব্ধাঃ খলু পরিভবাদাত্মবিভবম্ ॥১৭॥
আগো মার্ষ্টুং বিবুধপতিনা গীয়মানৈস্তদানীং
স্বীয়ৈরেবামৃতলবমিতৈর্মূর্ত্তিমদ্ভির্যশোভিঃ।
অত্যুৎসিক্তো বিশদমধুরৈঃ সৌরভেয়ৈঃ পয়োভিঃ
শ্রীগোবিন্দো বিলসতি মুদা ক্ষৌণিবিক্ষিপ্তশৈলঃ ॥১৮॥
গচ্ছন্তীনামনুজনপদং বিক্রয়ে গোরসানাং
গোপস্ত্রীণাং কলয়তি বলাদ্গব্যমব্যগ্রচিত্তঃ।
ভুঙ্ক্তে হৈয়ঙ্গবমভিনবং যচ্চ সারং রসাঢ্যং
শেষং ক্ষিপ্ত্বা ভুবি সরভসং তত্র ভাণ্ডং ভিনত্তি ॥১৯॥

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গর্ব্বশালী পুরুষগণ পরাজিত হইলেই নিজ বিক্রম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন ॥১৭॥

অনন্তর স্বীয় অপরাধ মার্জ্জনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যশোগান করিতে থাকিলে ঐ যশোরাশিই যেন মূর্ত্তিমন্ত হইয়া সুরভিধেনুর অমৃততুল্য মধুর এবং শুভ্র দুগ্ধরাশিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সম্যগ্‌রূপে অভিষিক্ত করিয়াছিল। তৎকালে ভগবান্ পৃথিবীতে গোবর্দ্ধন স্থাপন-পূর্ব্বক প্রীতচিত্তে বিরাজমান হইয়াছিলেন ॥১৮॥

গোপস্ত্রীগণ দধি-দুগ্ধাদি গব্যসমূহের বিক্রয়ের জন্য জনপদের প্রতি গমন করিলে তিনি অব্যগ্রচিত্তে বলপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতেন। অনন্তর তিনি সদ্যোজাত ঘৃত এবং রসাঢ্য অভিনব নবনীত ভক্ষণপূর্ব্বক অবশিষ্ট ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ভাণ্ড ভগ্ন করিতেন ॥১৯॥

প্রতিভবনমুপেত্যাভীরবামেক্ষণানা-
মভিনবনবনীতং বিত্তমপ্যাদদানঃ।
কবলয়তি বলেনালোকিতঃ সাবহেলং
হসতি মধুরমন্দং নন্দবালঃ সখেলঃ ॥২০॥
তপস্তপ্যন্তীনামভিযমুনমাভীরসুদৃশাং
স্বপাদস্পর্শেচ্ছাং সফলয়িতুকামো হরিরগাৎ।
অথাসাং শুশ্রূষুশ্চটুবচনমাদত্ত বসনং
দদৌ চাতিপ্রীতঃ সপদি নিজপাদাম্বুজমপি ॥২১॥
দধিভ্রান্ত্যা দুগ্ধে দধতি সলিলং মন্থনবিধৌ
প্রসারং নির্গব্যং সপদি রচয়ন্তি প্রতিমুহুঃ।

তিনি গোপরমণীগণের প্রতিগৃহে উপস্থিত হইয়া অভিনব নবনীত এবং বিত্তসমূহ গ্রহণকালে তাঁহাদিগের দ্বারা লক্ষিত হইয়াও অনায়াসে ঐ সমস্ত বস্তু আত্মসাৎ করিতেন এবং ক্রীড়া সহকারে মন্দমধুর হাস্য করিতেন ॥২০॥

তাঁহার পাদস্পর্শকামনায় যমুনাজলে ব্রতাচরণরতা গোপ- সুন্দরী-গণের কামনানুরূপ ফলদানের জন্য তিনি তথায় গমন করিয়া তাঁহাদের স্তুতিবচন শ্রবণাভিলাষে বসনসমূহ হরণ করিয়াছিলেন এবং অনন্তর তাঁহাদের স্তুতিবাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ বসনসমূহ এবং নিজপাদপদ্মও প্রদান করিয়াছিলেন ॥২১॥

গোপবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আকৃষ্টচিত্তা হইয়া মন্থনকার্য্যে দধিভ্রমে দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিতেন, গব্যসমূহ গৃহে রাখিয়াই শূন্যহস্তে তদবিক্রয়ার্থ

গুরূণাং সাক্ষাদপ্যতিপুলকিতা গোপবনিতা
ন কেষাং বা হাস্যাস্পদমিহ মুকুন্দাহৃতধিয়ঃ ॥২২॥
অথ পথি নন্দকুমারং বিলোক্য তন্মগ্নমানসা গোপ্যঃ।
তং চিরমাকাঙ্ক্ষিণ্যো রহসি বয়স্যামিদং প্রাহুঃ ॥২৩॥
নাদত্তে গুরুগৌরবং সহচরীবাচং ন চাপেক্ষতে
তত্তদ্ভাবনবানুরাগমধুনা মত্তায়মানং মনঃ।
বংশীমুগ্ধমুখাম্বুজং নবঘনশ্যামং মনোহারিণং
বিদ্যুদ্‌বিদ্যুতিতাম্বরং কমপি মে সর্ব্বক্ষণং কাঙ্ক্ষতি ॥২৪॥
নিন্দন্তু প্রিয়বান্ধবা গুরুজনা গঞ্জন্তু মুঞ্চন্তু বা
দুর্ব্বাদং পরিঘোষয়ন্ত্বপি জনা বংশে কলঙ্কোঽস্তু বা।

জনপদে যাত্রা করিতেন এবং গুরুজনের সম্মুখেও প্রণয়জনিত পুলকভাব ধারণ করিতেন। এইরূপে তাঁহারা সকলের হাস্যাস্পদ হইতেন ॥২২॥

অনন্তর পথমধ্যে শ্রীনন্দনন্দনকে দর্শনপূর্ব্বক তদ্‌গতচিত্ত গোপীগণ তদীয় প্রাপ্তিবিষয়ে চিরাকাঙ্ক্ষাযুক্ত চিত্তে বয়স্যার প্রতি এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥২৩॥

হে সখি! আমার চিত্ত বিবিধভাবজনিত নবানুরাগমদে মত্ত হইয়া গুরুজনের প্রতি গৌরবভাব ধারণ কিম্বা সহচরীর উপদেশ-বচনের প্রতীক্ষা করিতেছে না; পরন্তু নিরন্তর বংশীশোভিতবদন, নবজলদশ্যাম, বিদ্যুৎঝলকিত পীতবসন মনোহারী কোন পুরুষের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে ॥২৪॥

হে সখি, প্রিয়বান্ধবগণ নিন্দাই করুন, গুরুজনগণ তিরস্কার বা পরিত্যাগই করুন, কিম্বা লোকসমূহ অপবাদ ঘোষণাই করুক, অথবা

তাদৃক্ প্রেমনবানুরাগমধুনা মত্তায়মানং তু মে
চিত্তং নৈব নিবর্ত্ততে ক্ষণমপি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজাৎ ॥২৫॥
কিং লাবণ্যপয়োনিধিঃ কিমথবা কন্দর্পদর্পাম্বুধিঃ
কিম্বা কেলিকলানিধিঃ কিমথবা বৈদগ্ধ্যবারাং নিধিঃ।
কিম্বানন্দনিধির্বিলাসজলধিঃ কিম্বা কৃপাবারিধি-
স্তত্তদ্ভাবরসাকুলেন মনসা কৃষ্ণো ন বিস্মর্য্যতে ॥২৬॥
স্মেরাপূর্ণমুখেন্দুমুন্নতনসং গণ্ডস্ফুরৎকুণ্ডলং
বর্হাপীড়মনোজ্ঞকুঞ্চিতকচং মত্তেভলীলাগতম্।
আরক্তায়তলোচনং মুরলিকাহস্তং ঘনশ্যামলং
গোপীমোহনমাকলয্য সখি মে তত্রৈব লগ্নং মনঃ ॥২৭॥

বংশে কলঙ্কই হউক, তথাপি তাদৃশ প্রেমনবানুরাগমদে মত্ত হইয়া মদীয় চিত্ত ক্ষণকালও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না ॥২৫॥

'ইনি কি লাবণ্যসিন্ধুস্বরূপ, অথবা কন্দর্পের দর্পসিন্ধুস্বরূপ, কিম্বা ক্রীড়াশশধরস্বরূপ, অথবা রসিকতার বারিধিস্বরূপ, কিম্বা আনন্দনিধি-স্বরূপ অথবা বিলাস সমুদ্রস্বরূপ কিম্বা কৃপা-পারাবারস্বরূপ'—ইত্যাদি ভাব-রসে আকুল হইয়া আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বিস্মৃতিযুক্ত হইতেছে না ॥২৬॥

হে সখি. যাঁহার সহাস বদন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, নাসিকা সমুন্নত, গণ্ডযুগল কুণ্ডলপ্রভায় দীপ্তিমান, কুঞ্চিত কেশরাশি ময়ূরপুচ্ছে বিভূষিত, গমন মত্তমাতঙ্গের লীলাযুক্ত, লোচনযুগল আরক্ত ও বিস্তৃত, হস্ত মুরলী-শোভিত এবং বর্ণ জলদশ্যাম, সেই গোপীমোহন পুরুষকে দর্শন করিয়া আমার চিত্ত তাঁহাতেই সংলগ্ন রহিয়াছে ॥২৭॥

ধৈর্য্যং দূরমধিক্ষিপন্ কুলবধূবর্গোচিতাং চ ত্রপাং
তৎকালং গলহস্তয়ন্ গুরুজনাপেক্ষাং সমুন্মূলয়ন্।
কৃত্যং স্বামিসুতাদি-বান্ধবজনস্নেহঞ্চ বিস্মারয়ন্
মচ্চিত্তং তরলীকরোতি মুরলীনাদো মুরদ্বেষিণঃ ॥২৮॥

কিঞ্চ,—

তাভিঃ সমং স্মরসুখেন বিহর্ত্তুকাম-
স্ত্রৈলোক্যমোহনমনোজমনোজ্ঞবেশঃ।
বৃন্দাবনে মলয়বাতসুগন্ধশীতে
গোপীমনোহরমসৌ মুরলীং নিদধ্মৌ ॥২৯॥
আপীয় কৃষ্ণমুরলীবরমাসবং তা
গোপস্ত্রিয়ঃ সপদি মত্তমনোমনোজাঃ।

হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি ধৈর্য্য ও কুলবধূজনোচিত লজ্জাকে দূরীভূত করিয়া, সময়কে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া, গুরুজনাপেক্ষাকে উন্মূলিত করিয়া এবং গৃহকার্য্য ও পতিপুত্রবান্ধব প্রভৃতির স্নেহ বিস্মারিত করিয়া আমার চিত্তকে চঞ্চল করিতেছে ॥২৮॥

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকমোহন কন্দর্পসদৃশ মনোজ্ঞবেশ ধারণ করিয়া মলয়-পবন-দ্বারা সুগন্ধি ও শীতল বৃন্দাবনে পূর্ব্বোক্ত ব্রজসুন্দরী-গণের সহিত বিহারকামনায় গোপীমনোহারী বংশী নিনাদিত করিয়াছিলেন ॥২৯॥

গোপললনাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্ত মুরলীরব-মদিরাপানে তৎক্ষণাৎ

বৃন্দাবনে রহসি কুঞ্জগতং মুকুন্দ-
মানন্দমন্দগতয়ো যযুরুল্লসন্ত্যঃ ॥৩০॥
হতব্রীড়া নৈবাদৃতগুরুজনা লোকমুভয়ং
সমুজ্ঝন্ত্যঃ সদ্যো ন গণিতকলঙ্কা যুবতয়ঃ।
ধৃতামন্দানন্দাঃ সততমনুরক্তা যদভজন্
ততোঽশেষাধীশং হরিমপি বশীচক্রুরনিশম্ ॥৩১॥
অথাসাং ভাবসংশুদ্ধিং জ্ঞাতুমপ্রিয়ভাষিণম্।
প্রাহুঃ প্রেমভরাক্রান্তা মাধবং রাধিকাদয়ঃ ॥৩২॥
হিত্বা লোকমিমং পরং বিরহিতাপত্যাত্মপত্যালয়া
যাতাঃ স্মঃ শরণং তবৈব চরণং সর্ব্বাত্মভাবৈর্বয়ম্।

প্রমত্তকামযুক্তা হইয়া সানন্দমন্দগমনে উল্লাসসহকারে বৃন্দাবনে নির্জ্জন-কুঞ্জস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৩০॥

যেহেতু গোপযুবতীগণ লজ্জাপরিহারপূর্ব্বক, গুরুজনকে উপেক্ষা করিয়া, ঐহিক ও পারত্রিক কামনারাশি বিসর্জ্জন দিয়া এবং কোন প্রকার কলঙ্ক বিচার না করিয়া পরমানন্দসহকারে নিরন্তর অনুরক্তচিত্তে ভজন করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তাঁহারা নিখিললোকাধীশ্বর শ্রীহরিকেও সর্ব্বদা বশীভূত করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন ॥৩১॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণের ভাবের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য প্রত্যাখ্যানরূপ অপ্রিয়-বাক্য উচ্চারণ করিলে সেই প্রেমাতিশয্যাক্রান্তা শ্রীরাধিকাপ্রমুখ গোপীগণ তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥৩২॥

হে নাথ! আমরা ইহলোক এবং পরলোকের কামনা পরিহার-পূর্ব্বক পতি, পুত্র, গৃহ প্রভৃতি রহিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে আপনারই চরণ

ত্বন্নৈরাশ্যবচোঽগ্নিদগ্ধহৃদয়াস্ত্বয্যর্পিতাশাশ্চিরং
দীনা নাথ দয়ানিধে দৃগমৃতৈরাসিঞ্চ দাসীরিমাঃ ॥৩৩॥

পীত্বাঽচিরং মধুরবেণুরবাসবন্তে
কা স্ত্রী ন মুহ্যতি মনোভবখিদ্যমানা।
রূপঞ্চ তে ভুবনমোহনমাকলয্য
ত্বয্যেব লগ্নহৃদয়া ন চলেৎ সতীত্বাৎ ॥৩৪॥

নিন্দন্তু প্রিয়বান্ধবা গুরুজনা গঞ্জন্তু মুঞ্চন্তু বা
দুর্ব্বাদং পরিঘোষয়ন্ত্বপি জনা বংশে কলঙ্কোঽস্তু বা
যুষ্মদ্রূপবিদগ্ধতামৃতরসাম্ভোধৌ নিমগ্নন্তু ন-
শ্চিত্তং নৈব নিবর্ত্ততে প্রিয়তম ত্বৎপাদপঙ্কেরুহাৎ ॥৩৫॥

আশ্রয় করিয়াছি। সুতরাং সম্প্রতি ভবদীয় নৈরাশ্যসূচক বাক্যাগ্নি-দ্বারা দগ্ধচিত্ত হইয়াও আপনার প্রতিই চিরকাল আশা ধারণ করিতেছি। অতএব হে দয়ানিধে, আপনি দৃষ্টিসুধাবর্ষণে এই দীনা দাসীগণকে অভিষিক্ত করুন ॥৩৩॥

হে প্রভো, কোন রমণী আপনার বংশীধ্বনিরূপ মদ্যপান করিয়া কাম-খেদগ্রস্তা হইয়া তৎক্ষণাৎ মোহিতা এবং ভুবনমোহন রূপদর্শনে আপনার প্রতি আসক্তচিত্তা হইয়া সতীত্ব হইতে ভ্রষ্টা না হইয়া থাকে? ৩৪॥

হে প্রিয়তম, প্রিয়বান্ধবগণ আমাদের নিন্দাই করুক কিম্বা গুরুজন-গণ গঞ্জনা বা পরিত্যাগই করুন অথবা জনসমূহ অপবাদই ঘোষণা করুক কিম্বা বংশে কলঙ্কই হউক, তথাপি আমাদের চিত্ত ভবদীয় রূপবিলাসামৃত-রসসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া কোনপ্রকারেই আপনার পাদপদ্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না ॥৩৫॥

যে পত্যপত্যগৃহবন্ধুজনা ধনানি
প্রাণা যশাংসি কুলশীলমিদং সতীত্বম্।
নির্ম্মঞ্চ্য সর্ব্বমিহ তে চরণারবিন্দে
সর্ব্বাত্মনা হৃদয়নাথ ভবাম দাস্যঃ ॥৩৬॥
ইতি চিরমনুরাগপ্রেমগর্বৈরমীভি-
র্মধুমধুরবচোভিঃ প্রীণয়িত্বা মুকুন্দম্।
অনুদিনমনুরক্তাস্তৎপ্রসাদপ্রগল্ভা
রভসকলিতকামা রেমিরে গোপরামাঃ ॥৩৭॥
ব্রজস্ত্রীণাং পীনস্তনজঘনসানন্দবদন-
স্মিতস্নিগ্ধালাপেক্ষিতবিবিধভাবাহৃতমনাঃ।
শরজ্জ্যোৎস্নারম্যে তরণিতনয়াতীরবিপিনে
হরিশ্চক্রে তাভিঃ সহ রহসি রাসোৎসববিধিম্ ॥৩৮॥

হে হৃদয়েশ্বর, আমাদের পতি, পুত্র, গৃহ, বন্ধুজন, ধন, প্রাণ, যশ, কুল, শীল, সতীত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্তই পরিহার-পূর্ব্বক আমরা সম্প্রাত এ'স্থানে সর্ব্বতোভাবে আপনার পাদপদ্মের দাসী হইয়াছি ॥৩৬॥

অনুরক্তা গোপিকাগণ এইরূপ চিরানুরাগযুক্ত প্রেমপূর্ণ অতিমধুর বচনসমূহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিয়া তদীয় প্রসাদলাভে প্রগল্ভচিত্তা এবং কামবেগযুক্তা হইয়া বিহার করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

শ্রীহরি তৎকালে ব্রজাঙ্গনাগণের পীন স্তনমণ্ডল, স্থূল নিতম্বদেশ, সহর্ষ মুখমণ্ডল, হাস্য, স্নিগ্ধ সম্ভাষণ, দৃষ্টিপাত এবং বিবিধ ভাবে আকৃষ্টচিত্ত

প্রেমানুরাগরসবেশবিলাসিনীনাং
দিব্যাঙ্গরাগরমণীয়তরঙ্গকানাম্ ।
যোগীন্দ্রচিন্ত্যচরণঃ শরণাগতানাং
বক্ষঃস্থলে হরিরভূৎ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥৩৯॥
প্রিয়ে চুম্বত্যাস্যাম্বুজমনুচুচুম্বে প্রতিমুহুঃ
সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈর্দৃঢ়মুপজুগূহে সরভসম্ ।
মুখং প্রেম্না পশ্যত্যনিশমতিহার্দ্দেন দদৃশে
ন জানে গোপীভিঃ সুকৃতমিহ কীদৃক্‌কৃতমহো ॥৪০॥
অমন্দং বৈরাগ্যং দশনবসনে গোপসুদৃশা-
মনালক্ষ্যো মোক্ষশ্চিকুরনিকুরম্বে সমজনি ।

হইয়া শারদীয়জ্যোৎস্নাবিমণ্ডিত যমুনাতীরবর্ত্তী বনমধ্যে নির্জ্জনে তাঁহাদের সহিত রাসলীলোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

যোগীন্দ্রধ্যেয়চরণ শ্রীহরি তৎকালে প্রেমানুরাগরসরূপ বেশবিলাসযুক্ত এবং বিচিত্র অঙ্গরাগদ্বারা রমণীয় বিগ্রহ শরণাগতা ব্রজসুন্দরীগণের বক্ষঃস্থলে শোভিত হইয়াছিলেন ॥৩৯॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ মুখকমলে চুম্বন করিলে তাঁহারাও তৎপরিবর্ত্তে প্রতিবার চুম্বন করিতেন, তিনি দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলে তাঁহারাও সবেগে আলিঙ্গন করিতেন এবং তিনি তাঁহাদের মুখের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহারাও অতি প্রীতি-সহকারে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন। অহো! না জানি এই গোপীগণ কীদৃশ সুকৃতসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥৪০॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত যোগবশতঃ গোপসুন্দরীগণের ওষ্ঠযুগলের অতিশয়

বিবেকো নীবিষু প্রসভমতিভক্তিঃ স্তনযুগে
মুরারাতের্যোগে কিমিতি হৃদি রাগোঽধিকমভূৎ ॥৪১॥

নৃত্যাবেশবিশীর্ণমাল্যমুরলীধম্মিল্যবেশো নব-
প্রেমোদ্যৎপুলকৈর্বিভূষিতবপুর্ব্যাঘূর্ণমানেক্ষণঃ।
মুগ্ধস্ত্রীমুখচুম্বনেক্ষণপরীরম্ভাদিসম্ভোগ্যসৌ
স্বচ্ছন্দং বিজহার তাণ্ডবজুষাং মধ্যে কুরঙ্গীদৃশাম্ ॥৪২॥

প্রণয়ভরবিহারামন্দসৌভাগ্যভাজাং
মদমনুপদমানং বীক্ষ্য বামেক্ষণানাম্।
তদুপশমনহেতোর্ব্বদ্ধয়ে চানুরক্তে-
র্হরিরপি রমমাণো রাসমধ্যে তিরোঽভূৎ ॥৪৩॥

বৈরাগ্য (চুম্বনবশতঃ রাগশূন্যতা), কেশসমূহের অলক্ষিতরূপে মোক্ষ (গ্রন্থি-মোচন), নীবি অর্থাৎ কটিস্থিত বসনগ্রন্থিসমূহের বিবেক (পৃথগ্ভাব), এবং স্তনযুগলে অতিশয় ভক্তির (চন্দনাদিকল্পিত পত্রাদিরচনা) উদয় হইলেও হৃদয়ে (বক্ষোদেশে) অধিকরূপে রাগ (তদঙ্গসংসর্গে কুঙ্কুমাদিরক্তিমা অথবা আলিঙ্গনে অনুরাগ) প্রকাশিত হইয়াছিল ॥৪১॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে মুগ্ধা রমণীগণের অনুষ্ঠিত মুখচুম্বন, দৃষ্টিপাতে আলিঙ্গনাদি উপভোগ সহকারে নৃত্যরতা সুন্দরীগণের মধ্যস্থলে স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়াছিলেন। তৎকালে নৃত্যাবেশে তদীয় মাল্য, মুরলী, কেশবন্ধন ও বেশসমূহ বিক্ষিপ্ত, প্রেমবশতঃ প্রকাশমান পুলককদম্বে অঙ্গবিভূষিত এবং নয়নযুগল বিশেষরূপে ঘূর্ণ্যমান হইয়াছিল ॥৪২॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ভরে বিহারহেতু অতি সৌভাগ্যশীলা সুন্দরীগণের

চিরমথ বিলপন্তীনামনুরক্তানাং ব্রজৈণনয়নানাম্‌।
অনুকৃততচ্চরিতানামাবির্ভূতস্তদাত্মনাং দয়িতঃ ॥৪৪॥
কাশ্চিৎ করেষু করপল্লবমর্পয়ন্ত্যঃ
কাশ্চিৎ প্রিয়স্য বদনং নয়নৈঃ পিবন্ত্যঃ।
কাশ্চিৎ শিরঃসু করমঞ্জলিমাদধানা-
স্তাপং জহুর্বিরহজং প্রমদাব্ধিমগ্নাঃ ॥৪৫॥
কাঞ্চিন্মানবতীমভীষ্টবচনৈঃ পাদপ্রণামোত্তরৈঃ
কাঞ্চিৎ কেলিবিলুপ্তবেশরচনামাকল্পকর্ম্মাদিভিঃ।
কাঞ্চিৎ কামবিকারিণীং নিধুবনারম্ভেন সম্ভেদবান্‌
প্রেমৈকান্তবশোঽভি গোকুলপতির্গোপস্ত্রিয়োঽপ্রীণয়ৎ ॥৪৬॥

মদ এবং মানভাব দর্শনপূর্ব্বক তাহার উপশম ও অনুরাগ-বৃদ্ধির জন্য রাস-স্থলীতে বিহার করিতে করিতেই অন্তর্হিত হইলেন ॥৪৩॥

অতঃপর তদ্‌বিরহে অনুরক্ত ব্রজসুলোচনাগণ দীর্ঘকাল বিলাপপূর্ব্বক পশ্চাৎ তদ্‌ভাবে আবিষ্টচিত্ত হইয়া তদীয় লীলাসমূহের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট পুনরায় আবির্ভূত হইলেন॥৪৪॥

তৎকালে আনন্দসমুদ্রনিমগ্ন গোপিকাগণ কেহ কেহ তাঁহার হস্তমধ্যে স্বীয় পাণিপল্লব সমর্পণকরিয়া, কেহ কেহ নয়নদ্বারা প্রিয়তমের বদন-সৌন্দর্য্য পান করিয়া এবং কেহ কেহ তদীয় মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত প্রদান করিয়া বিরহজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥৪৫॥

প্রেমবশতঃ একান্তবশীভূত গোকুলপতি তৎকালে গোপরমণীগণের মধ্যে কোন মানিনীকে প্রণামপূর্ব্বক প্রিয়বচনসমূহ দ্বারা, কেলিকালে

অথৈষ তাভির্বিচরন্ বনাবলী-
মানন্দমন্দস্মিতসুন্দরাননঃ।
নবপ্রবালৈঃ কুসুমৈর্মনোহরৈ-
রভূষয়দ্ ভূরিবিভূষিতাশ্চ তাঃ ॥৪৭॥

কালিন্দীজলকেলিকৌতুকবশাদ্গোপালবামভ্রুবা-
মন্যাসাং করপল্লবাত্তসলিলাসেকৈর্নিহত্যেক্ষণম্।
মূর্ত্তেনেব রসেন তৎকরতলেনাসিক্তবক্ত্রাম্বুজঃ
প্রেয়স্যা নিভৃতং চুচুম্ব বদনং স্বচ্ছন্দমিন্দ্রানুজঃ ॥৪৮॥

ইত্থং স গোকুলপতিঃ প্রমদানুরাগৈ-
রানন্দিতে ভুবনমোহনচারুবেশঃ।

বিলুপ্তবেশভঙ্গীযুক্তা কোনও মানিনীকে বেশরচনাদি-কর্ম্মসমূহ-দ্বারা এবং কোনও কামবিকারযুক্তা মানিনীকে সুরতক্রীড়াদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

অনন্তর সানন্দমন্দহাস্যযুক্ত সুরম্যবদন বনমালী শ্রীহরি তাঁহাদের সহিত বনসমূহে বিচরণ করিতে করিতে সেই প্রভূতভূষণযুক্ত সুন্দরীগণকে পুনরায় মনোহর নবপল্লবসমূহ এবং কুসুমরাশিদ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় জলক্রীড়াকৌতুকবশতঃ স্বহস্তগৃহীত জল-সমূহের সেচনদ্বারা অপর গোপাঙ্গনার নয়নে আঘাতপূর্ব্বক প্রেয়সীর মূর্ত্তিময়রসতুল্য করতলদ্বারা বদনকমলে অভিষিক্ত হইয়া নিভৃতে তাঁহার বদনমণ্ডলে স্বচ্ছন্দরূপে চুম্বন করিয়াছিলেন ॥৪৮॥

এইরূপে ভুবনমোহনমনোজ্ঞবেশধারী কন্দর্পসুন্দরবিগ্রহ চন্দ্রবদন

বৃন্দাবনেঽনুদিবসং রময়াম্বভুব
স্বচ্ছন্দমিন্দুবদনো মদনাভিরামঃ ॥৪৯॥
সমাশ্লিষ্টা দৃষ্টা দনুজদমনেনোন্নতকুচা-
স্তমেবাকাঙ্ক্ষন্ত্যঃ কতি কতি লতা ন স্তবকিতাঃ।
তমালোক্য প্রেম্না কুসুমিতকদম্বে কৃতরতিং
মুদা বৃন্দারণ্যে কতি কতি ন বৃক্ষাঃ কুসুমিতাঃ ॥৫০॥
বিশালে শালাদিক্ষিতিরুহকদম্বে কুসুমিতে
কদম্বেষ্বেবায়ং বসতি সহকৃষ্ণো মধুপিবঃ।
রসাৎ পীত্বা গোপীমুখকমলমাধ্বীকমসকৃৎ
সুধাধারামেবোদ্গিরতি কিমহো বেণুবিবরৈঃ ॥৫১॥

ভগবান্ গোকুলপতি প্রমদাগণের অনুরাগদ্বারা আনন্দিত বৃন্দাবনমধ্যে নিরন্তর স্বচ্ছন্দভাবে তাঁহাদিগকে ক্রীড়াসুখ উপভোগ করাইয়াছিলেন ॥৪৯॥

তৎকালে বৃন্দাবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উন্নতকুচবিভূষিত গোপীগণকে আলিঙ্গিতা হইতে দেখিয়া তাঁহার আলিঙ্গন আকাঙ্ক্ষা করিয়া লতারাজিই কত কত না স্তনসদৃশ স্তবকসমূহে বিভূষিত হইয়াছিল এবং কুসুমিত কদম্বতরুসমূহে তাঁহাকে প্রীতিসহকারে বিহার করিতে দেখিয়া নিজেদের মধ্যে তদীয়বিহার ইচ্ছা করিয়া তরুগণই কত কত না কুসুমিত হইয়াছিল ॥৫০॥

বৃন্দাবনে শাল প্রভৃতি বিশালবৃক্ষরাশি কুসুমিতরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও ভ্রমরগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একমাত্র কদম্ব সমূহেই বাস করিতেছে দেখিয়া মনে হয় যে, এই শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর অনুরাগভরে

যদাভীরীচিত্তং হরতি মুরলীনাদমধুনা
পশূন্ যদ্বা সম্মোহয়তি স নিসর্গো মধুগুণঃ।
হরেরেতচ্চিত্রং দৃশদমপি তেন দ্রবয়তি
দ্রবন্তং কালিন্দ্যা ঘনরসমপি স্তম্ভয়তি যৎ ॥৫২॥

কিঞ্চ,—

চিরমিহ রময়িত্বা স্বৈরমাভীরসুভ্রূ-
রবিরতরতিসঙ্গানন্দমন্দানুরাগাঃ।
অগমদসুরনাশচ্ছদ্মনা পদ্মনাভো
মধুপুরমনু তাসামার্ত্তিসম্বর্দ্ধনায় ॥৫৩॥

গোপীমুখকমলমধু পান করিয়া বংশীরন্ধ্র দ্বারা ঐ সুধাধারাসমূহই যেন ঐ কদম্ববনে বর্ষণ করিতেছেন ॥৫১॥

শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরবস্বরূপ মধুদ্বারা যে তৎকালে গোপীগণের চিত্ত বিভ্রান্ত কিম্বা পশুগণ সম্মোহিত হইত, তাহা আশ্চর্য্যজনক নহে; যেহেতু ভ্রান্তিজনন এবং সম্মোহন মধুর স্বাভাবিক গুণরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, পরন্তু তিনি যে ঐ মুরলী-রব-মধুদ্বারা শিলাখণ্ডকেও দ্রবীভূত এবং কালিন্দীর দ্রবীভূত জলকেও স্তব্ধ করিতেন, ইহাই আশ্চর্য্যজনক ॥৫২॥

এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে স্বীয় অবিরতসঙ্গনিবন্ধন আনন্দ উপভোগে মন্দানুরাগবিশিষ্টা গোপসুন্দরীগণকে দীর্ঘকাল ক্রীড়াসুখ উপভোগ করাইয়া তাঁহাদের আর্ত্তিবর্দ্ধনের জন্য কংসবধচ্ছলে মথুরায় প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥৫৩॥

গোপ্যঃ সুদুঃসহবিয়োগদবাগ্নিদগ্ধাঃ
শূন্যে বিলাসবিপিনেপি ন বেশয়ন্ত্যঃ।
ধ্যায়ন্ত্য এব তমহর্নিশমস্তচেষ্টা
উচ্চৈর্বিলেপুরিদমীয়গুণান্ গৃণন্ত্যঃ ॥৫৪॥

হিত্বা লোকমিমং পরং বিরহিতাপত্যাত্মপত্যালয়া
যাতাঃ স্মঃ শরণং তবৈব চরণং সর্ব্বাত্মভাবৈর্বয়ম্।
যুষ্মাভিঃ শরণং গতাঃ সহৃদয়ৈর্দত্ত্বাপি দাস্যং নিজং
তাদৃক্প্রেমনিযন্ত্রিতৈরপি হঠাত্ত্যক্তাঃ কিমাচক্ষ্মহে ॥৫৫॥

হা কান্ত, হা দয়িত, হা জগদেকবন্ধো,
হা কৃষ্ণ, হা প্রিয়সখে, করুণৈকসিন্ধো।

অনন্তর গোপীগণ দুঃসহ বিরহদাবানলে দগ্ধ হইয়া শূন্য বিলাসকাননে প্রবেশ না করিয়া সমস্তচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবারাত্রি তাঁহারই ধ্যানসহকারে তদীয় গুণসমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন ॥৫৪॥

হে নাথ, আমরা ইহলোক ও পরলোক পরিত্যাগ করিয়া এবং পতি-পুত্র-গৃহাদি-রহিতা হইয়া সর্ব্বতোভাবে একমাত্র আপনার চরণই আশ্রয় করিয়াছিলাম। পরন্তু আপনি আমাদের তাদৃশ প্রেমদ্বারা বশীকৃত হইয়া এই শরণাগতাগণকে নিজ দাস্য প্রদান করিয়াও হঠাৎ পরিত্যাগ করিলেন। অতএব আমরা আর কি বলিব? ৫৫॥

হা কান্ত, হা দয়িত, হা জগদেকবন্ধো, হা কৃষ্ণ, হা প্রিয়সখে, হা

হা জীবনৈকধন, হা হৃদয়াধিনাথ,
মাস্মাংস্ত্যজ ত্বদবিলোকহতাঃ স্বদাসীঃ ॥৫৬॥

গোপীনাথ, মুকুন্দ, মাধব, হরে, কৃষ্ণারবিন্দেক্ষণ
শ্রীশ, শ্রীধর, বাসুদেব, নৃহরে, গোবিন্দ, রামাচ্যুত।
এবং নামশতানি তে সহ গুণৈরুৎকীর্ত্তয়ন্ত্যো বয়ং
শৃণ্বন্ত্যশ্চ ভবদ্বিয়োগজলধিং স্বৈরং তরিষ্যামহে ॥৫৭॥

ত্বন্নামান্যবহেলয়াপি সকৃদপ্যুচ্চারয়ন্ দাম্ভিকোঽ-
প্যশ্রদ্ধালুরপি ব্যপেতকলুষো যুষ্মৎপদং প্রাপ্নুয়াৎ।
ত্বন্মূর্ত্তিং হৃদয়ে নিধায় সততং সংকীর্ত্তয়ন্ত্যো বয়ং
শৃণ্বন্ত্যশ্চ মুদা কথং তব পদাম্ভোজং ন লপ্স্যামহে ॥৫৮॥

করুণৈকসিন্ধো, হা জীবনৈকধন, হা হৃদয়াধীশ্বর, আপনার অদর্শনে হতপ্রায়া এই দাসীগণকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥৫৬॥

হে গোপীনাথ, হে মুকুন্দ, হে মাধব, হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে অরবিন্দ-লোচন, হে শ্রীশ, হে শ্রীধর, হে বাসুদেব, হে নরহরে, হে গোবিন্দ, হে রাম, হে অচ্যুত, আমরা আপনার গুণের সহিত এইরূপ অসংখ্যনাম-সমূহ শ্রবণ ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে অনায়াসে আপনার বিরহসিন্ধু উত্তীর্ণ হইব ॥৫৭॥

হে প্রভো, শ্রদ্ধারহিত দাম্ভিক পুরুষও অবহেলার সহিত একবারমাত্র আপনার নামসমূহ উচ্চারণ করিলে পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া আপনার পাদপদ্ম-লাভে সমর্থ হ'ন। অতএব আমরা নিরন্তর হৃদয়ে আপনার মূর্ত্তিধারণ

এবঞ্চ গোকুলপতের্মথুরাচরিত্রং
দ্বারাবতীচরিতমপ্যমৃতায়মানম্ ।
সংসারদুঃখদহনৈঃ পরিদহ্যমান-
স্তত্তাপভেষজমজস্রমহং পিবামি ॥৫৭॥

ইতি তদদ্ভুতনামগুণাবলী শ্রবণকীর্ত্তনতো বিমলাত্মনঃ ।
হৃদি পরিস্ফুরতি স্বয়মচ্যুতো মুখমিবামলদর্পণমণ্ডলে ॥৬০॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং পঞ্চমস্তবকঃ ॥

এবং প্রীতির সহিত আপনার নামসমূহের শ্রবণ ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়া আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্ত না হইব কেন ? ॥৫৮॥

আমি সংসার-দুঃখানলে সন্তপ্ত হইয়া উক্ত সন্তাপনাশক মহৌষধরূপে নিরন্তর গোকুলপতি শ্রীহরির এবম্বিধ অমৃততুল্য মথুরাচরিত এবং দ্বারাবতীচরিত পান করিতেছি ॥৫৭॥

নির্ম্মলদর্পণমধ্যে যেরূপ মুখ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহার চিত্ত ভগবান্ শ্রীহরির পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত নামগুণসমূহের শ্রবণ-কীর্ত্তনহেতু নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার চিত্তেই শ্রীহরি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥৬০॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত॥

ষষ্ঠ স্তবক।

অথ স্মরণমাহ,—

সর্ব্বত্র পরিপূর্ণস্য পরমানন্দবারিধেঃ।
রূপসঞ্চিন্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১॥

অপিচ,—

তৎপ্রাপ্তিসিদ্ধমন্ত্রাণাং স্বরূপানাং মুরদ্বিষঃ।
মনসা চিন্তনং নাম্নাং স্মরণং কেচিদূচিরে ॥২॥
তেষামেব কদাপি নেন্দ্রিয়গণোঽসন্মার্গমালম্বতে
শুদ্ধ্যত্যেব বিনৈব যোগপরমজ্ঞানাদিনান্তর্ম্মনঃ।
নশ্যত্যাত্মবিকর্ম্ম যচ্চ বিহিতং খর্ব্বা চ দুর্ব্বাসনা
যেষাং বাস্তরকারি নন্দতনয়েনানন্দসান্দ্রং মনঃ ॥৩॥

ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদ

অনন্তর স্মরণ বলিতেছেন—

সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ পরমানন্দ-বারিধি ভগবান্ বিষ্ণুর রূপচিন্তা 'স্মরণ' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥১॥

কোন কোন পণ্ডিত মনদ্বারা শ্রীহরির স্বরূপ, তদীয় প্রাপ্তি-বিষয়ে সিদ্ধমন্ত্রসমূহ এবং তদীয় নামসমূহের চিন্তনকে 'স্মরণ' বলিয়াছেন ॥২॥

শ্রীনন্দনন্দন যে মহাভাগ্যবন্ত পুরুষগণের আনন্দপূর্ণ মনকে নিজ বসতি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, পৃথিবীতে একমাত্র তাঁহাদের চিত্তই কখনও অসৎপথে ধাবমান হয়না, যোগ ও পরম জ্ঞানাদি ব্যতীতই তাঁহাদের ঐ অন্তঃকরণ বিশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, তাঁহাদেরই অনুষ্ঠিত যাবতীয় বিকর্ম্ম নাশ-প্রাপ্ত হয় এবং দুর্ব্বাসনাসমূহ খর্ব্ব হইয়া থাকে ॥৩॥

দহ্যন্তে ন কদাপি তে ভবমহাদুঃখানলৈদুঃসহৈ
স্তেষাং বা কলিকালদুষ্টভুজাগঃ কিম্বা বিধাতুং ক্ষমঃ।
আনন্দামৃতবারিধৌ নবঘনশ্যামাভিরামাকৃতৌ
বৃন্দারণ্যবিহারশালিনি হরৌ যেষাং নিমগ্নং মনঃ ॥৪॥
সংসারাম্বুনিধৌ তএব ন পুনর্মজ্জন্তি দুঃখাকরে
তেষামেব তমো নিরস্য ভগবজ্জ্ঞানেন্দুরুজ্জৃম্ভতে।
তে সত্যাব্যয়মাপিবন্তি পরমানন্দামৃতং শাশ্বতং
যে গোবিন্দপদারবিন্দমনিশং ধ্যায়ন্তি নিষ্কিঞ্চনাঃ ॥৫॥

তদ্ যথা,—

নৃত্যন্মত্তকলাপিভিঃ কলরবৈর্ভৃঙ্গাঢ্যপুষ্পাদিভিঃ
সম্ফুল্লপ্রসবৈর্লসৎকিশলয়ৈর্নানাদ্রুমৈর্মণ্ডিতে।

যাঁহাদের চিত্ত বৃন্দাবন-বিহারশালী আনন্দামৃত-বারিধি নবজলধর-শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি শ্রীহরিতে নিমগ্ন হইয়াছে, তাঁহারা কখনও দুঃসহ সংসারমহাদুঃখাগ্নিসমূহে দগ্ধ হ'ন না, এবং কলিকালরূপ দুষ্ট সর্পও তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও অপকারসাধনে সমর্থ হয় না ॥৪॥

যে সকল নিষ্কিঞ্চন পুরুষও নিরন্তর শ্রীহরিপাদপদ্ম ধ্যান করেন, একমাত্র তাঁহারাই পুনরায় এই দুঃখাকর সংসারসমুদ্রে মগ্ন হ'ন না, তাঁহাদেরই ভগবজ্জ্ঞানরূপ চন্দ্রমা হৃদয়স্থ অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করিয়া উদিত হইয়া থাকে এবং তাঁহারাই সত্য, অব্যয়, নিত্য, পরমানন্দামৃত সম্যগ্‌রূপে পান করিয়া থাকেন ॥৫॥

উক্ত ধ্যানের প্রণালী বলিতেছেন,—

প্রথমতঃ মধুররব সহকারে নৃত্যরতমত্তময়ূরসমূহকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, এবং

তদ্বৃন্দাবনকাননে প্রবিলসন্মুক্তাপ্রসূনং মহা-
বৈদূর্য্যচ্ছদমুল্লসন্মণিফলং কল্পদ্রুমং চিন্তয়েৎ ॥৬॥

তস্যাধো বিলসদ্বিতাননিকরে মাণিক্যকুড্যে মহা-
রত্নস্তম্ভশতান্বিতেঽতিরুচিরে চঞ্চৎপতাকাকুলে।
সৌবর্ণে ভবনে মহীয়সি মহামাণিক্য-সিংহাসনং
তন্মধ্যে লসদষ্টপত্রমরুণং পদ্মঞ্চ সঞ্চিন্তয়েৎ ॥৭॥

তত্রাসীনমনাকুলং নবঘনশ্যামাভিরামাকৃতিং
সংপূর্ণেন্দুমুখং ত্রিভঙ্গীললিতং প্রত্যঙ্গভূষোজ্বলম্।

প্রস্ফুটিত ভৃঙ্গাশ্রিত পুষ্পাদি, মনোরম ফলসমূহ ও মনোহর পল্লবসমূহে সুশোভিত বিবিধ তরুরাজিবিমণ্ডিত বৃন্দাবনকানন মধ্যে সুচারুমুক্তাময় কুসুমরাশি, মহামরকতমণিময়পত্রসমূহ এবং সুরম্যমণিময় ফলরাশিদ্বারা শোভমান কল্পতরুর ধ্যান করিবে ॥৬॥

উক্ত কল্পবৃক্ষের অধোদেশে সুরম্যচন্দ্রাতপাচ্ছাদিত, মাণিক্যময়-ভিত্তিযুক্ত, মহারত্নময়-শত-স্তম্ভ-সমৃদ্ধ, চঞ্চলপতাকা-মালাসঙ্কুল, অতিমনো-রম উত্তম সুবর্ণময় ভবনমধ্যে মহামাণিক্যরচিত সিংহাসন এবং তন্মধ্যে অষ্টদলসমন্বিত অরুণবর্ণ পদ্মের ধ্যান করিবে ॥৭॥

অনন্তর তন্মধ্যে অবস্থিত সকলসুখৈকনিলয় জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। তিনি নবজলদশ্যাম বিগ্রহ, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডলশালী শান্তভাবযুক্ত, ত্রিভঙ্গীমনোরম, সর্ব্বাঙ্গ ভূষণরাশি দ্বারা সমুজ্জ্বল এবং

কালিন্দীবিকচারবিন্দবিপিনোদঞ্চৎপরাগারুণৈ-
র্ধুন্বানৈর্বসনানি গোপসুদৃশাং মন্দানিলৈঃ সেবিতম্ ॥৮॥
সুস্নিগ্ধাভিনবপ্রবালসুভগং রাজন্নখেন্দুচ্ছটা
রজ্যন্মঞ্জুলভঙ্গুরাঙ্গুলিগণং শিঞ্জানমঞ্জীরকম্ ।
অম্ভোজন্মযবধ্বজাঙ্কুশমুখৈঃ সংলক্ষিতং লক্ষণৈ-
র্ব্যাকোষারুণপঙ্কজোদরনিভং বিভ্রাণমঙ্ঘ্রিদ্বয়ম্ ॥৯॥
পীনোদারসুবৃত্তজানুযুগলং রম্ভানিভোরুদ্বয়ং
কাঞ্চীদামলসন্নিতম্বজঘনং কৌশেয়পীতাম্বরম্ ।
লীলাবক্রিমরামদৃশ্যবলিমন্মধ্যং সুনাভিহ্রদ-
ব্যাকোষাব্জনিবিষ্টলোম
লতিকারোলম্বজালাঞ্চিতম্ ॥১০॥

যমুনার বিকসিত পদ্মবনোত্থিত পরাগসমূহে অরুণবর্ণ ও গোপ-ললনাগণের বসন-সঞ্চালনকারী মন্দবায়ুদ্বারা সেবিত হইতেছেন ॥৮॥

তাঁহার বিকসিত রক্তপদ্মগর্ভসদৃশ মনোরম চরণযুগল সুস্নিগ্ধ নব পল্লবসুন্দর, বিরাজমাননখচন্দ্রকিরণরঞ্জিত মনোরম ভঙ্গুর অঙ্গুলিসমূহে সুশোভিত শব্দায়মান নূপুরযুক্ত, এবং পদ্ম, যব, ধ্বজ, অঙ্কুশ প্রভৃতি সুলক্ষণ সমূহে চিহ্নিত রহিয়াছে ॥৯॥

তাঁহার জানুদ্বয় স্থূল, মনোরম ও সুবৃত্তাকার, ঊরুযুগল রম্ভাতরুসদৃশ, নিতম্ব ও জঘনদেশ চন্দ্রহারশোভিত, পরিধানে পীতকৌষেয়বসন, মধ্যদেশ লীলাসহকারে বক্রিমভাবাপন্ন-সুদৃশ্যত্রিবলিযুক্ত এবং নাভি-সরোবরস্থিত বিকসিত পদ্মপুষ্প রোমাবলীরূপ ভ্রমর পঙ্‌ক্তিদ্বারা বিভূষিত রহিয়াছে ॥১০॥

ভদ্রশ্রীঘুসৃণাঙ্গরাগমসৃণে বক্ষঃস্থলে ব্যোমনি
ভ্রাজৎকৌস্তুভভানুমন্তমুদয়ন্ মুক্তাবলীতারকম্ ।
আরজ্যন্নখমঞ্জরীপরিলসৎপাণিপ্রবালোজ্জ্বলে
বিভ্রাণং মণিকঙ্কণাঙ্গদধরে আপীনদোর্ব্বল্লিকে ॥১১॥

কণ্ঠাশ্লেষপরাং হৃদি স্থিতবতীং ভক্ত্যা পদালম্বিনীং
দিব্যামোদবহাং স্ফুরন্মধুভরভ্রাম্যদ্দ্বিরেফাবলিম্ ।
নীপাম্ভোজনবপ্রবালতুলসীমন্দারসন্তানকৈ-
শ্চিত্রাঙ্গীং বনমালিকাং প্রিয়তমামঙ্গে দধানং সদা ॥১২॥

শশ্বৎপূর্ণমুখেন্দুসেবনমিলন্নক্ষত্রমালোজ্জ্বলে
কণ্ঠে কম্বুবিড়ম্বকে পরিলুঠদগ্রৈবেয়গুঞ্জাবলিম্ ।

তাঁহার চন্দনকুঙ্কুমলিপ্ত মসৃণ হৃদয়গগনে মুক্তাবলীরূপ তারকারাজি ও কৌস্তুভরূপ সূর্য্য সমুদিত রহিয়াছে এবং রক্তিমনখমঞ্জরীশোভিত পাণি-পল্লবসমুজ্জ্বল, স্থূলবাহুলতাদ্বয় মণিময় কঙ্কণ ও অঙ্গদভূষণদ্বারা শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে ॥১১॥

তিনি সর্ব্বদা নিজশরীরে দিব্যসৌরভশালিনী প্রিয়তমা বনমালা ধারণ করিতেছেন; উক্ত বনমালা কদম্ব, কমল, নবপ্রবাল, তুলসী এবং মন্দারকুসুমে বিচিত্রাঙ্গী হইয়া তাঁহার কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক হৃদয়ে অবস্থিতা হইয়াও ভক্তিহেতু পাদদেশপর্য্যন্ত লম্বমানা রহিয়াছে এবং ভ্রমরসমূহ মধুপান কামনায় তাহাতে বিচরণ করিতেছে ॥১২॥

তাঁহার কম্বুবিনিন্দিকণ্ঠদেশে গ্রীবাভূষণ গুঞ্জামালাসমূহ বর্ত্তমান থাকায় মনে হয়, তদীয় পূর্ণমুখচন্দ্রের নিরন্তর সেবাভিলাষে যেন নক্ষত্রগণ

আতাম্রাধরসঞ্চরৎস্মিতসুধানিস্যন্দনচ্ছদ্মনা
স্বানন্দৌঘমিবোদ্বমন্তমনিশং কোটীন্দুকান্তাননম্ ॥১৩॥
চঞ্চৎকাঞ্চনরত্নকুণ্ডলরুচিভ্রাজৎকপোলস্থলং
স্মেরাম্ভোজবিশালসাচিবলিতভ্রূভঙ্গিমৎপ্রেক্ষণম্ ।
চারুপ্রোন্নতনাসিকাগ্রবিলসদ্ভ্রাজিষ্ণুমুক্তাফলং
কস্তূরীতিলকং দধানমলিকে গোরোচনাগর্ভিতম্ ॥১৪॥
ভাস্বদ্রত্নকিরীটশোভিশিরসং ভালান্তলোলালকং
সুস্নিগ্ধাঞ্জননীলকুঞ্চিতকচং বর্হাবচূড়োজ্জ্বলম্ ।
কিঞ্চিদ্বক্রিমকন্ধরং সরভসং লোলাঙ্গুলীপল্লবৈ-
র্বামাংশেঽধরসীধুভির্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা ॥১৫॥

তথায় সম্মিলিত হইয়াছে এবং তদীয় কোটিচন্দ্রসমুজ্জ্বল মুখমণ্ডলস্থ ঈষত্তাম্রবর্ণ অধরে সঞ্চরণশীল হাস্যসুধাসন্দর্শনে মনে হয়, তিনি যেন ঐ হাস্যসুধাবর্ষণচ্ছলে নিরন্তর নিজ হৃদয়স্থ আনন্দরাশি উদ্গিরণ করিতেছেন ॥১৩॥

তাঁহার গণ্ডযুগল সুবর্ণরত্নময় চঞ্চল কুণ্ডলপ্রভায় দেদীপ্যমান, নয়নযুগল বিকসিত কমলতুল্য বিস্তৃত ও বঙ্কিমভ্রূভঙ্গীযুক্ত, সুচারু সমুন্নত নাসিকাগ্রে দীপ্তিশালী মুক্তাফল বিরাজমান এবং ললাটে কস্তূরীদ্বারা কল্পিত ও মধ্যভাগে গোরোচনাচিহ্নযুক্ত তিলক বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥১৪॥

তিনি শিরোদেশে প্রদীপ্তরত্নকিরীট, ললাটপ্রান্তে চঞ্চল অলকরাশি, মস্তকে সুস্নিগ্ধ অঞ্জননীল কুঞ্চিত কেশরাজি, চূড়ায় সমুজ্জ্বল শিখিপুচ্ছ এবং ঈষদ্বক্রিমস্কন্ধধারণপূর্ব্বক সানন্দে বংশীরন্ধ্রসমূহে চঞ্চলাঙ্গুলীপল্লব সঞ্চালন সহকারে তাঁহাকে বামভাগে অধরমধুদ্বারা পূর্ণ করিতেছেন ॥১৫॥

উন্মীলন্নবযৌবনং সমুদয়ন্নানাকলাকৌশলং
সৌন্দর্য্যেণ বিনির্জিতস্মরতনুং লাবণ্যলীলাগৃহম্।
আনন্দৈকনিধিং বিলাসজলধিং বৈদগ্ধ্যবারাংনিধিং
কারুণ্যৈকনিকেতনং ত্রিজগতামাপ্যায়নৈকপ্রভুম্ ॥১৬॥

তদ্বক্ত্রেন্দুবিনিঃসরন্মুরলিকানাদামৃতাস্বাদনা
ন্মাদ্যচ্চিত্তচকোরকৈঃ স্মিতমুখাম্ভোজৈরপাঙ্গেক্ষিতৈঃ।
নানারত্নবিভূষিতৈঃ পৃথুকটেশ্চঞ্চদ্বিচিত্রাম্বরৈ-
র্নানোপায়নপাণিভির্ব্রজবধূবৃন্দৈঃ সদা সেবিতম্ ॥১৭॥

তাসাং চঞ্চলনীলনেত্রমধুপালীভির্বিলীঢ়ানন-
ম্ভোজং তন্মধুরাধরামৃতরসাস্বাদপ্রমোদাদৃতম্।

তিনি উদীয়মান নবযৌবনশালী, প্রকাশমান বিবিধ কলা-বিদ্যায় নিপুণ, সৌন্দর্য্যবলে কন্দর্প-পরাভবকারী, লাবণ্যসমূহের বিলাসমন্দির, আনন্দৈকনিধি, বিলাস-সমুদ্র, রসিকতা-সাগর, কারুণ্যের একমাত্র আশ্রয় এবং ত্রিজগতের সন্তোষবিধানে অদ্বিতীয় প্রভুরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ॥১৬॥

তদীয় মুখচন্দ্রবিনির্গত বংশীনাদামৃত-আস্বাদনহেতু মত্তচিত্তচকোরযুক্ত, সহাস-বদন-কমলশালী, নানারত্নবিভূষিত, ব্রজবধূগণ স্থূলকটি হইতে স্খলিত বিচিত্রবসনে ভূষিত হইয়া বিবিধ উপহার হস্তে কটাক্ষনিরীক্ষণ সহকারে সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেছেন ॥১৭॥

গোপাঙ্গনাগণের চঞ্চল সুনীল নয়নভৃঙ্গগণ সর্ব্বদা তাঁহার বদনকমল মধু উপভোগ করিতেছে এবং তিনিও সর্ব্বদা তাঁহাদের সুমধুর

বীণাবেণুবিনোদিভিঃ সমবয়োলাবণ্যভূষাগুণ-
ব্যাহারাকৃতিভিঃ সখিত্বকৃতি ভির্গোপালকৈশ্চাবৃতম্॥১৮

তদ্বেণুধ্বনিদত্তকর্ণযুগলৈর্দন্তাগ্রদষ্টোল্লস-
দ্ভুক্তাভুক্ততৃণাঙ্কুরাঞ্চিতমুখৈস্তস্যাননপ্রেক্ষিভিঃ
স্বৈস্ত্বৈর্বৎসকুলাবলীঢ়পৃথুলোধোভারমন্দাগতৈ-
র্ধেনূনাং পরিতো মহোক্ষসহিতৈর্বৃন্দৈশ্চ
সংবেষ্টিতম্ ॥১৯॥

তদ্বাহ্যে কমলাসনাদিবিবুধৈরগ্রে নমদ্ভিঃ স্তুতং
যোগীন্দ্রৈঃ সনকাদিভিশ্চ নিভৃতৈর্মোক্ষার্থিভিঃ পৃষ্ঠতঃ ॥

অধরামৃতরসাস্বাদনজনিত আনন্দে অনুরাগযুক্ত হইয়া সমান বয়স, লাবণ্য, ভূষণ, গুণ, বচন ও আকৃতিযুক্ত, বীণাবেণুবিলাসরত, সখ্যভাবাপন্ন গোপালবালকগণে পরিবৃত রহিয়াছেন ॥১৮॥

মহাষণ্ডগণের সহিত বর্ত্তমান শুভ্র ধেনুগণ তদীয় বংশীধ্বনির প্রতি কর্ণযুগল নিবিষ্ট করিয়া তাঁহারই মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নিজ নিজ মুখমধ্যে দন্তাগ্রদষ্ট ভুক্ত ও অভুক্ত তৃণাঙ্কুররাশি ধারণ সহকারে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং বৎসগণ কর্ত্তৃক আস্বাদিত স্থূল ওধোভারে তাহাদের গতি ধীররূপে পরিলক্ষিত হইতেছে ॥১৯॥

উক্ত ধেনুগণের বহির্ভাগে ভগবানের সম্মুখ-দেশে পদ্মাসন প্রমুখ প্রণত দেবগণ, পশ্চাদ্‌ভাগে মোক্ষাভিলাষী সনক প্রভৃতি বিনীত

আম্নায়ধ্বনিকারিভির্মুনিগণৈর্ধর্ম্মার্থিভির্দক্ষিণে
বামে নর্ত্তনবাদ্যগীতবলিতৈর্গন্ধর্ববিদ্যাধরৈঃ ॥২০॥
তৎপাদাম্বুজভক্তিলালসবতা পিঙ্গং জটাসঞ্চয়ং
বিভ্রাণেন সুধাংশুগৌরবপুষা রোমাঞ্চিতেনোচ্চকৈঃ।
আকাশে পুরতো হি দেবমুনিনা ধাতুঃ সুতেনাদরা
দানন্দাদুপবীণিতং সুখভুবং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনম্ ॥২১॥

অন্যচ্চ,—

ঘনশ্যামং রক্তোৎপলদলবিশালেক্ষণযুগং
সমাহূতং মাত্রা কটিতটসমালম্বিরসনম্।
করাভ্যাং জানুভ্যামভিমুখমটন্তং ব্রজগৃহে
স্মরামি স্মেরাস্যং মধুমথনমল্পোদিতরদম্ ॥২২॥

যোগীন্দ্রগণ দক্ষিণদেশে বেদোচ্চারণরত ধর্ম্মার্থী মুনিগণ এবং বামভাগে নৃত্যগীতবাদ্যযুক্ত গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন ॥২০॥

তাঁহার সম্মুখে আকাশ-মধ্যে তদীয় পাদপদ্মভক্তিলালসাযুক্ত, পিঙ্গল-জটাভারশালী, শশাঙ্কশুভ্রবিগ্রহ, অতিশয় পুলকান্বিত ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষি নারদ বীণাবাদ্য দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিতেছেন (ঈদৃশ আনন্দাকর জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে) ॥২১॥

আরও বলিতেছেন,—

যাঁহার দেহকান্তি নবজলধরশ্যামল, নয়ন-যুগল রক্তোৎপলদলসদৃশ বিস্তৃত, কটিতটে কাঞ্চী বিলম্বমান এবং যিনি ব্রজগৃহে জননী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া করযুগল ও জানুযুগল অবলম্বন পূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবিত হইতেছেন, সেই ঈষদ্দন্তোদ্গমশালী সহাসবদন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছি। ২২॥

স্ফুরন্নীলাম্ভোজদ্যুতিমরুণপাথোজনয়নং
চলদ্বর্হাপীড়ং করকলিতহৈয়ঙ্গবলবম্ ।
ক্বণৎকাঞ্চীপাদাঙ্গদমনুগবৎসৈঃ পরিবৃতং
স্মরামি স্মেরাস্যং মধুমথনমারব্ধনটনম্ ॥২৩॥
লীলালাস্যকলামদালসগতং গণ্ডস্ফুরৎকুণ্ডলং
গোবৃন্দানুপদানুগং সহনটদ্গোপালবালৈর্বৃতম্ ।
কুক্ষৌ পীতধটিং করে চ লগুড়ীং বেণুং প্রতোদং করে
ধেনুচ্ছন্দনদামবদ্ধচিকুরং গোপালমালোকয়ে ॥২৪॥
অগ্রে গাবস্তদনুচলিতাস্তুল্যবেশাঃ কিশোরাঃ
মধ্যে মত্তদ্বিরদগমনৌ লীলয়ান্দোলিতাঙ্গৌ ।

যিনি বিকসিত-নীলকমলতুল্য-দেহকান্তি, রক্তকমলসদৃশ-নয়নযুগল, চঞ্চল শিখিপুচ্ছময় শিরোভূষণ, করগৃহীত নবনীতখণ্ড, কটিদেশে শব্দায়মান চন্দ্রহার ও পাদযুগলে নূপুর দ্বারা শোভিত হইয়া অনুচর গোপাল এবং ধেনুবৎসগণকর্ত্তৃক পরিবৃত রহিয়াছেন আমি সেই নৃত্যরত সহাস্যবদন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছি ॥২৩॥

যিনি লীলাকৃত নৃত্যবিদ্যাজনিত মদভরে অলসগতিযুক্ত, গণ্ডযুগলে দেদীপ্যমান কুণ্ডলশোভিত, গোসমূহের অনুগত এবং সহ-নৃত্যশীল গোপালবালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ধেনুগণের পাদবন্ধনরজ্জু দ্বারা কেশপাশবন্ধনপূর্ব্বক কটীদেশে পীতবসন ও হস্তযুগলে লগুড়, বেণু ও বেত্রধারণ করিতেছেন আমি সেই গোপালকে অবলোকন করিতেছি ॥২৪॥

অগ্রে ধেনুগণ ও তৎপশ্চাৎ তুল্যবেশধারী গোপকিশোরগণ গমন করিতেছেন এবং তন্মধ্যে বর্ত্তমান মত্তমাতঙ্গগতিবিশিষ্ট লীলায় আন্দোলিত-

পিচ্ছাপাড়ৌ ধৃতমুরলিকাশৃঙ্গবেত্রৌ স্মিতাস্যৌ
গোষ্ঠক্রীড়ারভসচপলৌ রামকৃষ্ণৌ স্মরামি ॥২৫॥

ঘনস্নিগ্ধশ্যামং তদধরপুটাসক্তমুরলী-
রবোৎকর্ণৈর্বৎসৈর্মুখগলিতদুগ্ধৈঃ পরিবৃতম্ ।
ক্বচিৎক্রীড়াসক্তং সমগুণবয়োবেশললিতৈঃ
কিশোরৈর্গোপালং বিধৃতবনমালং স্মর সখে ॥২৬॥

লীলাচালিতপাদপদ্মমুদয়দ্ভঙ্গীত্রিভঙ্গীযুতং
নৃত্যন্তং করতালতাণ্ডবজুষাং মধ্যে কুরঙ্গীদৃশাম্ ।
স্মেরাস্যং চলকুণ্ডলং মুরলিকাপাত্রৈকহস্তাম্বুজং
রাধায়াঃ করপল্লবাঞ্চিতকরং ধ্যায়েদ্ ঘনশ্যামলম্ ॥২৭॥

বিগ্রহ, শিখিপুচ্ছচূড়াধারী, মুরলীশৃঙ্গবেত্রহস্ত, গোষ্ঠক্রীড়াবেগচঞ্চল, সহাস্যবদন রামকৃষ্ণকে ধ্যান করিতেছি ॥২৫॥

যিনি জলদতুল্যস্নিগ্ধশ্যামলবিগ্রহ এবং (যিনি) স্বীয় অধরসংলগ্ন-মুরলীরব-শ্রবণার্থ উৎকণ্ঠিত ও মুখে বিগলিতদুগ্ধধারাযুক্ত গোবৎসগণ পরিবৃত হইয়া কখনও কখনও তুল্যবয়োগুণবেশশালী কিশোরগণের সহিত ক্রীড়ারত রহিয়াছেন, হে সখে, সেই বনমালাধারী গোপালকে স্মরণ কর ॥২৬॥

যাঁহার লীলাসঞ্চালিত পাদপদ্মযুক্ত, ত্রিভঙ্গবঙ্কিমভাবাপন্ন, সহাসবদন-শালী, চঞ্চলকুণ্ডলান্বিত, একহস্তে মুরলী এবং অপর হস্তে শ্রীরাধিকার হস্তসংযুক্ত শ্রীবিগ্রহ করতাল সহকারে নৃত্যশীল গোপিকাগণের মধ্যে নৃত্যরত, সেই নবজলদশ্যামল শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে ॥২৭॥

গোপ্যংসে নিহিতৈকবাহুমপরেণাম্ভোজমাবিভ্রতং
চঞ্চচ্চন্দ্রকচূড়মায়তদৃশং মত্তেভলীলাগতম্ ।
ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গকুলানুকূজিতগলদ্ব্যালোলনীপস্রজং
চেতঃ শ্যামসুধারসং কমপি মে পাতুং বলাদিচ্ছতি ॥২৮॥

গোপীনাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতহৃদং নেত্রাঞ্জনাক্তাধরং
তাম্বুলারুণগণ্ডদেশমলিকে সিন্দূররেণূজ্জ্বলম্ ।
প্রাতঃ কুঞ্জকুটীরতস্ত্বরিতমাগচ্ছন্তমাত্মালয়ং
গোপীনামুপহাসলজ্জিতমুখং ধ্যায়েদ্ যশোদাসুতম্ ॥২৯॥

পীনোদারচতুর্ভুজং ধৃতগদাশঙ্খারিপঙ্কেরুহং
কাঞ্চীকুণ্ডলহারকঙ্কণধরং সম্বীতপীতাম্বরম্ ।

যাঁহার একহস্ত গোপীবাহুমূলে সমর্পিত, অপরহস্তে লীলাপদ্ম সুশোভিত, চূড়ায় চঞ্চল শিখিপুচ্ছ, লোচনযুগল সুবিস্তৃত, গমন মত্তমাতঙ্গ-গতিসদৃশ এবং গলদেশে চঞ্চলভ্রমরকুলের কূজনযুক্ত স্খলিত প্রায় বিক্ষিপ্ত-কদম্বপুষ্পমাল্য বিরাজমান রহিয়াছে, মদীয় চিত্ত তাদৃশ কোন শ্যাম-সুধারস বলপূর্ব্বক পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥২৮॥

যিনি হৃদয়ে গোপীগণের কুচকুঙ্কুম, অধরদেশে নেত্রাঞ্জন, গণ্ডদেশে তাম্বুলরাগ এবং ললাটে সিন্দুররেণু দ্বারা অঙ্কিত হইয়া প্রাতঃকালে গোপী-গণের উপহাসহেতু লজ্জিতমুখে কুঞ্জকুটীর হইতে ত্বরিতগতিতে নিজ-গৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন, সেই যশোদানন্দনকে ধ্যান করিবে ॥২৯॥

যিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী স্থূল মনোরম বাহুচতুষ্টয়, চন্দ্রহার, কুণ্ডল, হার, কঙ্কণ, পীতবসন, শ্রীবৎস, পার্ষদগণ এবং শ্রী-কীর্ত্তি প্রভৃতি

শ্রীবৎসাঙ্কিতমিন্দ্রনীলসুভগং সংসেবিতং পার্ষদৈঃ
শ্রীকীর্ত্ত্যাদিবিভূতিভিঃ পরিবৃতং
শ্রীবাসুদেবং স্মরেৎ ॥৩০॥

সান্দ্রানন্দমুদারপীবরভুজাসংসক্তকোদণ্ডকং
মঞ্জীরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং দূর্ব্বাদলশ্যামলম্ ।
ধ্যায়েল্লক্ষ্মণসেবিতং হনুমতা সংসেব্যমানং সদা
সীতাদীর্ঘদৃগঞ্চলাঞ্চিতমুখং রামাভিধানং মহঃ ॥৩১॥

এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু বসন্তং সর্ব্বতঃ সমম্ ।
আত্মন্যর্পিতমাত্মানং বাসুদেবং স্মরেদ্বুধঃ ॥৩২॥

ইত্যাত্মানমহর্নিশং ভগবতো রূপামৃতে মজ্জয়ং-
স্তত্তৎকর্ম্মগুণানুরূপমথবা নামামৃতং সম্পিবন্ ।

বিভূতিগণে সুশোভিত রহিয়াছেন, সেই মরকতশ্যামলতনু শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবে ॥৩০॥

যিনি মনোরম স্থূলভুজসংলগ্ন ধনুঃ এবং যথাস্থানে নূপুর, অঙ্গদ, হার কুণ্ডলপ্রভৃতি ধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও হনুমৎকর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন এবং সীতাদেবী আয়তলোচনপ্রান্ত দ্বারা যাঁহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যামল পরমানন্দবিগ্রহ 'শ্রীরাম'সংজ্ঞক জ্যোতির্ম্ময় বস্তুকে ধ্যান করিবে ॥৩১॥

এইরূপে প্রাজ্ঞপুরুষ সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজমান স্বহৃদয়স্থিত পরমাত্মা বাসুদেবের ধ্যান করিবেন ॥৩২॥

এইরূপে নিরন্তর চিত্তকে ভগবান্ শ্রীহরির রূপামৃতে নিমজ্জিত

নিত্যোন্মীলদমন্দসান্দ্রপরমানন্দামৃতাপ্যায়িতো
জন্তুর্নৈব দুরন্তদুঃখদহনৈর্দহ্যেত বাহ্যান্তরৈঃ ॥৩৩॥

ইত্থং হরিস্মৃতিনিরস্তসমস্ততাপা-
স্তদ্ভাবভাবিতধিয়ঃ স্ববশেন্দ্রিয়ৌঘাঃ ।
শ্রদ্ধান্বিতাঃ পরমসম্মদমত্তচিত্তাঃ
শ্রীকৃষ্ণপাদভজনেঽধিকৃতা ভবন্তি ॥৩৪॥
ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং ষষ্ঠস্তবকঃ ।

করিয়া অথবা তদীয় বিবিধলীলাগুণানুযায়ী নামামৃত পান করিয়া জীব নিত্যপ্রকাশমান পরম ঘনানন্দামৃতে পরিতৃপ্ত হইলে পুনরায় বাহ্য এবং আভ্যন্তর দুরন্ত দুঃখানলে দগ্ধ হইতে হয়না ॥৩৩॥

এইরূপে নিরন্তর শ্রীহরির স্মরণনিবন্ধন পুরুষগণ সর্ব্বসন্তাপবর্জ্জিত, তদ্‌ভাবাক্রান্তচিত্ত, ইন্দ্রিয়জয়শালী, শ্রদ্ধাযুক্ত এবং পরমানন্দমত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদভজনে অধিকারী হইয়া থাকেন ॥৩৪॥

ইতি—হরিভক্তিকল্পলতিকার ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তম স্তবক।

অথ পাদসেবনমাহ,—

তৎকর্ম্মাবিষ্টচেতোভিরুপচারৈর্নৃপোচিতৈঃ
পরিচর্য্যা মুরারাতেঃ পাদসেবনমুচ্যতে ॥১॥

সংসেবতে য ইহ কৃষ্ণপদারবিন্দং
নিত্যং তদর্পিতমনাশ্চিরমপ্রমত্তঃ।
অন্ধীকৃতাখিলমপোহ্য তমঃসমুদ্রং
শ্রেয়ঃ পরং স লভতে মুনিভির্দুরাপম্ ॥২॥

তেষামেব মনঃ পুনর্ন লভতে সঙ্গং ভবাম্ভোনিধৌ
তাপাস্তান্ন পরাভবন্তি সহসা ক্লেশা জিতাঃ পঞ্চ তৈঃ।

সপ্তম স্তবকের অনুবাদ।

অনন্তর পাদসেবন বর্ণন করিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিকর্ম্মসমূহে আসক্তচিত্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক রাজযোগ্য উপচার সমূহের দ্বারা অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা 'পাদসেবন' নামে কথিত হইয়া থাকে ॥১॥

যিনি তদ্গতচিত্ত হইয়া সাবধানে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা করেন, তিনি নিখিললোকের অন্ধতাজনক তমঃসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মুনিজনদুর্লভ পরমমঙ্গল লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥২॥

যাঁহারা তদ্গতচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবা করেন, তাঁহাদের

তেষামুন্মিষতি স্বয়ং ভগবতস্তত্ত্বাববোধো হরে
র্যে গোবিন্দপদারবিন্দভজনং তন্মানসাঃ কুর্ব্বতে ॥৩॥
স্থৈর্য্যগাম্ভীর্য্যযুক্তেন সদা সর্ব্বসহিষ্ণুনা ।
মুক্তদেহাভিমানেন সেব্যং কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ॥৪॥

তদেব কীদৃশমিত্যাহ,—

নিজানুভবসাক্ষিণীমুপলদারুধাত্বাদিভি-
র্যথেষ্টমুপকল্পিতাং সমবলম্ব্য মূর্ত্তিং হরেঃ ।
স এব ভগবানসাবিতি নিরস্তভেদভ্রমা
ভজন্তি ভগবৎপদং ভববিরিঞ্চিসঞ্চিন্তিতম্ ॥৫॥

চিত্ত পুনরায় সংসারসমুদ্রে মগ্ন হয় না, ত্রিবিধ সন্তাপসমূহ তাঁহাদিগকে পরাভূত করিতে পারেনা, তাঁহাদিগের দ্বারাই সহসা পঞ্চবিধ ক্লেশ বিজিত হইয়া থাকে এবং তাঁহাদেরই চিত্তে ভগবদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥৩॥

যিনি নিরন্তর স্থৈর্য্যগাম্ভীর্য্যযুক্ত সর্ব্বসহিষ্ণু এবং দেহাভিমানরহিত তাদৃশ পুরুষকর্ত্তৃকই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেব্য হইয়া থাকে ॥৪॥

সেবার প্রণালী কি প্রকার তাহাই বলিতেছেন,—

ভক্তগণ প্রস্তর দারু বা ধাতু প্রভৃতি দ্বারা বিরচিতা নিজানুভব-প্রত্যক্ষকারিণী ইষ্টানুযায়িনী উপকল্পিতা ভগবন্মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক 'ইনিই সাক্ষাদ্ ভগবান্' এইরূপ অভেদবুদ্ধিসহকারে ব্রহ্মশঙ্করধ্যেয় ভগবৎ পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন ॥৫॥

বিচিত্রভবনোদরে ললিতদিব্যসিংহাসনে
সুখোষিতমহর্নিশং নবনবোপচারাদিভিঃ ।
নৃপোচিতবিধানতো বিরহিতান্যপত্যং মুদা
ভজন্তি ভগবৎপদং ভববিরিঞ্চিসঞ্চিন্তিতম্ ॥৬॥
বিবোধপটুগীতকৈরুষসি মন্দমন্দোদিতৈ-
র্বিবোধ্য সুখনিদ্রিতং ললিতগীতবাদ্যাদিভিঃ ।
যথোক্তসময়োচিতৈরনুভবান্বিতৈঃ কর্ম্মভি-
র্ভজন্তি ভগবৎপদং ভববিরিঞ্চিসঞ্চিন্তিতম্ ॥৭॥
নানারত্নাভরণবসনৈর্দিব্যগন্ধাঙ্গরাগৈ-
রাকল্পানাং রচনবিধিনা ধূপদীপৈশ্চ রম্যৈঃ ।
কালপ্রাপ্তৈর্নিয়তবিধিভির্দ্রব্যজাতৈশ্চ দিব্যৈঃ
সংসেবন্তে বিমলমতয়ঃ পাদপদ্মং মুরারেঃ ॥৮॥

তাঁহারা বিচিত্র-মন্দির-মধ্যে সুরম্য-দিব্য-সিংহাসনে সুখে অবস্থিত অদ্বিতীয়াধিপত্যযুক্ত, ব্রহ্মশঙ্করধ্যেয় ভগবৎপাদপদ্মযুগলকে নিরন্তর রাজোচিতবিধানে নবনব উপচারাদিদ্বারা সানন্দে সেবা করিয়া থাকেন॥৬॥

তাঁহারা প্রত্যূষে প্রবোধনের উপযুক্ত মন্দ মন্দ উচ্চারিত স্তুতিবাক্য সমূহ এবং ললিতগীতবাদ্যাদিদ্বারা সুখনিদ্রিত শ্রীহরিকে জাগরিত করিয়া যথোক্তসময়োচিত প্রভাবযুক্ত কৃত্যসমূহদ্বারা ব্রহ্মশঙ্করধ্যেয় ভগবৎপাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন ॥৭॥

বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষগণ নানাবিধ রত্নময় অলঙ্কার, বসন, দিব্যগন্ধ, অঙ্গরাগ, বেশরচনাবিধি, রম্য ধূপ-দীপ, কালোচিত অন্যান্য নিয়মবিধি এবং দিব্যবস্তুসমূহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবা করিয়া থাকেন ॥৮॥

গৃহাদিপরিমার্জ্জনস্নপনপাদশৌচাসন-
স্রগম্বরবিভূষণৈঃ সুমধুরান্নপানার্হণৈঃ
তথা শয়নবীজনৈর্নটনগীতবাদ্যাদিভি-
র্ভজন্তি ভগবৎপদং ভববিরিঞ্চিসঞ্চিন্তিতম্ ॥৯॥
আরামচিত্রভবনৈর্গৃহদীর্ঘিকাভিঃ
পর্য্যঙ্কযানসবিতানসিতাতপত্রৈঃ।
আত্মানুরূপবিভবাচরিতোপচারৈঃ
শশ্বদ্ভজন্তি ভগবন্তমনন্যচিত্তাঃ ॥১০॥
যাত্রামহোৎসববিধির্বিবিধোঽনুমাসং
পর্ব্বানুমোদরভসং প্রতিবাসরঞ্চ।
সঙ্কীর্ত্তনোৎসববিধানমনুক্ষণঞ্চ
প্রীত্যৈ হরেরনুদিনং ক্রিয়তে চ দাসৈঃ ॥১১॥

তাঁহারা শ্রীহরির মন্দিরাদি পরিমার্জ্জন, অভিষেক, পাদপ্রক্ষালন, আসন, মাল্য, বসন, অলঙ্কার, সুমধুর অন্নপানীয়, পূজন, শয়ন, বীজন, নৃত্য, গীত এবং বাদ্যাদিদ্বারা ব্রহ্মশঙ্করধ্যেয় ভগবৎপাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন ॥৯॥

তাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া উপবন, বিচিত্রভবন, গৃহদীর্ঘিকা, পর্য্যঙ্ক, যান, চন্দ্রাতপ, শ্বেতচ্ছত্র প্রভৃতি নিজবিভবানুসারে বিরচিত উপচার সমূহদ্বারা নিরন্তর ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন ॥১০॥

ভক্তগণ শ্রীহরির প্রীতির জন্য প্রতিমাসে বিবিধ যাত্রা মহোৎসব বিধি, প্রতিপর্ব্বদিবসে আনন্দোৎসব এবং প্রতিদিন প্রতিক্ষণে সঙ্কীর্ত্তনোৎসবের বিধান করিয়া থাকেন ॥১১॥

গ্রীষ্মে পয়োবিহরণানিলসেবনাদ্যৈঃ
শ্রীখণ্ডলেপবহুবীজনরত্নমাল্যৈঃ।
সুস্নিগ্ধভোজনহিমাংশুকরাভিমর্শৈঃ
সেবাং হরের্বিদধতে বিভবানুরূপম্ ॥১২॥
বর্ষাসু গূঢ়তরহর্ম্ম্যতলাধিবাস-
মন্দোষ্ণনির্ম্মলজলস্নপনক্রিয়াভিঃ।
সংযাবসূপগুড়পূপযুতোপহারৈঃ
সেবাং হরের্বিদধতে বিভবানুরূপম্ ॥১৩॥
গ্রীষ্মর্ত্তুবচ্ছরদি চৈব হিমে তু বহ্নি-
বালার্কসেবনসতূলপটীনবান্নৈঃ।
তপ্তোদকস্নপনধূপবিশেষবস্ত্রৈঃ
সেবাং হরের্বিদধতে বিভবানুরূপম্ ॥১৪॥

তাঁহারা গ্রীষ্মকালে সলিলবিহার, বায়ুসেবন, চন্দনলেপন, প্রভূত বীজনক্রিয়া, রত্নমাল্য, সিগ্ধভোগ্যসমূহ, এবং চন্দ্রকিরণ-সংস্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা নিজ বিভবানুরূপ ভগবৎ-সেবা করিয়া থাকেন ॥১২॥

বর্ষাকালে গূঢ়তর হর্ম্ম্যমধ্যে নিবাস, ঈষদুষ্ণনির্ম্মলজলদ্বারা স্নপনক্রিয়া, সংযাব (ঘৃতপক্ক গোধূমচূর্ণ), সূপ (ব্যঞ্জন), গুড়পিষ্টকাদিযুক্ত উপহার সমূহদ্বারা যোগ্যতানুসারে শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকেন ॥১৩॥

শরৎকালে গ্রীষ্মকালের ন্যায় এবং হেমন্তকালে বহ্নি ও নবোদিত সূর্য্যকিরণ-সেবন, তূলময় বস্ত্র, নবান্ন, উষ্ণজলাভিষেক, ধূপ এবং উত্তম বস্ত্র সমূহ দ্বারা যোগ্যতানুসারে শ্রীহরিসেবা করিয়া থাকেন ॥১৪॥

এবং বিধিং শিশির এবচ মাধবে তু
পুষ্পাঢ্যকাননবিহারমধুদ্রবাদ্যৈঃ।
পুষ্পোচ্চয়াবচয়ফল্গুবিলাসমাল্যৈঃ
সেবাং হরের্বিদধতে বিভবানুরূপম্ ॥১৫॥

প্রেমানুরাগপরমাদরগৌরবাঢ্য-
সদ্ভাবভাবিতমনা ন মনাগুপেক্ষ্য।
সপ্রশ্রয়ং সরভসং যুবতীব কান্তং
শশ্বন্মুকুন্দচরণং ভজতীহ ভক্তঃ ॥১৬॥

আত্মেব পুত্র ইব মিত্রমিব প্রিয়েব
স্বামীব সদ্‌গুরুরিবাপ্ত ইবেহ দেবঃ।

শীতকালে হেমন্তকালের ন্যায় এবং বসন্তে কুসুমিতকাননমধ্যে বিহার, মধু প্রভৃতি পানীয় প্রদান, পুষ্পরাশি চয়ন, ফল্গু এবং বিলাস-মাল্য দ্বারা বিভবানুরূপ শ্রীহরিসেবা করিয়া থাকেন ॥১৫॥

যুবতী যেরূপভাবে নিরন্তর স্বামিসেবা করে, সেইরূপ ভক্তজনও প্রেম, অনুরাগ, পরমাদর, গৌরব এবং সদ্ভাবযুক্তচিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র উপেক্ষা না করিয়া বিনয় এবং ত্বরাসহকারে শ্রীহরিপাদপদ্মের সেবা করিয়া থাকেন ॥১৬॥

সুমতি পুরুষগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর প্রীতি, আদর, প্রণয়, গৌরব এবং

প্রীত্যাদরপ্রণয়গৌরবভক্তিভাবৈঃ
সংসেব্যতে সুমতিভির্ভগবানজস্রম্ ॥১৭॥

কিঞ্চ ;—

ন চলতু বিষয়াভিমত্তচিত্তো মম
পদপঙ্কজভক্তিতঃ কদাপি।
হরিরিতি করুণঃ পরীক্ষকো বা
হরতি ধনং ভজতোঽপি ভক্তবন্ধুঃ ॥১৮॥

যদ্যেবমস্তু স তথাপ্যখিলৈর্বিহীন-
স্তৎসঙ্গিসঙ্গনিরতো গতদুঃখশোকঃ।
স্বচ্ছন্দলব্ধফলপল্লবপুষ্পতোয়ৈঃ
স্বৈরং করোমি ভগবদ্ভজনং বনেঽপি ॥১৯॥

ভক্তিভাবে ভগবান্ আত্মা, পুত্র, মিত্র, প্রিয়, স্বামী, সদ্‌গুরু এবং হিতকারিজনের ন্যায় সেবিত হইয়া থাকেন ॥১৭॥

"আমার এই ভক্ত যেন কখনও বিষয়াভিমত্তচিত্ত হইয়া আমার পাদপদ্ম-ভক্তি হইতে বিচলিত না হয়"—এই অভিপ্রায়ে অথবা ভক্তগণের পরীক্ষার জন্য ভক্তবন্ধু কৃপাময় শ্রীহরি-ভজনশীল পুরুষেরও ধনসমূহ হরণ করিয়া থাকেন ॥১৮॥

যদি ভগবান্ আমার প্রতি এ'রূপও আচরণযুক্ত হ'ন, তথাপি আমি সর্ব্বস্বরহিত হইয়া ভগবদ্ভক্তসঙ্গযুক্ত হইয়া এবং দুঃখশোকরহিতভাবে বনেও স্বচ্ছন্দলব্ধ ফল, পল্লব, পুষ্প, জল প্রভৃতি দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে ভগবদ্ভজন করিব ॥১৯॥

নো সেবয়ামি ধনিনং চটুভির্বচোভিঃ
সংস্তৌমি নৈব তমহং ক্ষুধিতোঽতিদীনঃ।
দহ্যে ন চ স্বজনদুর্ব্বচনানলেন
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুপো বিপিনং প্রয়াতঃ ॥২০॥

দারাগারসুহৃৎসুতাদিভিরভিত্যক্তো বিমুক্তো ধনৈ-
স্তত্রাধো ভবনে মনোরথমপি ত্যক্ত্বাপ্তসৎসঙ্গমঃ।
শাকৈরেব বনোদ্ভবৈঃ কিমথবা ভৈক্ষেণ কুক্ষিংভরিঃ
কুত্রাপ্যায়তনে বনেঽপি ভগবৎপাদং ভজে শাশ্বতম্ ॥২১॥

নো কাঞ্চনৈর্নমণিভির্নচ গন্ধমাল্যৈ-
র্মিষ্টান্নপানরুচিরাম্বরচামরৈর্বা।
ভক্ত্যৈব কেবলমনন্যতয়া স্বভাব-
ভাবাঢ্যয়া মধুরিপুর্বশমঞ্চতীহ ॥২২॥

আমি কৃষ্ণপাদপদ্মরত ভ্রমর এবং বনবাসী হইয়া চাটুবাক্যসমূহ দ্বারা ধনিপুরুষের সেবা করিব না, অতিদীন ও ক্ষুধিত হইয়াও তাহার স্তুতি করিব না এবং স্বজনগণের দুর্ব্বাক্যরূপ অনলে দগ্ধ হইব না ॥২০॥

আমি স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব, গৃহ, ধন প্রভৃতি বিষয়বিমুক্ত এবং তদনন্তর গৃহবিষয়ক সর্ব্বমনোরথরহিত হইয়া, সৎসঙ্গলাভ করিয়া, বনজাত শাকসমূহ কিম্বা ভিক্ষালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যদ্বারা উদরপূরণশীল হইয়া বন-মধ্যেও কোন আবাসস্থানে নিরন্তর ভগবৎপাদপদ্মসেবা করিব ॥২১॥

ভগবান্ মধুসূদন ইহলোকে সুবর্ণ, মণি, গন্ধ, মাল্য, সুমিষ্ট অন্ন, পানীয়, মনোরম বসন কিম্বা চামরদ্বারা বশীভূত হ'ন না, পরন্তু অনন্যভাব-যুক্ত স্বাভাবিকী ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকেন ॥২২॥

তস্মাদ্বনেঽপি ভবনেঽপি তদিচ্ছয়াহং
পুষ্পৈঃ ফলৈরপি পয়োভিরযত্নলব্ধৈঃ।
পূর্ব্বোদিতৈর্বিবিধভোগবশৈর্বিলাসৈঃ
সংসেবয়ামি শরণং চরণং মুরারেঃ ॥২৩॥

অথ সম্পদমত্তচেতসাং স্বপরাঽভিন্নধিয়াং নিসর্গতঃ।
ভগবদ্বপুষাং করোম্যহং মহতামেব পদানুসেবনম্ ॥২৪॥

ক্রতুভির্বিবুধানুপাসতে পরলোকাশ্রয়িনোঽল্পমেধসঃ।
সুধিয়স্তু দয়ার্দ্রমানসান্ ভুবি সাক্ষাদমরেশ্বরান্ সতঃ ॥২৫॥

হরিভক্তিরসোঽস্তি নাস্তি বোভয়য়ৈবার্হতি সেবিতুং সতঃ
সতি খল্বনুসেবনং সতাং ফলমস্যাসতি মূলকারণম্ ॥২৬॥

অতএব আমি তাঁহারই ইচ্ছানুসারে গৃহে বা বনমধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিবিধভোগময় বিলাস-দ্রব্য-দ্বারা কিম্বা অযত্নসুলভ ফল, পুষ্প, জলদ্বারা মদীয় একমাত্র শরণ তদীয় চরণযুগলের সেবা করিব ॥২৩॥

অনন্তর আমি সম্পদে অমত্তচিত্ত আত্ম-পর-ভেদবুদ্ধিরহিত ভগবদ্-বিগ্রহস্বরূপ ভক্তগণেরই পদ-সেবা করিব ॥২৪॥

পৃথিবীতে অল্পবুদ্ধি জনগণই যজ্ঞসমূহদ্বারা পরলোকে অবস্থিত দেবগণের সেবা করিয়া থাকে, পরন্তু সুবুদ্ধিপুরুষগণ ইহলোকে সাক্ষাৎ অমরাধিপতিরূপে বিরাজমান দয়ার্দ্রচিত্ত সাধুগণেরই সেবা করিয়া থাকেন ॥২৫॥

মানবগণের চিত্তে হরিভক্তিরস থাকুক বা না থাকুক, তাঁহারা উভয় অবস্থায়ই সাধুগণের সেবা করিতে যোগ্য হইয়া থাকেন। উক্ত হরিভক্তিরস বর্ত্তমান থাকিলে সাধুসেবার ফলরূপে নিরন্তর সাধুসেবা

মনসঃ পরিশোধনং পরং ভবসঙ্গস্য সমূলঘাতনম্ ।
হরিভক্তিরসস্য সাধনং মহতামেব পদানুসেবনম্ ॥২৭॥

হরিভক্তিবিশেষহেতবঃ কলুষোন্মূলনধূমকেতবঃ ।
ভবসাগরপারসেতবো বিজয়ন্তে মহদঙ্ঘ্রিরেণবঃ ॥২৮॥

ইতি পরিনিয়তক্রিয়াকলাপৈশ্চরণনিষেবনশান্তশুদ্ধচিত্তাঃ ।
বিদধতি পরমর্চ্চনং মহান্তঃ প্রণয়নতাঙ্ঘ্রিযুগস্য দানবারেঃ
॥২৯॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং সপ্তম-স্তবকঃ ।

এবং হরিভক্তিরস বর্ত্তমান না থাকিলে সাধুসেবার ফলরূপে ঐ হরিভক্তিরসই লব্ধ হইয়া থাকে ॥২৬॥

মহাপুরুষগণের অনুক্ষণ পদ-সেবনই চিত্তের বিশুদ্ধিজনক, সংসার-সঙ্গের সমূল বিঘাতক এবং হরিভক্তিরসের সাধকস্বরূপ হইয়া থাকে ॥২৭॥

মহাজনগণের পদরেণুসমূহ হরিভক্তির বিশেষহেতু, পাপবিনাশনে ধূমকেতু এবং ভবসাগরপারে সেতুরূপে বিরাজমান হইয়া বিজয় লাভ করিয়া থাকে ॥২৮॥

মহামতি পুরুষগণ এইরূপে পরিনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াসমূহদ্বারা ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবাহেতু শান্ত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীহরির প্রণয়-নত পাদপদ্ম-যুগলের পরমার্চ্চনের বিধান করিয়া থাকেন ॥২৯॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার সপ্তম স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টম-স্তবকঃ

অথার্চ্চনমাহ,—

উপচারৈঃ ষোড়শভির্যথাবিধি যথাক্রমম্ ।
সংপূজনং মুরারাতেরর্চ্চনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১॥

যজ্ঞান্ বিহায় নিখিলানখিলাত্মনাথং
যে সম্মদেন হরিমেব যজন্তি ধীরাঃ ।
ইষ্টাঃ সুরর্ষিপিতৃভূতনরাঃ সমস্তা
নেষ্ট্বাপি তৈস্ত্রিজগদেব যথেষ্টমিষ্টম্ ॥২॥

অভ্যর্চ্চিতে মধুরিপৌ নিখিলাত্মহেতৌ
তৃপ্তং ভবেত্রিজগদেব কিমত্র চিত্রম্ ।

অষ্টম স্তবকের অনুবাদ :

অনন্তর অর্চ্চন বলিতেছেন :—

ষোড়শপ্রকার উপচারদ্বারা যথাবিধি ক্রমানুসারে শ্রীহরির সম্যক্ পূজন 'অর্চ্চন' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥১॥

যে সকল বুদ্ধিমান্ পুরুষ যাবতীয় যজ্ঞ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতির সহিত কেবলমাত্র শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাদের দ্বারা দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ এবং মনুষ্যগণ সকলেই পূজিত হইয়া থাকেন এবং ব্যতীতই তাঁহাদিগের দ্বারা ত্রিলোক যথেষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠানের তৃপ্তিলাভ করিয় থাকে ॥২॥

নিখিললোকের অন্তর্য্যামী এবং আদিকারণ শ্রীহরি সম্পূজিত হইলে ত্রিভুবনই যে পরিতৃপ্ত হয়, ইহা কিঞ্চিন্মাত্রও বিচিত্র নহে, যেহেতু

চিত্রাণি যানি বদনে পরিনির্ম্মিতানি
তান্যেব ভান্তি নিয়তং প্রতিবিম্বিতেঽপি ॥৩॥

গোবিন্দমানন্দসুধাসমুদ্রং ব্রহ্মেশপূজ্যং পরিপূজয়েদযঃ।
দেবেশকাম্যাপি তমেব লক্ষ্মীস্ত্রৈলোক্যপূজ্যং স্বয়মাশ্রয়েত ॥৪॥

অর্চ্চন্তি যে ভগবতশ্চরণারবিন্দং
শ্রদ্ধান্বিতাঃ পরমযোগিজনৈর্বিমৃগ্যম্।
তে মুক্তকোটিজননার্জ্জিতকর্ম্মবন্ধাঃ
পারে ভবাম্বুধি সুধাম্বুনিধিং লভন্তে ॥৫॥

কৃতপুণ্যাঃ সভাগ্যাস্তে কৃতার্থা এব তে মতাঃ।
মুকুন্দং পূজয়িষ্যাম ইতি যেষাং মনস্যপি ॥৬॥

মুখমণ্ডলে যে সকল চিত্র অঙ্কিত হয় তাহাই নিয়তভাবে প্রতিবিম্বিত মুখেও প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥৩॥

যিনি ব্রহ্মশঙ্করপূজ্য আনন্দসুধাসিন্ধুস্বরূপ শ্রীহরির পূজা করেন, দেবেন্দ্রগণ-প্রার্থনীয়া লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং সেই ত্রিলোকপূজ্য পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥৪॥

যাঁহারা ইহলোকে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পরমযোগিজনানুসন্ধেয় শ্রীহরিপাদ-পদ্মের অর্চ্চন করেন, তাঁহারা কোটিজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সংসারসিন্ধুর পরপারে অবস্থিত অমৃতসমুদ্রলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥৫॥

"আমি মুকুন্দের পূজা করিব"—এইরূপ সঙ্কল্পও যাঁহাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয় তাঁহারাও পুণ্যবান, সৌভাগ্যশালী এবং কৃতার্থ বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকেন ॥৬॥

যন্নামোচ্চারণাদেব সদ্যো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
পূজারম্ভে কৃতে চাস্য কিমন্যদবশিষ্যতে ॥৭॥

অকামাশ্চ সকামাশ্চ মোক্ষকামাস্তথাপরে।
অর্চ্চন্তি কেবলং ভক্ত্যা ভক্তকল্পদ্রুমং হরিম্ ॥৮॥

সর্ব্বেঽপ্যাশ্রমিণো বর্ণা দীক্ষামাচর্য্য তান্ত্রিকীম্।
তদুক্তেন বিধানেন পূজয়ন্তি জনার্দ্দনম্ ॥৯॥

তদ্যথা।

স্নাতোঽতিশুদ্ধবসনো জলধৌতপাদঃ
প্রাচীমুখস্তিলকমুজ্জ্বলমাদধানঃ।
আচান্ত আত্তকমলাসন আসনস্থো
বদ্ধাঞ্জলির্গুরুগণাধিপতীন্ নমস্যেৎ ॥১০॥

যাঁহার নামোচ্চারণহেতুই মানব তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহার পূজানুষ্ঠান করিলে আর কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে? ৭॥

কামনাবিহীন, সকাম কিম্বা মোক্ষকামী—সকল পুরুষই ভক্তিসহকারে ভক্তকল্পতরুস্বরূপ একমাত্র শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন ॥৮॥

সমস্ত আশ্রমস্থিত সর্ব্ববর্ণের পুরুষগণই তান্ত্রিকী দীক্ষার আশ্রয় করিয়া তদুক্তবিধানানুসারে শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন ॥৯॥

পূজার প্রণালী বলিতেছেন ;—

প্রথমতঃ স্নান, বিশুদ্ধবস্ত্রপরিধান এবং পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক যথোচিত আসনে পূর্ব্বাভিমুখে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ললাটে উজ্জ্বলতিলকযুক্ত এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরু ও গণাধিপতিগণকে (বিষ্বক্সেন-সনকাদির) প্রণাম করিবে ॥১০॥

সাধারমর্ঘপাত্রঞ্চ পাদ্যপাত্রঞ্চ বামতঃ।
পুষ্পনৈবেদ্যসম্ভারান্ নিজদক্ষিণতো ন্যসেৎ ॥১১॥

বিধায় শুদ্ধাত্মনি ভূতশুদ্ধিং ন্যাসাদিকং প্রাণবিধারণঞ্চ।
যথোক্তপূজামিহ দানবারেঃ কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে রহিতা বিকল্পৈঃ ॥১২॥

নানাবিকল্পৈঃ সংকল্পৈর্যেষাং কলুষিতং মনঃ।
প্রাণায়ামশতেনাপি তে ন শুদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ ॥১৩॥
মানসং চাথ বাহ্যঞ্চ পূজনং দ্বিবিধং মতম্।
প্রতিমাদৌ কৃতং বাহ্যং মানসঞ্চ ধিয়াত্মনি ॥১৪॥
তত্রাদৌ মানসীং পূজামাচরেৎ সুসমাহিতঃ।
স্থিরবুদ্ধির্যথাকামং কৃষ্ণং ধ্যায়ন্ যথোদিতম্ ॥১৫॥

অনন্তর স্বীয় বামভাগে আধার সহিত অর্ঘ্যপাত্র ও পাদ্যপাত্র এবং দক্ষিণ ভাগে পুষ্পনৈবেদ্যাদি সামগ্রীসম্ভার স্থাপন করিবে ॥১১॥

অনন্তর বিশুদ্ধদেহে ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করন্যাস এবং প্রাণায়াম প্রভৃতির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সংশয়শূন্য হইয়া শ্রীহরির যথাবিধি পূজা করিবে ॥১২॥

যাহাদের চিত্ত বিবিধ সঙ্কল্প এবং সংশয়সমূহদ্বারা কলুষিত, তাহারা শত প্রাণায়ামেও বিশুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥১৩॥

বাহ্য এবং মানসভেদে পূজন দ্বিবিধ উক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রতিমাদিতে অনুষ্ঠিত পূজন—'বাহ্য' এবং চিত্তমধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা অনুষ্ঠিত পূজনকে 'মানস' বলা যায় ॥১৪॥

তন্মধ্যে স্থিরমতি পুরুষ সমাহিতচিত্তে প্রথমতঃ যথোক্তরূপসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে ইষ্টানুসারে ধ্যান করিয়া মানসপূজার আচরণ করিবেন ॥১৫॥

শুদ্ধাত্মা সুবশীকৃতেন্দ্রিয়গণো বুদ্ধ্যৈব সংশুদ্ধয়া
প্রত্যাহৃত্য মনো বহির্বিষয়তো নির্ম্মুক্তসঙ্কল্পকঃ ।
স্বাত্মন্যেব সদা বসন্তমখিলাত্মানং সুখাম্ভোনিধিং
ধ্যাত্বা নন্দতনূদ্ভবং কৃতমতিঃ পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥১৬॥

তদযথা ।

চন্দ্রাবদাতং লসদষ্টপত্রং স্মরেৎ প্রফুল্লং হৃদয়ারবিন্দম্ ।
তত্র স্থিতং সান্দ্রসুখাম্বুরাশিং হরিং স্মরেৎ পূর্ব্বনিরুক্তরূপম্ ॥১৭॥

বক্ষ্যমাণক্রমেণৈব মানসস্থৈরুপায়নৈঃ ।
স্বাত্মনি পরমাত্মানং কৃষ্ণং বিধিবদর্চ্চয়েৎ ॥১৮॥

শুদ্ধাত্মা ইন্দ্রিয়সংযমশীল বুদ্ধিমান্ পুরুষ বিশুদ্ধবুদ্ধিবলে মনকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সঙ্কল্পশূন্যভাবে নিজচিত্তাধিষ্ঠিত নিখিলান্তর্য্যামী আনন্দসিন্ধুরূপী নন্দনন্দনের ধ্যানপূর্ব্বক পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবেন ॥১৬॥

ধ্যানপ্রক্রিয়া বলিতেছেন ;—

প্রথমতঃ অষ্টদলসমন্বিত শশাঙ্কশুভ্র প্রফুল্ল হৃদয়পদ্মের স্মরণ এবং অনন্তর তন্মধ্যে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত-রূপসম্পন্ন গাঢ়সুখসিন্ধুস্বরূপ শ্রীহরির ধ্যান করিবেন ॥১৭॥

অনন্তর পশ্চাদ্বর্ণিত ক্রমানুসারে মানসস্থিত উপচার সমূহদ্বারা নিজ-চিত্তেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যথাবিধি পূজা করিবে ॥১৮॥

তত উন্মীল্য নয়নে পুরঃ সন্তং মুরদ্বিষম্ ।
যজেদুপায়নৈর্বাহ্যৈরনিন্দ্যৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ ॥১৯॥

তদেবাহ,—
অসৌ হি সাক্ষাদ্ভগবান্ স এবেত্যখণ্ডবিশ্বাসবিবৃদ্ধভাবঃ ।
তদীয়মূর্ত্তিং দৃশদাদিকৢপ্তাং প্রেম্না যজেত স্নপনাসনাদ্যৈঃ ॥২০॥

তত্রক্রম ;—
শঙ্খাদিপাত্রে বিধিবৎ স্থাপয়িত্বার্ঘ্যমুত্তমম্ ।
পুষ্পাঞ্জলিমুপাদায় কৃষ্ণং ধ্যায়েদ্ যথোদিতম্ ॥২১॥
বিধিবৎ পূজিতে পীঠে অষ্টপত্রাম্বুজাঙ্কিতে ।
স্থাপয়িত্বা মুরারাতিং তদেব বিনিবেদয়েৎ ॥২২॥

অতঃপর নয়নযুগল উন্মীলিত করিয়া স্বয়ং সংগৃহীত অনিন্দনীয় বাহ্য-উপচারসমূহদ্বারা সম্মুখস্থ শ্রীহরির পূজা করিবে ॥১৯॥

উক্ত বাহ্যপূজাই বলিতেছেন ;—

'ইনিই সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ'—এইরূপ অখণ্ড বিশ্বাসজনিত প্রবৃদ্ধ-ভাবযুক্ত হইয়া প্রীতির সহিত স্নানক্রিয়া এবং আসনাদিদ্বারা প্রস্তরাদি কল্পিত তদীয়মূর্ত্তির পূজা করিবে ॥২০॥

তাহার ক্রম বলিতেছেন ;—

প্রথমতঃ শঙ্খাদিপাত্রে যথাবিধি উত্তম অর্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া যথোক্তরূপ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে ॥২১॥

অতঃপর যথাবিধি পূজিত অষ্টদলপদ্মাঙ্কিত-পীঠমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত অর্ঘ্য নিবেদন করিবে ॥২২॥

ততঃ স্বাগতমাপৃচ্ছ্য পাদ্যাদ্যৈঃ ক্রমশো মুদা।
যথাবিধিকৃতন্যাসং গোবিন্দং পরিপূজয়েৎ ॥২৩॥

পাদ্যং পাদাব্জয়োর্দ্দ্যাৎ যথোক্তার্ঘ্যঞ্চ মূর্দ্ধনি।
আচমনীয়ং চ বদনে মধুপর্কং তথৈব চ ॥২৪॥

পুনরাচমনীয়ঞ্চ স্নানীয়ঞ্চ সুবাসিতম্।
পীতে চ বাসসী ধৌতে বাসিতে বিনিযোজয়েৎ ॥২৫॥

হারকুণ্ডলকেয়ূরমঞ্জীরমুকুটাদিকম্।
নানালঙ্করণং হৈমং যথাশক্তি নিবেদয়েৎ ॥২৬॥

কর্পূরাগুরুকস্তূরিভদ্রশ্রীকুঙ্কুমাদিকম্।
নাতিদ্রবং নাতিঘনং দদ্যাদ্গন্ধং মনোরমম্ ॥২৭॥

অনন্তর যথাবিধি ন্যাস সহকারে স্বাগত প্রশ্ন এবং ক্রমশঃ পাদ্যাদিদ্বারা প্রীতির সহিত শ্রীহরির পূজা করিবে ॥২৩॥

শ্রীহরির পদযুগলে পাদ্য, মস্তকে যথোক্ত অর্ঘ্য এবং বদনে আচমনীয় ও মধুপর্ক প্রদান করিতে হইবে ॥২৪॥

এইরূপে পুনরাচমনীয়, সুবাসিত স্নানীয় এবং ধৌত সুবাসিত পীতবর্ণ বস্ত্রযুগল সমর্পণ করিবে ॥২৫॥

অতঃপর যথাশক্তি হার, কেয়ূর, কুণ্ডল, নূপুর, মুকুট প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারসমূহ নিবেদন করিবে ॥২৬॥

অনন্তর কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী, চন্দন, কুঙ্কুম প্রভৃতি অনতিদ্রব ও অনতিঘন মনোরম গন্ধদ্রব্য প্রদান করিবে ॥২৭॥

তুলসী-মালতী-জাতি-করবীরাম্বুজোত্তরম্ ।
পুষ্পং সুগন্ধি বিশদং চন্দনার্দ্রং নিবেদয়েৎ ॥২৮॥

তুলসীং পাদয়োরেব শিরস্যেব সরোরুহম্ ।
বনমাল্যং গলে দদ্যাৎ সর্ব্বাঙ্গে কুসুমাঞ্জলিম্ ॥২৯॥

উচ্চৈঃ পরিমলং ধূপং গুগ্‌গুলাগুরুসম্ভবম্ ।
উজ্জ্বলং ঘৃতদীপঞ্চ আধারস্থং নিবেদয়েৎ ॥৩০॥

ততো হৈয়ঙ্গবীনাঢ্যং দধিক্ষীরসিতান্বিতম্ ।
চতুর্বিধঞ্চ নৈবেদ্যং স্বর্ণপাত্রে নিবেদয়েৎ ॥৩১॥

শুদ্ধং স্বচ্ছঞ্চ পানীয়ং সুশীতলং সুবাসিতম্ ।
ভৃঙ্গারসম্ভৃতং দদ্যাৎ তথৈবাচমনীয়কম্ ॥৩২॥

অনন্তর সুগন্ধি উত্তম চন্দনসিক্ত মালতী, জাতি, করবী ও পদ্ম প্রভৃতি পুষ্প এবং তুলসী অর্পণ করিবে ॥২৮॥

তুলসী শ্রীপাদপদ্মে, পদ্ম মস্তকে, বনমালা গলদেশে এবং পুষ্পাঞ্জলি সর্ব্বাঙ্গে প্রদান করিবে ॥২৯॥

অনন্তর গুগ্‌গুল-অগুরুজাত প্রভূতসৌরভযুক্ত ধূপ এবং আসনস্থ সমুজ্জ্বল ঘৃতপ্রদীপ নিবেদন করিবে ॥৩০॥

অনন্তর স্বর্ণপাত্রে সদ্যোজাতঘৃতযুক্ত এবং দধি-ক্ষীর-শর্করান্বিত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চতুর্ব্বিধ নৈবেদ্য নিবেদন করিবে ॥৩১॥

অনন্তর সুশীতল সুবাসিত বিশুদ্ধ স্বচ্ছ পানীয় জল এবং ভৃঙ্গারস্থিত তাদৃশ আচমনীয় জল প্রদান করিবে ॥৩২॥

ততঃ সুসংস্কৃতং শুদ্ধং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
তাম্বূলমুত্তমং দদ্যাৎ স্বর্ণসম্পুটকাহিতম্ ॥৩৩॥
চামরব্যজনচ্ছত্রশয্যাযানাসনাদিকম্
নানাবিধোপায়নঞ্চ যথালাভং নিবেদয়েৎ ॥৩৪॥
ততো মুখস্থাং মুরলীং বনমালাং হৃদি স্থিতাম্ ।
শ্রিয়ঞ্চ কৌস্তুভঞ্চাপি শ্রীবৎসঞ্চার্চয়েৎ ক্রমাৎ ॥৩৫॥
ততঃ পুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ পঞ্চকৃত্বঃ পদাম্বুজে ।
পীঠপদ্মে ততোঽভ্যর্চ্চেৎ শ্রীদামাদীন্ সুপার্ষদান্ ॥৩৬॥
ততো জপ্ত্বা যথাশক্তি তর্পয়িত্বাষ্টধা চ তং ।
ঈশানে শেষপুষ্পাদ্যৈর্বিষ্বক্সেনঞ্চ পূজয়েৎ ॥৩৭॥

অতঃপর সুবর্ণসম্পুটস্থিত সুসংস্কৃত শুদ্ধ কর্পূরাদি সুবাসিত উত্তম তাম্বূল প্রদান করিবে ॥৩৩॥

অনন্তর যথালব্ধ চামর-ব্যজন, ছত্র, শয্যা, যান, আসন প্রভৃতি নানাবিধ উপহার প্রদান করিবে ॥৩৪॥

অনন্তর ক্রমশঃ মুখস্থিত বংশী, হৃদয়স্থিত বনমালা, লক্ষ্মী, কৌস্তুভ এবং শ্রীবৎসের অর্চ্চন করিবে ॥৩৫॥

অনন্তর পাদপদ্মে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া পীঠপদ্মে শ্রীদামপ্রমুখ পার্ষদগণের পূজা করিবে ॥৩৬॥

অনন্তর যথাশক্তি জপ ও অষ্ট প্রকারে তাঁহার তর্পণ করিয়া অবশিষ্ট পুষ্পাদিদ্বারা ঈশাণ কোণে বিষ্বকসেনের পূজা করিবে ॥৩৭॥

ততো গন্ধাক্ষতৈঃ পুষ্পৈরর্চ্চিতাং মধুরধ্বনিম্।
ঘণ্টাঞ্চোত্তমশঙ্খঞ্চ বাদয়েচ্চ স্বয়ং বুধঃ ॥৩৮॥
ততঃ শ্লাঘ্যৈঃ স্তবৈঃ স্তুত্বা কৃত্বা নীরাজনাদিকম্।
কৃষ্ণং প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ ভুবি ॥৩৯॥
ততঃ প্রসাদয়েৎ কৃষ্ণং পতিত্বা তৎপদান্তিকে।
প্রসীদ জগতাং নাথ প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥৪০॥
গ্রস্তং কালভুজঙ্গেন নিমগ্নং ভবসাগরে।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো প্রপন্নং পরিপাহি মাম্ ॥৪১॥
ইত্থং প্রসাদ্য গোবিন্দং প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েদ্ বেণুবনমালাম্বুজাদিভিঃ ॥৪২॥

অতঃপর গন্ধ-অক্ষত-পুষ্পদ্বারা পূজিতা মধুরধ্বনিযুক্তা ঘণ্টা এবং উত্তমশঙ্খ বাদিত করিবে ॥৩৮॥

অনন্তর প্রশস্ত স্তববচনে স্তুতি এবং অবশেষে আরাত্রিক প্রভৃতির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥৩৯॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পাদসমীপে পতিত হইয়া "হে জগন্নাথ, আপনি প্রসন্ন হউন্; হে দীনবন্ধো, হে দয়াসিন্ধো, আমি সংসারসাগরে মগ্ন এবং কালসর্প কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন"—ইত্যাদি বাক্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে ॥৪০—৪১॥

এইরূপে শ্রীহরির প্রসাদসম্পাদন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বেণু, বনমালা, পদ্ম প্রভৃতি দ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিবে ॥৪২॥

সমাপ্যৈবংবিধাং পূজাং সভাজিতমথাচ্যুতম্।
অধ্যাসয়েৎ সুখস্পর্শশয়নীয়তলেঽমলে ॥৪৩॥

নির্ম্মাল্যমাঘ্রায় মনোভিরামং বিধেয়মানন্দিভিরুত্তমাঙ্গে।
পীত্বা সুধাকল্পমথো মুরারেঃ পাদোদকং মূর্দ্ধ্নি সমর্পনীয়ম্ ॥৪৪॥

বিভজ্য তদ্ভক্তজনেষ্ববশ্যং সুধায়মানং মুনিভির্দুরাপম্।
আস্বাদয়েদেব হরের্নিবেদ্যং তদ্দর্শনানন্দথুসন্তৃতোঽপি ॥৪৫॥
কিঞ্চ।

অস্ত্যেবমর্চ্চনবিধির্বিবিধোপচারৈ-
র্ভাগ্যান্বিতৈর্বিতরণাদিভিরেব শক্যঃ।
যঃ কেবলেন তুলসীদলমাত্রকেন
কৃষ্ণং সমর্চ্চয়তি সোঽপি কৃতার্থ এব ॥৪৬॥

অতঃপর এইরূপে পূজা সমাপন করিয়া সম্পূজিত শ্রীকৃষ্ণকে সুখস্পর্শ বিমল শয্যায় শয়ন করাইবে ॥৪৩॥

অনন্তর আনন্দের সহিত মনোরম নির্ম্মাল্য আঘ্রাণ পূর্ব্বক নিজ শিরোদেশে স্থাপিত করিয়া পশ্চাৎ অমৃততুল্য শ্রীকৃষ্ণপাদোদক পান করিয়া স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করিবে ॥৪১॥

অনন্তর তদীয়ভক্তজনের মধ্যে মুনিজনদুর্ল্লভ অমৃততুল্য শ্রীকৃষ্ণনৈবেদ্য বিভাগপূর্ব্বক তদ্দর্শনানন্দ পরিপূর্ণ হইয়া তাহার আস্বাদন করিবে ॥৪৫॥

বিবিধ উপচার প্রদানাদি সহকারে এই প্রকার অর্চ্চন বিধি কেবলমাত্র ভাগ্যযুক্ত পুরুষগণেরই দ্বারা সাধ্য হইয়া থাকে পরন্তু যিনি কেবল মাত্র তুলসীপত্রদ্বারাও শ্রীহরির অর্চ্চন করেন, তিনিও কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥৪৬॥

ইতি কৃতাচ্যুতপাদযুগার্চ্চনো বিগতমানমদাদিরকুণ্ঠধীঃ।
স পরিপূর্ণমনন্তসুখাম্বুধিং সপদি বন্দিতুমর্হতি মাধবম্॥৪৭॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়ামষ্টম-স্তবকঃ॥

এইরূপে ভগবান্ শ্রীহরির পাদযুগলের অর্চ্চনকারী মদমানরহিত প্রশস্তমতি পুরুষ তৎক্ষণাৎ পরিপূর্ণ অনন্তসুখসিন্ধুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিতে সমর্থ হ'ন॥৪৭॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার অষ্টম স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমঃ স্তবকঃ

অথ বন্দনমাহ,—

তৎপাদপদ্মপ্রবণৈঃ কায়মানসভাষিতৈঃ।
প্রণামো বাসুদেবস্য বন্দনং কথ্যতে বুধৈঃ ॥১॥

কিং বিদ্যয়া পরমযোগপথৈশ্চ কিন্তৈ-
রভ্যাসতোঽপি শতশো জনিভির্দুরূহৈঃ।
বন্দে মুকুন্দমিহ যন্নতিমাত্রকেণ
কর্ম্মাণ্যপোহ্য পরমং পদমেতি লোকঃ ॥২॥

কৃষ্ণে নতিস্তনুভৃতামশুভং শুভং বা
কর্ম্মৌঘমুন্মথয়তীতি কিমত্র চিত্রম্।
যন্নীয়তে নিয়তমেব মণিপ্রভেদ-
স্পর্শেন কেবলময়োঽপি হিরন্ময়ত্বম্ ॥৩॥

নবম স্তবকের অনুবাদ

অনন্তর বন্দন বলিতেছেন ;—

শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রণত পুরুষগণ কর্ত্তৃক কায়, মনঃ ও বাক্যদ্বারা অনুষ্ঠিত তদীয় প্রণামকে বুধগণ 'বন্দন' বলিয়া থাকেন ॥১॥

যাহা অনন্তজন্মের অভ্যাসদ্বারাও দুরূহ, তাদৃশ পরমযোগমার্গসমূহ অথবা জ্ঞানদ্বারা প্রয়োজন কি? পরন্তু যাঁহার প্রণামমাত্রদ্বারাই মানব সর্ব্বকর্ম্মপরিহারপূর্ব্বক পরমপদপ্রাপ্ত হয়, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিতেছি ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রণতি যে ইহ লোকে মানবগণের শুভাশুভ কর্ম্মরাশি বিনষ্ট করে, ইহা কিঞ্চিন্মাত্রও বিচিত্র নহে। যেহেতু জড়মণিবিশেষের স্পর্শহেতু লৌহও নিয়তরূপে সুবর্ণত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৩॥

দূয়ে ন দুঃখনিবহৈর্বিবিধৈরপীহ
পূয়েয় তীর্থসলিলস্নপনং বিনৈব।
ধূয়ে ন চান্তকচিরন্তনদণ্ডভীত্যা
হূয়ে ন কর্ম্মনিবহৈর্যদি তন্নমামি ॥৪॥

কিঞ্চ।

তং সর্ব্বতঃ সমমনন্তসুখাম্বুরাশিং
ভক্ত্যানতপ্রণয়িনং নিখিলাধিনাথম্।
তৎপাদপঙ্কজরসাসবগন্ধলুব্ধা
বাচা হৃদা চ বপুষা চ নমন্তি ধীরাঃ ॥৫॥
চিত্তেন চেতসি পরিস্ফুরদেব নিত্যং
সর্ব্বাত্মকঞ্চ বচসা বপুষাখিলস্থম্।
বন্দন্ত এব কৃতিনশ্চরণারবিন্দ-
মানন্দসান্দ্রমকরন্দমরিন্দমস্য ॥৬॥

আমি যদি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি, তাহা হইলে তীর্থ সলিলে স্নান না করিয়াই বিশুদ্ধি লাভ করিব এবং বিবিধ দুঃখসমূহদ্বারা পরিতপ্ত কিম্বা যমরাজের চিরন্তন দণ্ড ভয়ে কম্পিত অথবা কর্ম্মসমূহদ্বারা সংসারমার্গে আহূত হইব না ॥৪॥

ধীর পুরুষগণ শ্রীহরির পাদপদ্ম-মধু-মদিরাগন্ধে লুব্ধ হইয়া কায়, মনঃ ও বাক্যদ্বারা ভক্তিসহকারে প্রণতজনপ্রণয়ী সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত অনন্তসুখসিন্ধু নিখিলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম করিয়া থাকেন ॥৫॥

মনীষিগণ চিত্তদ্বারা চিত্তমধ্যে নিরন্তর প্রকাশমান, বাক্যদ্বারা

তদ্যথা ;—

স্ফুরদমলনখেন্দুকান্তিকান্তং
নবকমলোদরশোণিমাভিরামম্।
ক্বণিতকনকনূপুরং প্রপদ্যে
কিশলয়কোমলমচ্যুতাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥৭॥

অমলকমলপদ্মরাগরম্যং নবনবনীতশিরীষসৌকুমার্য্যম্।
ধ্বজকমলযবাঙ্কুশাদিচিহ্নং হরিচরণাম্বুজমব্যয়ং প্রপদ্যে ॥৮॥

বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোজবিরাজমানং, রজ্যন্নখেন্দুকিরণদ্বিগুণারুণাভম্
মঞ্জীরমঞ্জুলমণিদ্যুতিদীপিতাঙ্গং বন্দেঽরবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দম্ ॥৯॥

সর্ব্বভূতাত্মক এবং শরীরদ্বারা নিখিলবস্তুমধ্যে অবস্থিত আনন্দঘনমকরন্দযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বন্দন করিয়া থাকেন ॥৬॥

বন্দনপ্রক্রিয়া বলিতেছেন ;—

আমি প্রকাশমানবিমলনখচন্দ্রের কান্তিসমূহদ্বারা মনোরম, ক্বণিত-স্বুবর্ণনূপুরযুক্ত, নবপ্রস্ফুটিত পদ্মগর্ভসদৃশরক্তিমদ্বারা রমণীয় এবং পল্লবতুল্য কোমল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতেছি ॥৭॥

আমি বিমল কমল ও পদ্মরাগমণিসদৃশস্থরম্য নবীননবনীত ও শিরীষপুষ্পতুল্য স্থকোমল এবং ধ্বজ, পদ্ম, যব ও অঙ্কুশাদিচিহ্নযুক্ত নিত্য শ্রীহরিপাদপদ্ম আশ্রয় করিতেছি ॥৮॥

আমি ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-পদ্মচিহ্নে বিরাজমান, দেদীপ্যমান নখচন্দ্র-কিরণ-সমূহদ্বারা দ্বিগুণরক্তিমভাবাপন্ন এবং নূপুর ও মনোরম মণিসমূহের দ্যুতিদ্বারা সমুজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম বন্দন করিতেছি ॥৯॥

লীলালাস্যকলামদালসগতং বৃন্দাবনান্তশ্চিরং,
গোবৃন্দানুপদানুগং মধুরতাধামাভিরামারুণম্ ।
সান্দ্রানন্দরসাকরং ব্রজবধূবৃন্দেন সংসেবিতং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমতুলানন্দায় বন্দামহে ॥১০॥

এবং সঞ্চিন্তয়নেব জল্পন্নেব মুহুর্মুহুঃ ।
সাষ্টাঙ্গং নিপতন্ ভূমৌ বন্দেতানন্দ সাগরম্ ॥১১॥

বিদ্যাতপোভিজনতাধনসম্পদাদে-
র্মানং মদঞ্চ রিপুবৎ পরিহৃত্য ধীরাঃ ।
আকীটমাশ্বপচমাতৃণবিড্‌বরাহং
সর্ব্বং জগৎ ক্ষিতিষু দণ্ডবদানমন্তি ॥১২॥

আমরা পরমানন্দলাভের জন্য লীলানৃত্যজনিত মদহেতু অলসগতি-বিশিষ্ট, বৃন্দাবনমধ্যে নিরন্তর ধেনুগণের অনুগমনশীল, মাধুর্য্যাশ্রয়ভূত মনোরমরক্তিমযুক্ত, ঘনানন্দরসপরিপূর্ণ এবং ব্রজবধূবর্গকর্তৃক সংসেবিত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম বন্দন করিতেছি ॥১০॥

এইরূপ চিন্তা এবং বাক্যোচ্চারণ সহকারে পুনঃ পুনঃ ভূতলে অষ্টাঙ্গ দ্বারা পতিত হইয়া আনন্দসাগর শ্রীকৃষ্ণের বন্দন করিবে ॥১১॥

ধীরগণ বিদ্যা, তপস্যা, আভিজাত্য, ধন, সম্পত্তি প্রভৃতি হইতে উত্থিত মান এবং মদ শত্রুবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কীট, শ্বপচ, তৃণ এবং বিষ্ঠাভোজী শূকর পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎকে প্রণাম করিবেন ॥১২॥

আকীটব্রহ্মপর্য্যন্তং যাবন্তঃ স্থিরজঙ্গমাঃ।
কৃষ্ণাত্মকান্ মন্যমানস্তান্ সর্ব্বান্ প্রণমেদ্বুধঃ ॥১৩॥
ইত্থং চরাচরগুরোঃ পুরুষোত্তমস্য
শশ্বৎপ্রণামপরিমার্জ্জিতশুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তৎপাদপদ্মবিষয়ে রসিকেন্দ্রিয়ৌঘা
দাস্যং হরের্বিদধতে প্রণয়োপহারৈঃ ॥১৪॥
ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং নবমস্তবকঃ।

বুধগণ কীট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থাবরজঙ্গম পদার্থকে কৃষ্ণাত্মক জ্ঞানে সকলকে প্রণাম করিবেন ॥১৩॥

এইরূপে চরাচরগুরু পুরুষোত্তম শ্রীহরির নিরন্তর প্রণামদ্বারা পরিমার্জ্জিত শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন এবং তদীয় পাদপদ্মবিষয়ে রসিকেন্দ্রিয়গণশালী পুরুষগণ প্রণয় উপহারদ্বারা শ্রীহরির দাস্যবিধান করিয়া থাকেন ॥ ৪॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার নবম স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমঃ স্তবকঃ

অথ দাস্যমাহ ;—

দেহধীন্দ্রিয়বাক্‌চেতোধর্ম্মকামার্থকর্ম্মণাম্ ।
ভগবত্যর্পণং প্রীত্যা দাস্যমিত্যভিধীয়তে ॥১॥
দাস্যে খলু নিমজ্জন্তি সর্ব্বা এব হি ভক্তয়ঃ ।
বাসুদেবে জগন্তীব নভসীব দিশো দশ ॥২॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং পাদসেবনমর্চ্চনম্ ।
বন্দনং স্বার্পণং সখ্যং সর্ব্বং দাস্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩॥
যে শৃণ্বন্তি নিজেশনামচরিতং গায়ন্তি চানন্দিতা
স্তং সর্ব্বত্র সমং স্মরন্তি সততং তৎপাদসংসেবিনঃ ।
বন্দন্তে যদি পূজয়ন্তি চ রসাদ্দাসাস্ত এব ধ্রুবং
সখ্যং চাত্মনিবেদনঞ্চ নিয়তং কর্ম্মার্পণং কুর্ব্বতে ॥৪॥

দশম স্তবকের অনুবাদ

অনন্তর দাস্য বলিতেছেন ;—

ভগবদুদ্দেশে প্রীতি-সহকারে দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বাক্য, চিত্ত, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ এবং ক্রিয়াসমূহের সমর্পণ 'দাস্য' নামে কথিত হইয়া থাকে ॥১॥

বাসুদেবে যেরূপ সমস্ত ভুবনসমূহ এবং আকাশে যেরূপ দিক্‌সমূহ অন্তর্নিবিষ্ট সেইরূপ দাস্যমধ্যে অপরভক্তিসমূহ অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে ॥২॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য সখ্য এবং আত্ম-নিবেদন এই নববিধা ভক্তিই দাস্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥৩॥

যাঁহারা নিজ প্রভু শ্রীহরির নাম-চরিত-শ্রবণ, আনন্দ সহকারে তৎকীর্ত্তন, সর্ব্বত্র সমভাবে তৎস্মরণ, নিরন্তর তৎপাদসেবন, তদীয়পূজন,

ব্রহ্মাদিদুর্লভমিদং মুনিভির্দুরাপং
দাস্যঞ্চ যে বিদধতে মধুসূদনস্য।
তে মূর্ত্তয়ো ভগবতঃ খলু তে ন মর্ত্ত্যাঃ
পূজ্যাঃ সুরৈরপি সদা মহতাং মহান্তঃ ॥৫॥

নিরপেক্ষং সুখং যত্র যত্র শান্ত্যাদয়ো গুণাঃ।
পারমেষ্ঠ্যং পদমপি যত্র নেচ্ছাস্পদং ভবেৎ ॥৬॥

এবং নিবৃত্তকামা যে সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাস্তে হি দাস্যেঽধিকারিণঃ ॥৭॥

নাস্তি দাস্যাৎ পরং শ্রেয়ো নাস্তি দাস্যাৎ পরংপদম্।
নাস্তি দাস্যাৎ পরো লাভো নাস্তি দাস্যাৎ পরং সুখম্ ॥৮॥

তদ্বন্দন, সখ্য, আত্মনিবেদন এবং সতত কর্ম্মসমূহের তদুদ্দেশে সমর্পণ করেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ 'দাস' হইয়া থাকেন ॥৪॥

যাঁহারা ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ এবং মুনিগণেরও দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণদাস্য অবলম্বন করেন, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য নহেন; পরন্তু সেই ভগবদ্‌বিগ্রহ-স্বরূপ মহত্তমগণ দেবগণেরও পূজনীয় হইয়া থাকেন ॥৫॥

এই দাস্য লাভ হইলে নিরপেক্ষ সুখ, শান্তি প্রভৃতি গুণসমূহ এবং পারমেষ্ঠ্যপদও কাম্য হয়না ॥৬॥

যাঁহারা এইরূপ কামনারহিত, সর্ব্বত্র সমদর্শী, নির্ম্মম এবং নিরহঙ্কার, তাঁহারাই দাস্য বিষয়ে অধিকারী হইয়া থাকেন ॥৭॥

জীবগণের পক্ষে দাস্য অপেক্ষা পরমশ্রেয়ঃ, দাস্য অপেক্ষা পরমপদ, দাস্য অপেক্ষা পরমলাভ এবং দাস্য অপেক্ষা পরম সুখ আর নাই ॥৮॥

হিত্বা প্রমোহবিষয়ানখিলাত্মনাথে
তত্রৈব সন্ততময়ং রমতামিতীহ।
দেহং সধীন্দ্রিয়মনোবচনং সমর্প্য
শশ্বদ্ভজন্তি হরিমেকরসেন ধীরাঃ ॥৯॥

তথাহি।

তৎসেবার্চ্চনবন্দনাদিষু বপুস্তৎপাদপদ্মে মনো
বাচং তদ্‌গুণনামকীর্ত্তনবিধৌ তস্য প্রবোধে ধিয়ম্।
তন্মূর্ত্তৌ নয়নং তদীয়যশসি শ্রোত্রং তদাস্বাদিতে
জিহ্বাং সন্ততমর্পয়ন্তি কৃতিনো ঘ্রাণং সুনির্ম্মাল্যকে ॥১০॥

ধর্ম্মানর্থাংশ্চ কামাংশ্চ দারাগারপরিগ্রহান্।
অর্পয়িত্বা বাসুদেবে দাসাস্তে প্রীণয়ন্তি তম্ ॥১১॥

'আমার এই দেহ পরমমোহজনক বিষয়সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর নিখিললোকের অন্তর্য্যামী ও অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণে রত হউক'— ধীর পুরুষগণ এইরূপ বুদ্ধি সহকারে দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মনঃ এবং বাক্য তদুদ্দেশে সমর্পণ করিয়া নিরন্তর পরমানুরাগভরে শ্রীহরির ভজন করিয়া থাকেন ॥৯॥

ধীরগণ শরীরকে শ্রীহরির সেবা-পূজা-বন্দন প্রভৃতি কার্য্যে, চিত্তকে তদীয় পাদপদ্মে, বাগিন্দ্রিয়কে তদীয় গুণ-নাম-কীর্ত্তনে, বুদ্ধিবৃত্তিকে তজ্‌জ্ঞানে, নয়নকে তদীয়মূর্ত্তিদর্শনে, শ্রবণকে তদীয় যশঃশ্রবণে, জিহ্বাকে তদুচ্ছিষ্টাস্বাদনে এবং নাসিকাকে তদীয় নির্ম্মাল্যঘ্রাণে নিরন্তর নিযুক্ত করিয়া থাকেন ॥১০॥

দাসগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, স্ত্রী, পরিজন এবং গৃহ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত করিয়া তৎসমুদয়দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিয়া থাকেন ॥১১॥

তথাহি।

তৎপ্রীত্যৈ কুরুতে ধর্ম্মাংস্তদর্থেঽর্থান্ নিয়োজয়েৎ।
কামাংস্তচ্চরণে কুর্য্যাদ্দারাদ্যৈ স্তৎপদং ভজেৎ ॥১২॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
স্বাভাবিকং বা বিহিতঞ্চ কিম্বা।
কুর্ব্বন্তি যদ্যৎ সকলং তদীয়াঃ
শ্রীবাসুদেবায় সমর্পয়ন্তি ॥১৩॥

কিংতাবৎ কুর্ব্বন্তি ইত্যাহ ;—

তস্যৈব কর্ম্ম কুরুতে বপুষানঘেন
চিত্তেন চিন্তয়তি সর্ব্বগতং তমেব।
তস্যৈব নামচরিতং বচসা গৃণাতি
শ্রুত্যা শৃণোতি চ তমেব দৃশাপি পশ্যেৎ ॥১৪॥

অতএব উক্ত হইয়াছে যে,—

শ্রীহরির প্রীতির জন্য ধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে, অর্থসমূহ তদীয় কৃত্যে নিয়োজিত করিবে, তৎপাদপদ্মলাভবিষয়ে কামনা করিবে এবং স্ত্রী প্রভৃতিদ্বারা তদীয় পাদপদ্ম ভজন করিবে ॥১২॥

ভক্তগণ কায়মনোবাক্য বা ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা স্বাভাবিক এবং বিহিত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদয়ই শ্রীবাসুদেবে সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥১৩॥

তাঁহারা কি করেন, তাহা বলিতেছেন ;—

ভক্ত পুরুষ নিষ্পাপদেহদ্বারা তাঁহারই কর্ম্ম করেন, চিত্তদ্বারা সর্ব্বগত তাঁহাকেই চিন্তা করেন, বাক্যদ্বারা তাঁহারই নামচরিতকীর্ত্তন করেন,

এবং নিত্যানি কর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকান্যপি।
শক্ত্যা তদর্থং কুরুতে কার্য্যবুদ্ধ্যা ন জাতুচিৎ ॥১৫॥

তস্মিন্নেব সমস্তকর্ম্মনিবহং ন্যস্যান্তরেণাত্মনা
কৃষ্ণং পূর্ণমনুস্মরন্ননুদিনং তৎকর্ম্ম যস্ত্বাচরেৎ।
নাসক্তো ন চ তৎফলানি কলয়ন্নাজ্ঞাং প্রভোঃ পালয়ন্
কৃত্বাস্মৈ চ সমর্পয়ন্ স হি পরং নৈষ্কর্ম্ম্যমেবাশ্নুতে ॥১৬॥

দাসাস্তদর্পিতাত্মানঃ সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
কুর্ব্বন্তোঽপি ন সজ্জন্তে তদর্থং কর্ম্ম নির্ম্মলম্ ॥১৭॥

কর্ণদ্বারা তদীয় নামচরিতই শ্রবণ করেন এবং নেত্রদ্বারা তাঁহারই শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া থাকেন ॥১৪॥

ভক্তগণ এইরূপে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ যথাশক্তি তৎপ্রীতির জন্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন; পরন্তু কদাপি 'কার্য্য' বুদ্ধিতে করেন না ॥১৫॥

যিনি চিত্তদ্বারা যাবতীয়কর্ম্ম তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়া অনুক্ষণ পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ সহকারে প্রত্যহ তদীয়কৃত্য সমূহের আচরণ করেন এবং তৎফলসমূহের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া অনাসক্তভাবে প্রভুর আজ্ঞা-পালনপূর্ব্বক কৃতকর্ম্মের ফলসমূহ তাঁহাতেই অর্পণ করেন, তিনিই পরম নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৬॥

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন দাসগণ তদর্পিতচিত্ত হইয়া তদুদ্দেশে নির্ম্মল কর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হ'ননা ॥১৭॥

ইত্থং নির্ম্মলকর্ম্মভিস্তনুমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ব্যাহৃতৈ
ধর্ম্মার্থৈশ্চ তদর্পিতৈরবিরতং সংসারকর্ম্মচ্ছিদৈঃ
শশ্বৎপ্রেমরসেন নির্ম্মলধিয়ঃ স্বানন্দবারাংনিধে-
র্বিষ্ণোর্দাস্যমখণ্ডসৌখ্যমনিশং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বোত্তমাঃ॥১৮॥

নরহরেরিতি দাস্যমহোর্ম্মিভিঃ সপদি ধৌতসমস্তমনোমলাঃ।
কৃতধিয়ঃ পরিপূর্ণসুখাম্বুধের্ভগবতঃ সখিতামধিকুর্ব্বতে॥১৯॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং দশমস্তবকঃ।

মহাপুরুষগণ এইরূপে দেহ, মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বাক্য প্রভৃতির বিশুদ্ধচেষ্টা এবং সংসারকর্ম্মচ্ছেদক ভগবদর্পিত ধর্ম্মার্থসমূহদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্নপ্রেমরসের সহিত সর্ব্বদা আনন্দ-সিন্ধু শ্রীহরির পূর্ণানন্দপ্রদ দাস্যবিধান করিয়া থাকেন॥১৮॥

মহামতি পুরুষগণ এই প্রকারে পরিপূর্ণসুখসিন্ধু ভগবান্ শ্রীহরির দাস্য-মহাতরঙ্গ-সমূহদ্বারা নিজের যাবতীয় চিত্তমালিন্য বিধৌত করিয়া তদীয় সখ্যবিষয়ে অধিকারী হইয়া থাকেন॥১৯॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার দশম স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশঃ স্তবকঃ

অথ সখ্যমাহ ;—

অতিবিশ্বস্তচিত্তস্য বাসুদেবে সুখাম্বুধৌ।
সৌহার্দ্দেন পরা প্রীতিঃ সখ্যমিত্যভিধীয়তে ॥১॥

মর্ত্ত্যেনাপি সতা যেন তীর্ণো মৃত্যুমহার্ণবঃ।
তৎপারে পরমানন্দে স সখ্যমধিগচ্ছতি ॥২॥

তদ্যথা ;—

সখায়ো নিত্যসুখিনঃ স্বয়ং প্রীতা নিরাশিষঃ।
বাসুদেবেঽনবরতং প্রীতিং কুর্ব্বন্তি নির্ম্মলাম্ ॥৩॥

একাদশ স্তবকের অনুবাদ

অনন্তর সখ্য বলিতেছেন ;—

অতিবিশ্বস্তচিত্ত ভক্ত পুরুষের সুখসিন্ধু বাসুদেবে সৌহার্দ্দহেতু যে পরমপ্রীতির উদয় হয় তাহা 'সখ্য' নামে কথিত হইয়া থাকে ॥১॥

যিনি মর্ত্ত্যপুরুষ হইয়াও মৃত্যুসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই তাহার পরপারে পরমানন্দস্বরূপ শ্রীহরির সখ্য লাভ করিয়া থাকেন ॥২॥

তাঁহাদের চরিত্র বলিতেছেন ; —

সখাগণ স্বয়ং সন্তুষ্ট, নিষ্কাম এবং নিত্যসুখযুক্ত হইয়া নিরন্তর ভগবান্ বাসুদেবে বিশুদ্ধপ্রীতির আচরণ করিয়া থাকেন ॥৩॥

নো দৈন্যেন ন কর্ম্মভির্ন চ গুণৈর্দ্রব্যৈঃ স্বধর্ম্মৈর্ন বা
সৌহার্দ্দেন হি কেবলেন কৃতিনঃ সংপ্রীণয়ন্তে হরিম্।
তেনানন্দপয়োধিনা ভগবতা শশ্বদ্রমন্তেঽপি চ
স্বাত্মানং পরিপূর্ণমেব সততং পশ্যন্তি হৃষ্যন্তি চ ॥৪॥

ইতি সখিত্বসুখার্ণবমজ্জনাদতিশয়প্রণয়াহতভিন্নধীঃ।
অতিসুখাম্বুনিধৌ পরমাত্মনি প্রসভমাত্মনিবেদনমীহতে ॥৫॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়ামেকাদশস্তবকঃ।

তাঁহারা দৈন্য, কর্ম্ম, গুণ, দ্রব্য বা স্বধর্ম্মদ্বারা শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট না করিয়া কেবলমাত্র সৌহার্দ্দদ্বারাই তাঁহাকে সম্প্রীত করিয়া থাকেন এবং সেই আনন্দসিন্ধু শ্রীহরির সহিত নিরন্তর বিহার ও নিজকে পরিপূর্ণরূপে দর্শনপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥৪॥

ভক্তজন এইরূপে সখ্যসুখসিন্ধু-মধ্যে নিমজ্জনহেতু অতিশয় প্রণয়বশতঃ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অতি-সুখসমুদ্রস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীহরির প্রতি বলপূর্ব্বক আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন ॥৫॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার একাদশ স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ স্তবকঃ

অথাত্মনিবেদনমাহ ;—

কৃষ্ণায়ার্পিতদেহস্য নির্ম্মমস্যানহঙ্কৃতেঃ।
মনসস্তৎস্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনম্ ॥১॥
ন চান্যৈঃ সাধনৈঃ সাধ্যা যোগীন্দ্রৈরপি দুর্গমা।
সা নির্গুণা পরা ভক্তির্জীবন্মুক্তিশ্চ কথ্যতে ॥২॥
নেদং গুরূপদেশেন ন শাস্ত্রাধ্যয়নেন চ।
কেবলানুভবানন্দে স্বস্মিন্নেব প্রকাশতে ॥৩॥

তদ্‌যথা ;—

কিঞ্চিন্ন চিন্তয়তি নাচরতীহ কিঞ্চিৎ
স্বস্যাত্মনো ন চ কিমপ্যনুসন্দধাতি।

দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদ

অনন্তর আত্মনিবেদন বলিতেছেন ;—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্পিতদেহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার পুরুষের চিত্তের তৎস্বরূপপ্রাপ্তি 'আত্মনিবেদন'নামে উক্ত হইয়া থাকে ॥১॥

এই আত্মনিবেদন সাধনান্তর-দ্বারা সাধ্য নহে এবং ইহা যোগীন্দ্রগণেরও দুর্গম। এই আত্মনিবেদনই নির্গুণা পরভক্তি এবং জীবন্মুক্তিনামে কথিত হয় ॥২॥

গুরূপদেশ কিম্বা শাস্ত্রাধ্যয়ন-দ্বারা ইহা লব্ধ হয় না, পরন্তু ইহা কেবল অনুভবানন্দস্বরূপ নিজমধ্যে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥৩॥

তাহাই বলিতেছেন ;—

আত্মনিবেদক পুরুষ নিজের সম্বন্ধে কোন বস্তুর চিন্তা, আচরণ বা

আত্মানমেব বিনিবেদ্য পরাত্মনাশে
পূর্ণঃ সদৈব রমতে স্বসুখামৃতাব্ধৌ ॥৪॥

মগ্নানাং ভগবত্যনন্তপরমানন্দামৃতাম্ভোনিধৌ
তেষাং ত্রৈগুণিকো ব্যলীয়ত হঠাৎ সম্যগ্‌ভবাম্ভোনিধিঃ।
নো বা ব্রহ্মসুখানি ভান্তি ন বিধির্নো বা নিষেধাদয়ঃ
সর্ব্বত্র স্ফুরতি স্বপূর্ণপরমানন্দো মুকুন্দঃ পরম্ ॥৫॥

স্বচ্ছন্দমেব চিরমস্তি যদৃচ্ছয়া বা
গচ্ছেদ্দিশং বিদিশমেব কমপ্যপৃচ্ছন্।
স্বাত্মাববোধপরিপূর্ণসুখাবকাশা-
দন্যারতো হি জড়বদ্বিচরেদসঙ্গঃ ॥৬॥

অনুসন্ধান না করিয়া পরমাত্মা শ্রীহরির প্রতি চিত্তের সমর্পণপূর্ব্বক পরিপূর্ণরূপে নিরন্তর নিজসুখামৃতসমুদ্রে বিহার করিয়া থাকেন ॥৪॥

যাঁহারা অনন্ত পরমনন্দসুধাসিন্ধুস্বরূপ শ্রীহরিতে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের ত্রিগুণজাত সংসার-সমুদ্র হঠাৎ সম্যগ্‌ভাবে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহাদের নিকট তৎকালে ব্রহ্মানন্দসমূহ কিম্বা বিধি, নিষেধ প্রভৃতি কিছুই প্রকাশিত না হইয়া সর্ব্বত্র কেবলমাত্র পূর্ণপরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৫॥

ঈদৃশ পুরুষ স্বচ্ছন্দভাবে চিরকাল একস্থানে অবস্থান অথবা যদৃচ্ছাক্রমে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া দিগ্বিদিকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং অন্তর্য্যামী শ্রীহরির জ্ঞানহেতু পরিপূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হইয়া অন্যত্র আসক্তিশূন্য, নিঃসঙ্গ এবং জড়তুল্য বিচরণ করেন ॥৬॥

কিঞ্চ,—

স্বাত্মানন্দরতা গতাভিমতয়ঃ পূর্ণাঃ কৃতার্থশ্চ তে
যে গায়ন্তি নিসর্গতোঽনবরতং তন্নামকর্ম্মাবলীম্ ।
তন্মন্যেঽনবকাশপূর্ণসহজস্বানন্দবারাংনিধে
পূরং কেবলমুদ্গিরন্তি পুলকব্যাজোচ্ছলচ্ছীকরম্ ॥৭॥
ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং দ্বাদশস্তবকঃ ।

আরও বলিতেছেন,—

যাঁহারা স্বভাবতঃ নিরন্তর শ্রীহরির নাম ও চরিতসমূহের কীর্ত্তন করেন, সেই স্বানন্দরত পুরুষগণই অভিলষিত বস্তু-প্রাপ্তিহেতু পূর্ণ ও কৃতার্থ হইয়া থাকেন। অতএব মনে হয়, তাঁহারা যেন হৃদয়মধ্যে পরিপূর্ণ সহজ স্বানন্দসমুদ্রের অনবকাশহেতু হাস্যচ্ছলে তাহারই প্রবাহ উদ্গিরণ করিতেছেন এবং রোমাঞ্চচ্ছলে দেহমধ্যে তাহারই জলবিন্দুসমূহ উদ্গত হইতেছে ॥৭॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ

অথ ভক্ত্যুপসংহারমুখেন তদধীনং জ্ঞানমিতি প্রসঙ্গাত্তদেব ব্যাহরতি ;—

ইত্যেবং শ্রবণানুকীর্ত্তনমুখৈর্ধ্যানাংঘ্রিসেবার্চ্চনৈ-
স্তদ্বন্দনদাসভাবসখিতাস্বাত্মার্পণৈরন্বহম্‌।
যৈরানন্দিতমানসৈর্নবরসা ভক্তিঃ সমালভ্যতে
তে মন্ত্রৌষধিমন্তরেণ সহসা কৃষ্ণং বশীকুর্ব্বতে ॥১॥
যে চৈবং গতমৎসরাঃ সরভসং সন্মার্গমধ্যাসতে
তেষাং নির্ম্মলচেতসাং স্বয়মপি জ্ঞানং সমুজ্জৃম্ভতে।
মিথ্যাধীঃ সচরাচরে ত্রিভুবনে রজ্জৌ ভুজঙ্গোপমে
পূর্ণে ব্রহ্মণি সচ্চিদাত্মনি পরানন্দে সদা সত্যধীঃ ॥২॥

ত্রয়োদশ স্তবকের অনুবাদ

অনন্তর ভক্তির উপসংহারমুখে জ্ঞান তাহার অধীন বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে তাহাই বলিতেছেন ;—

যে-সকল আনন্দিতচিত্ত পুরুষ প্রত্যহ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন দ্বারা নবরসযুক্তা ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা মন্ত্রৌষধি ব্যতীত কেবল নিজবলেই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থ হ'ন ॥১॥

যাঁহারা এইরূপে মাৎসর্য্যরহিত হইয়া সন্মার্গ অবলম্বন করেন, সেই নির্ম্মলচিত্ত পুরুষগণের জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশিত হয়। তৎকালে রজ্জুতে কল্পিত সর্পের মিথ্যাত্বজ্ঞানের ন্যায় সচরাচর ত্রিভুবনের মিথ্যাত্বজ্ঞান এবং পরমানন্দ সচ্চিদাত্মা পূর্ণব্রহ্মে সত্যজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে ॥২॥

যত্রোদিতে ন কিমপি প্রতিভান্তি ভাবা
নষ্টৌ প্রবৃত্তিবিনিবৃত্তিপথৌ চ সদ্যঃ।
আনন্দবোধপরিপূর্ণসদাপ্রকাশো
নিত্যোঽতিকেবলমনাবিল এক আত্মা ॥৩॥

একো যঃ পরিপূর্ণ এব ভগবান্ নিত্যোঽপ্রমেয়োঽব্যয়ঃ
স্বপ্নারম্ভজুষামিহ হ্যবিদুষাং তত্র ত্রিলোকীগতিঃ।
বিজ্ঞানাত্তু ন ভূর্ন বারি হুতভুগ্ নো মারুতো নাম্বরং
নো মর্ত্ত্যা ন সুরা ন কর্ম্মসময়ো ব্রহ্মৈব পূর্ণং পরম্ ॥৪॥

কিঞ্চ,—

অখণ্ডাত্মাঽদ্বৈতঃ স্ফটিক ইব নির্ব্যাজবিমলো
গুণানাং রাগাণামিব মিলনতোঽনেকবদভাৎ।

উক্তজ্ঞানের উদয় হইলে জাগতিক কোনবস্তুরই স্ফূর্ত্তি হয় না, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমার্গদ্বয় সদ্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং জ্ঞানানন্দময়, নিত্যপ্রকাশশীল নিত্য, বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণস্বরূপ, এক আত্মবস্তুরই প্রকাশ হইয়া থাকে ॥৩॥

জগতে নিত্য, অপ্রমেয়, অব্যয়, পরিপূর্ণস্বরূপ, এক ভগবানই বর্ত্তমান। নিদ্রামগ্ন পুরুষগণের ন্যায় অজ্ঞগণের নিকট ঐ ভগবদ্বস্তুতেই ত্রিলোকপ্রতীতি হইয়া থাকে ; পরন্তু তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান লাভ হইলে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, দেবতা, মনুষ্য, কর্ম্ম বা কাল কোনবস্তুরই প্রতীতি না হইয়া একমাত্র পূর্ণব্রহ্মবস্তুরই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে ॥৪॥

অখণ্ডস্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্ফটিকসদৃশ স্বভাবতঃ স্বচ্ছবস্তু ; পরন্তু বিবিধরাগ-সম্পর্কে স্ফটিকের যেরূপ বিবিধভাবে প্রতীতি হয়,

বিরিঞ্চৌ কীটে বা ভুবি পয়সি বহ্নৌ নভসি বা
সমন্তাদাস্তেঽসৌ গৃহঘটবিলাদৌ নভ ইব ॥৫॥

যস্ত্বেকো ভগবান্ নিসর্গবিমলো মায়াং নিজামাবহন্
স ত্রৈলোক্যমভূৎ স্বয়ং মহদহঙ্কারাদিভির্বৈকৃতৈঃ।
হেম্নঃ কুণ্ডলকঙ্কণাঙ্গদমিব ক্ষৌণ্যা ঘটেষ্টাদিবৎ
তস্মাদেব ন বিদ্যতে তদখিলং মায়ৈব মিথ্যোদয়া ॥৬॥

মায়াগুণেষু পরিতঃ প্রতিবিম্বিতোঽয়-
মেকোঽপ্যনেক ইব ভাতি স বাসুদেবঃ।

সেইরূপ বিবিধগুণ-সম্পর্কে তাঁহারও অনেকরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে! একই আকাশ যেরূপ গৃহ, ঘট, গর্ত্ত প্রভৃতিতে বর্ত্তমান, সেইরূপে তিনিও ব্রহ্মা, কীট, ভূমি, জল, অগ্নি, আকাশ প্রভৃতি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥৫॥

যে ভগবান্ স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ এবং অদ্বিতীয়, তিনিই নিজ মায়াকে আশ্রয় করিয়া মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি বিকারক্রমে ত্রিভুবনরূপে পরিণত হইয়াছেন। পরন্তু সুবর্ণের বিকারসম্ভূত কুণ্ডল, কঙ্কণ, অঙ্গদ প্রভৃতি যেরূপ সুবর্ণ হইতে ভিন্ন নহে, কিম্বা মৃণ্ময় ঘট, ইষ্টক প্রভৃতি যেরূপ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই ত্রিলোক ঐ ভগবদ্বস্তু হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু মায়ার উদয়ই মিথ্যা জানিবে ॥৬॥

একই সূর্য্য যেরূপ ঘৃত, সলিল প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেকরূপে প্রতীত হ'ন, সেইরূপ এই বাসুদেব এক হইয়াও মায়াগুণসমূহে সর্ব্বত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেকরূপে প্রতীত হইতেছেন।

ভাস্বানিবাজ্যসলিলাদিষু ভিন্নমূর্ত্তি-
ভ্র্ান্তাদৃতে ক ইহ তং প্রতিয়ন্তি সত্যম্ ॥৭॥

তথাচ ;—

সচ্চিদানন্দরূপোঽয়মাত্মৈকো বস্তু শাশ্বতম্ ।
তদাশ্রয়াঽবস্তুবিদ্যা ভ্রমাদ্বস্ত্বিতি ভাসতে ॥৮॥
বস্তুতো নাস্ত্যবিদ্যৈব লোকস্তৎপ্রভবঃ কুতঃ ।
সোঽপি শুদ্ধোদয়ো জ্ঞানাদ্ বাসুদেবঃ স এব হি ॥৯॥
অনাদ্যবিদ্যৈব ন বস্তু তত্ত্বতঃ
কু তস্তদুৎপাদ্যমিদং জগত্ত্রয়ম্ ।
নভঃপ্রসূনস্য যথৈব সৌরভং
যথৈব শৈত্যং মৃগতৃষ্ণিকাম্ভসঃ ॥১০॥

অতএব ভ্রান্ত ব্যতীত অপর কেহই ঐ প্রতিবিম্বিত রূপকে সত্যজ্ঞান করে না ॥৭॥

সচ্চিদানন্দস্বরূপ এই আত্মাই একমাত্র নিত্যবস্তু, তদাশ্রয়া অবস্তুভূতা অবিদ্যা ভ্রমহেতু বস্তুরূপে প্রতীত হইয়া থাকে ॥৮॥

বস্তুতঃ অবিদ্যারই কোন সত্তা নাই, অতএব অবিদ্যাসম্ভূত লোকের সত্তা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং জ্ঞানের প্রকাশ হইলে এই ত্রিলোক বস্তুসত্তাযুক্ত বাসুদেবরূপেই লক্ষিত হইয়া থাকে ॥৯॥

আকাশকুসুম অলীকপদার্থ বলিয়া তাহার সৌরভও যেরূপ অলীকপদার্থ এবং মরীচিকাজল অলীক বলিয়া তাহার শীতলত্বও যেরূপ অলীক, সেইরূপ অনাদি অবিদ্যাও বস্তুতঃ মিথ্যা বলিয়া তজ্জনিত এই ত্রিলোকও মিথ্যাই হইয়া থাকে ॥১০॥

কিন্নো শাশ্বত এক এব পুরুষো ভাতি প্রকাশার্ণব-
স্তস্মানন্দচিদাত্মনো ভগবতো নাস্তি দ্বিতীয়োঽপরঃ।
মায়ানির্ম্মিতমিন্দ্রজালসদৃশং স্বপ্নপ্রভং তদ্ভ্রমা-
দুন্মীলত্যসকৃন্নিমীলতি পুনস্তত্ত্বাববোধোদয়াৎ ॥১১॥

এবং যে ভগবন্তমন্তরহিতং বাঙ্‌মানসাগোচরং
সচ্চিদ্রূপকমেকমেব বিমলং পশ্যন্তি পূর্ণং পরম্।
তে সাক্ষাদ্‌গতবন্ধনাঃ পরতয়ানন্দাবৃতৈকাত্মতাং
সম্প্রাপ্তা ন পুনর্বিশন্তি জননীগর্ভান্ধকূপং জনাঃ ॥১২॥

ভক্তিক্ষুব্ধমহীধরেণ মথিতাৎ সংসারবারাংনিধে-
রুৎপন্নং সপদি প্রবোধমমৃতং সংপ্রাপ্য ভক্তা নরাঃ।

সর্ব্বত্র জ্ঞানসিন্ধুস্বরূপ নিত্য এক পুরুষই প্রকাশমান রহিয়াছেন। উক্ত চিদানন্দময় ভগবদ্বস্তু হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর কোন সত্তা নাই। অজ্ঞানবশতঃ ঐ অদ্বিতীয়বস্তুতে মায়ানির্ম্মিত ইন্দ্রজালতুল্য স্বপ্নোপম জগতের প্রকাশ হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই পুনরায় ঐ জগতের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥১১॥

যাঁহারা এইরূপে সর্ব্বত্র একমাত্র অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ, মনোবাক্যাতীত শুদ্ধ পরিপূর্ণস্বরূপ অদ্বিতীয় ভগবদ্বস্তুর দর্শন করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া পরমানন্দপূর্ণচিত্তত্ব লাভ করিয়া থাকেন এবং পুনরায় মাতৃগর্ভরূপ অন্ধকূপে প্রবিষ্ট হ'ন না ॥১২॥

ভক্তজনগণ ভক্তিরূপ মন্দার-পর্ব্বত-দ্বারা মথিত সংসারসমুদ্র হইতে সমুৎপন্ন জ্ঞানামৃত অচিরে লাভ করিয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ, দৈন্য, ভয়,

ক্ষুত্তৃষ্ণাশিশিরোষ্ণদৈন্যভয়শুক্স্বপ্নাদিমুক্তাশয়াঃ
পূর্ণে ব্রহ্মণি সচ্চিদাত্মনি পরানন্দে রমন্তে পরম্ ॥১৩॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ।

শোক, স্বপ্ন প্রভৃতি রহিত হইয়া কেবলমাত্র পরমানন্দস্বরূপ সচ্চিদাত্মা পূর্ণব্রহ্মে রমণ করিয়া থাকেন ॥১৩॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার ত্রয়োদশ স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ স্তবকঃ

অথাত্মনোঽপরাধমার্জ্জনমুখেন গ্রন্থমুপসংহরতি ;—

মূঢ়েনানধিকারিণাপি মমতাঽহঙ্কারপঙ্কাত্মনা
যদ্ গূঢ়া নিগমেঽপি নাথ ভবতো ভক্তির্ময়োদ্ঘাটিতা।
সাফল্যেঽপি তদেব বাঙ্মনসয়োর্মন্যেঽপরাধং নিজং
কারুণ্যৈকনিধে ক্ষমস্ব তদিমং দণ্ড্যস্য দীনস্য মে ॥১॥

পাপানামনুশীলনেন মহতাঞ্চানাদরাত্ত্বৎপদা-
ম্ভোজদ্বেষিনিষেবনাদপি তবৈবাজ্ঞাসমুল্লঙ্ঘনাৎ।
ত্বদ্ভক্তের্লবমপ্যনাশ্রিতবতা যত্তেঽপরাধ্বং ময়া
তস্যাখণ্ডদয়ানিধে তব কৃপামাত্রং পবিত্রং পরম্ ॥২॥

চতুর্দ্দশ স্তবকের অনুবাদ

অনন্তর স্বীয় অপরাধ-মার্জ্জনক্রমে গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন ;—

হে প্রভো, আমি মূঢ়, অনধিকারী এবং মমতা ও অহঙ্কারযুক্ত হইয়াও যে ভবদীয় বেদগুহ্য ভক্তির উদ্ঘাটন করিয়াছি, তদ্বিষয়ে বাক্য ও মনের সাফল্য হইলেও তাহাই নিজের অপরাধ মনে করিতেছি। হে করুণৈকনিধে, আপনি এই দণ্ডনীয় দীনজনের উক্ত অপরাধ ক্ষমা করুন ॥১॥

হে পরিপূর্ণদয়ানিধে, আমি পাপসমূহের অনুশীলন, মহাজনগণের অনাদর, ভবদীয়পাদপদ্মবিদ্বেষিগণের সেবা, ভবদীয় আদেশ লঙ্ঘন এবং ভবদীয় ভক্তির বিন্দুমাত্রেরও অনাশ্রয়হেতু যে অপরাধ করিয়াছি, ভবদীয় কৃপামাত্রই ঐ অপরাধের ছেদনে একমাত্র সমর্থ ॥২॥

ত্বন্মূর্ত্তির্ন বিলোকিতা ন চ ভবৎকীর্ত্তিঃ সমাকর্ণিতা
ত্বৎপাদাম্বুজপূজনং ন চ কৃতং ধ্যাতা ন চেহাকৃতিঃ।
হন্ত প্রত্যুত লঙ্ঘিতং বিধিনিষেধাখ্যং ত্বদীয়ং বচ-
স্তং ক্ষন্তব্যমপত্রপস্য বচনং কৃষ্ণ প্রসীদেতি মে ॥৩॥
চেতঃকায়বচোভিরেব বিষয়ানাসেবমানং সদা
ধূর্ত্তং ত্বচ্চরণারবিন্দভজনব্যাজ্যাজ্জগদ্বঞ্চকম্।
অজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং পরধনাদানৈকচিন্তাতুরং
সাধুস্বোদরপূরণং ননু কৃপাসিন্ধোপ্রভো পাহি মাম্ ॥৪॥
পূর্ণানন্দপয়োনিধেস্ত্রিজগতাংভর্ত্তুঃ পিতু-রক্ষিতু-
র্যন্নাকারি কদাপি কাচন তবোপাস্তির্ময়াঽবুদ্ধিনা।

হে প্রভো, এখানে আমি আপনার মূর্ত্তি-দর্শন, কীর্ত্তি শ্রবণ, পাদপদ্ম পূজন এবং রূপ ধ্যান করি নাই, হায় হায়! পরন্তু বিধি-নিষেধাত্মক ভবদীয় বেদরূপ বাক্যের লঙ্ঘনই করিয়াছি। অতএব মদুচ্চারিত "হে কৃষ্ণ, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন"—ঈদৃশ নির্লজ্জ বচন ক্ষমা করিবেন ॥৩॥

হে করুণাসিন্ধো, আমি ভবদীয় পাদপদ্মভজনচ্ছলে কায়মনোবাক্য-দ্বারা সর্ব্বদা বিষয়সমূহের সেবা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতেছি। বস্তুতঃ আমি ধূর্ত্ত, মূর্খ, পণ্ডিতাভিমানী, পরধনগ্রহণে একমাত্র চিন্তাযুক্ত এবং উদরভরণে সম্যক্ প্রয়াসশীল। অতএব হে প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন ॥৪॥

হে দীনজনসন্তাপনাশন, আমি অতিশয় মূঢ় বলিয়া কখনও পূর্ণানন্দসিন্ধু এবং জগতের ভর্ত্তা, পিতা ও রক্ষকস্বরূপ আপনার কিঞ্চিন্মাত্রও উপাসনা করি নাই; অতএব সম্প্রতি তাহারই ফলস্বরূপ সন্তাপযুক্ত

তস্যৈবানুভবন্তমাধিনিলয়ং সংসারবন্ধং ফলং
মূঢ়ং কাতরমাতুরং জড়ধিয়ং মাং পাহি দীনার্ত্তিহন্ ॥৫॥
অহ্নি স্বোদরপূর্ত্তিমাত্রবিকলো নিদ্রাস্মরেহাদিভি-
র্দুষ্পূরৈশ্চ মনোরথৈরবিরতৈরাক্ষিপ্তচেতা নিশি।
এবং ত্বদ্বিমুখোঽপি দাস্যমধুনা যৎ প্রার্থয়ে তাবকং
ক্ষন্তব্যোঽয়মপত্রপস্য করুণাসিন্ধোঽপরাধো হি মে ॥
ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনানি সপ্তযুগলং তত্রৈকতো ভূরিয়ং
তত্রৈকত্র মহীশ্বরা বহুতরাস্তেষাঞ্চ ভৃত্যাঃ পরে।
তেষামেব নিষেবণাক্ষমধিয়ো ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বর
ত্বদ্দাস্যে কৃতমানসস্য বিমতের্মন্তুর্মম ক্ষম্যতাম্ ॥৭॥

সংসারবন্ধন অনুভব করিতেছি। হে প্রভো, আপনি এই মূঢ়, কাতর, আতুর. জড়বুদ্ধিকে রক্ষা করুন ॥৫॥

হে করুণাসিন্ধো! আমি দিবসে উদর পূরণ-কার্য্যে বিহ্বল এবং রাত্রিকালে নিদ্রা-কাম-চেষ্টা ও অবিরাম দুষ্পূর মনোরথসমূহে আক্ষিপ্তচিত্ত বলিয়া অপনার প্রতি বিমুখ হইয়াও সম্প্রতি যে ভবদীয় দাস্য প্রার্থনা করিতেছি, এই নির্লজ্জের এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন ॥৬॥

হে প্রভো, এই ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবন বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে এক ভুবনে এই পৃথিবী বিদ্যমান; উক্ত পৃথিবীতেও বহু নরপতি এবং অন্যান্য মানবগণ তাহাদের ভৃত্যরূপে অবস্থান করিতেছে। আমি তাহাদেরই সেবায় অক্ষম; সুতরাং কোটিব্রহ্মাণ্ডাধিপতি আপনার দাস্য-বিষয়ে অভিলাষ করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন ॥৭॥

অথবা,

ত্বং সর্ব্বস্য হিতঃ পিতা প্রভবিতা মাতা বিধাতাপি চ
ক্ষন্তুং স্বপ্রজয়া কৃতান্নরহরে মন্তূনিমানর্হসি।
পাদৌ বক্ষসি নিক্ষিপন্নপি মুহুর্বাম্যং চ কার্য্যং বহু
চাঞ্চল্যেন সমাচরন্নপি শিশুর্ন স্যাজ্জনন্যা রুষে ॥৮॥

কিঞ্চ,

অদ্বৈতে সতি বিক্রিয়াবিরহিতে নিত্যপ্রকাশামৃতে
সান্দ্রানন্দসুধাম্বুধৌ ভগবতি ত্বয্যেব পূর্ণাত্মনি।
সংসারজ্বলনভ্রমেণ পরিতো দগ্ধং বিমূঢ়ম্মৃতং
কারুণ্যৈকনিধান মামব ভবন্মায়েন্দ্রজালাবৃতম্ ॥৯॥

কিঞ্চ,

দাসাস্তে হরনারদপ্রভৃতয়ঃ কোঽহং বরাকঃ শিশু-
র্ভক্তির্যোগিভিরপ্যগম্যবিষয়া কেঽয়ং মতির্মেঽল্পিকা।

হে নরহরে, আপনি নিখিললোকের মঙ্গলকারী পিত, প্রভু, মাতা এবং বিধাতৃস্বরূপ; অতএব নিজ সন্তানকৃত অপরাধসমূহের ক্ষমাবিষয়ে সমর্থ। শিশুপুত্র চাঞ্চল্যবশতঃ পুনঃ পুনঃ বক্ষোদেশে পাদনিক্ষেপ এবং বহু বিরুদ্ধকার্য্যের আচরণ করিয়াও কখনও জননীর রোষভাজন হয় না ॥৮॥

হে করুণানিলয় প্রভো, আমি অদ্বৈত, নির্ব্বিকার, সৎ, জ্ঞানানন্দ-সুধাসিন্ধু এবং পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ আপনার মধ্যে অবস্থিত হইয়াও সংসারানল-ভ্রমে সর্ব্বত্র দগ্ধ, বিমূঢ় এবং মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে দেব, ভবদীয় মায়ারূপ ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন এই অধমকে রক্ষা করুন ॥৯॥

হে নাথ, শঙ্কর, নারদ প্রভৃতি আপনার দাসগণ কোথায়? আর ক্ষুদ্র

এবং নাথ বিভাবয়ন্নপি সদা ত্বৎপাদপঙ্কেরুহে
লুব্ধং মানসভৃঙ্গমন্যথয়িতুং শক্নোমি নাহং ক্বচিৎ ॥১০॥
ব্যামোহাদ্বিষয়ীরসেষু সুভগস্নিগ্ধেষু মুগ্ধেক্ষণ
স্মেরস্মেরমুখাম্বুজেষু নিরতো মচ্চিত্তভৃঙ্গশ্চিরম্।
অদ্যাকস্মিকসাধুসঙ্গপবনাসঙ্গেন সঞ্চারিণা
শ্রীগোবিন্দ ভবৎপদাম্বুজসুধামোদেন সংহৃষ্যতে ॥১১॥
সোঽহং মোহমুপাগতোঽপি বিবিধৈরেবাপরাধৈর্যুতো-
ঽপ্যারাদ্ধুং শরণাগতোঽস্মি চরণাম্ভোজং মুরারে তব।
ন গ্রাহ্যা মম তে তদাপি ভগবন্ কারুণ্যবারাংনিধে
সর্ব্বং ক্ষম্যত ঈশ্বরেণ শরণাযাতস্য শত্রোরপি ॥১২॥

অল্পবুদ্ধি শিশুতুল্য আমিই বা কোথায়? যোগিগণের অগম্যা ভক্তিই বা কি এবং আমার এই অল্পমতিই বা কি? নিরন্তর এইরূপ বিচার করিয়াও ভবদীয় পাদপদ্মবিষয়ে লুব্ধ চিত্তভৃঙ্গকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইতেছি না। ॥১০॥

হে সুলোচন শ্রীগোবিন্দ, আমার চিত্তভ্রমর ভ্রান্তিবশতঃ চিরকাল বিষয়রসপূর্ণ সুন্দর স্নিগ্ধ এবং বিকসিত ভবদীয় মুখকমলে নিরত থাকিয়া অদ্য সাধুসঙ্গরূপ আকস্মিক বায়ুদ্বারা সঞ্চারিত ভবদীয় পাদপদ্মসুধা সৌরভে প্রীতি লাভ করিতেছে ॥১১॥

হে করুণাসিন্ধো, ভগবন, শ্রীহরে, এতাদৃশ আমি মোহপ্রাপ্ত এবং বিবিধ অপরাধযুক্ত হইয়াও ভবদীয় পাদপদ্ম-আরাধনের জন্য আপনার শরণাগত হইয়াছি। অতএব আমার উক্ত অপরাধসমূহ আপনার গ্রহণযোগ্য নহে, যেহেতু, ঈশ্বর শরণাগত শত্রুরও সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন ॥১২॥

কিঞ্চ,

যে তু ত্বৎপদভক্তিমেকরসদাং কান্তামিব প্রেয়সী-
মালিঙ্গ্যৈব রসেন নির্ম্মলধিয়স্তিষ্ঠন্তি মুক্তক্রিয়াঃ।
যাবজ্জীবকৃতাপরাধনিবহং নির্ধূয় তে সাম্প্রতং
ত্বামেবাব্যয়মাপ্নুবন্তি পরমানন্দামৃতাম্ভোনিধিম্ ॥১৩॥

ত্বৎপাদাম্বুজভক্তিমেকরসদাং সদ্ভাবতো ভাবয়েৎ
পাপীয়ানপি দূষণানি শতশঃ কৃত্বাপি নৈবাকরোৎ।
নোচেৎ সর্ব্বগুণান্বিতেন সুকৃতারম্ভৈকদম্ভাত্মনা
সর্ব্বাণ্যপ্যকৃতানি তেন বিহিতান্যেবোচ্চকৈর্মানিনা ॥

হে দেব, যে-সকল বিমলচিত্ত পুরুষ কান্তাতুল্যা প্রিয়তমা পরমরসপ্রদা ভবৎপাদপদ্মভক্তিকে অনুরাগ সহকারে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করেন, তাঁহারা যাবজ্জীবনকৃত অপরাধসমূহ পরিহারপূর্ব্বক সম্প্রতি পরমানন্দসুধাসিন্ধুস্বরূপ অবিনশ্বর আপনাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৩॥

হে প্রভো, পাপী পুরুষ শত শত অপরাধ করিয়াও সদ্ভাব-বশতঃ যদি আপনার পরমরসপ্রদা ভক্তির অনুশীলন করে, তাহা হইলে তাহার পাপসমূহ অকৃততুল্যই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, আপনার ভক্তির অনুশীলন না করিয়া সর্ব্বগুণান্বিত এবং সৎকার্য্যারম্ভহেতু দম্ভযুক্ত অভিমানশীল পুরুষ শত সৎকার্য্যের অনুশীলন করিলেও উহা পাপকার্য্য-স্বরূপই হয় ॥১৪॥

কিঞ্চ,—

নিত্যা নিত্যসুখা নিসর্গবিমলা সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা
ভক্তির্যৈরভিমানিভিশ্চলসুখাকাঙ্ক্ষৈশ্চ নালম্ব্যতে।
তেষাং জন্ম বৃথা দিনানি চ বৃথা বিদ্যাগুণৌঘা বৃথা
সৎকর্ম্মাণি বৃথা তপাংসি চ বৃথা শীলং বৃথা গীর্ব্বৃথা ॥১৫॥
তস্মাৎ সর্ব্বমপাস্য সর্ব্বসময়ং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বাত্মনা
ভক্তিং ভাগবতীং যথাসুখমিমাং যে সন্ত্যনাত্মদ্রুহঃ।
নেয়ং কালমপেক্ষতে ন চ তপো নৈবশ্রুতশ্রেয়সী
ন জ্ঞানং ন চ পৌরুষং ন চ গুণান্ নো জাতিমিজ্যামপি॥
অব্যঙ্গানুভবপ্রবোধজননী হারৈর্গুণৈরাশ্রিতা
শশ্বৎপ্রেমরসাবহাতিসুখদা দুঃখৈকবিধ্বংসিনী।

যে সকল অভিমানী পুরুষ চঞ্চলসুখের কামনায় বিবিধ অনুষ্ঠানে রত হইয়া নিত্যা নিত্যসুখপ্রদা, স্বভাববিশুদ্ধা এবং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা ভক্তির অনুষ্ঠান না করে, তাহাদের জন্ম, কাল, বিদ্যা, গুণরাশি, সৎকর্ম্ম তপস্যা, স্বভাব এবং বাক্য—সমস্তই বিফল হইয়া থাকে ॥১৫॥

অতএব আত্মদ্রোহশূন্য পুরুষগণ সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বকালে সর্ব্বতোভাবে যথাসুখে এই ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করিবেন। এই ভগবদ্ভক্তি কোনপ্রকার কাল, তপস্যা, শাস্ত্রশ্রবণ, শুভানুষ্ঠান, জ্ঞান, পৌরুষ, গুণ, জাতি এবং যাগাদির অপেক্ষা করে না ॥১৬॥

পূর্ণবস্তুর অনুভবহেতু জ্ঞানজননী, মনোহরগুণশালিনী, নিরন্তর প্রেমরসাবহা, পরমসুখদায়িনী এবং সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী এই শ্রীহরিভক্তি-

যেয়ং শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা কান্তেব সদ্ভাবিনী
নানালঙ্কৃতিবর্জ্জিতাপি মহতামানন্দমাপাদয়েৎ ॥১৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে সত্যপ্যনন্তাত্মকে
সন্তো মৎকৃতিমল্লিকামপি বরিষ্যন্তে গুণগ্রাহিণঃ।
অম্ভোধৌ পরিলব্ধরত্ননিবহোঽপ্যাস্তে ক এবংবিধো
যঃ কূপেঽপি তদেব রত্নমমলং লব্ধ্বাপ্যুপেক্ষিষ্যতে ॥১৮॥

যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি বান্বহমিদং ভক্তিপ্রবোধামৃতং
যে বা সাধু নিরূপয়ন্তি ভগবদ্ভক্তেষু নির্ম্মৎসরাঃ।

কল্পলতিকা সদ্ভাবযুক্তা কান্তার ন্যায় বিবিধালঙ্কার-রহিতা হইয়াও সহৃদয় মহাপুরুষগণের আনন্দ বিধান করিয়া থাকে ॥১৭॥

মহামুনি ব্যাসদেবকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিতাত্মক বিস্তৃত শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিলেও গুণগ্রাহী পণ্ডিতগণ আমার এই ক্ষুদ্রগ্রন্থের প্রতি অনাদরযুক্ত হইবেন না; যেহেতু, সমুদ্রমধ্যে প্রভূত রত্ন লাভ করিয়াও কোন ব্যক্তি যদি কূপমধ্যে তাদৃশ রত্ন প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাও উপেক্ষা করে না ॥১৮॥

যে-সকল ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের প্রতি মাৎসর্য্যরহিত হইয়া প্রত্যহ এই ভক্তিজ্ঞানামৃতগ্রন্থ শ্রবণ বা পাঠ করেন, অথবা যাঁহারা এই গ্রন্থকে **'সাধু'** বলিয়া নিরূপণ করেন, তাঁহারা সমস্ত সংসারান্ধকার পরিহারপূর্ব্বক

তে নির্ধুয় ভবান্ধকারমখিলং ভক্তিপ্রবোধান্বিতাঃ
সান্দ্রানন্দমনাবৃতং তদমৃতং বিন্দন্তি বিষ্ণোঃ পদম্ ॥১৭॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং চতুর্দ্দশঃ স্তবকঃ

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ॥

ভক্তিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ঘনানন্দময় প্রকাশমান অমৃতস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৭॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার চতুর্দ্দশ স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত